পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 311 Monday, 12 October 2026 * ৩১ বর্ষ, ৩১১ সংখ্যা * ২৪ আশ্বিন ১৪৩৩, সোমবার, ১২ অক্টোবর, ২০২৬ * আজ ৮ পাতা * মূল্য- ৩ টাকা

শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে বেআইনি আটক নয়, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ঃ শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করা নাগরিকদের অধিকার। সেই অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে কাউকে বেআইনিভাবে আটক করা যাবে না। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের অসুবিধা এড়াতে রাজধানী দিল্লিতে মেট্রো ও রেল পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যারিকেড সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। যন্তর মন্তরে প্রস্তাবিত বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে দিল্লি পুলিশের নিরাপত্তাব্যবস্থা ও পরিবহণ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে এই নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি, ইন্টারনেট পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, প্রতিবাদ করার অধিকার সকলের রয়েছে, তবে তা করতে হবে আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকেই। শনিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে বিক্ষোভের ডাক দেয় ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠন। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজধানীর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে তোলে পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের জমায়েত আটকাতে বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড বসানো হয়। নিরাপত্তার কারণে দিল্লির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো স্টেশনের প্রবেশপথ বন্ধ রাখা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি, রেল পরিষেবা ব্যাহত হওয়া এবং যন্তর মন্তর সংলগ্ন এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগে সমস্যার অভিযোগও সামনে আসে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের যাতায়াত ও দৈনন্দি জীবন ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন মামলাকারীরা। তাঁদের বক্তব্য, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ঠেকাতে গিয়ে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, যার প্রভাব পড়েছে সাধারণ নাগরিকদের উপরেও। রবিবার এই মামলার বিশেষ শুনানি হয় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে। শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনকারীদের বেআইনিভাবে আটক করা যাবে না। বিশেষ করে, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারার অধীনে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়নি, এমন এলাকায় এই ধরনের পদক্ষেপের ক্ষেত্রে আইন মেনে চলা জরুরি।

আজ ফের দিল্লির রাজপথে ইন্ডি জোট!
রাহুল-মমতা-অখিলেশের মিছিল

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে ফের আংঃদালনের পথে বিরোধী ইন্ডি জোট। গত সপ্তাহে টানা তিন দিন প্রতিবাদ কর্মসূচির পর আজ সোমবার ফের দিল্লির রাজপথে নামার পরিকল্পনা নিয়েছেন বিরোধী নেতারা। সূত্রের খবর, এবারের কর্মসূচিতে আগের তুলনায় বেশি সংখ্যক নেতা-কর্মীর উপস্থিতি থাকতে পারে। রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দেদ্যাপাধ্যায় এবং অখিলেশ যাদবের মতো বিরোধী নেতাদের উপস্থিতি ঘিরেও জল্পনা তৈরি হয়েছে। ইন্ডিয়া গেট থেকে মিছিল করে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছনোর পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। সেখানে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি জমা দেওয়ারও উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। গত সপ্তাহে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বারবার উত্তপ্ত হয়েছে রাজধানী। মঙ্গলবার সংসদের মকর দ্বার থেকে নির্বাচন কমিশনের দপ্তর পর্যন্ত মিছিলের মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু করেন বিরোধী সাংসদরা। তবে কমিশনের দপ্তরে পৌঁছনোর আগেই ব্যারিকেড দিয়ে তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। এরপরেও আন্দোলন থামেনি। বুধবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বিরোধী সাংসদদের মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানান। সেই বৈঠকের পর রাহুল গান্ধী জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সরব হন এবং তাঁকে পদ থেকে সরানোর দাবি জানান। এরপর বিরোধী সাংসদরা বাসে করে যন্তর মন্তরের উদ্দেশে রওনা দেন। সেখানে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেন একাধিক বিরোধী নেতা। মহিলা সাংসদদের একাংশ রাস্তায় বসে প্রতিবাদ জানান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও। বৃহস্পতিবার বিরোধী নেতারা রাজঘাটে গিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন।

'বন্ডে সই করিনি', আদালতের শর্তকে থোড়াই কেয়ার দীপকের!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১১ অক্টোবর ঃ একবছর 'ভালো ছেলে' হয়ে থাকার শর্তে জামিন, এমনটাই নির্দেশ দিয়েছিল দিল্লির আদালত। কিন্তু মুক্তি পেতেই রণংদেহি মেজাজে অভিজিৎ দীপকে। রবিবার মুক্তি পাওয়ার পর ককরোচ জনতা পার্টির দুই কো কনভেনর সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কা সাংবাদিক বৈঠক করেন। তাঁরা সাফ জানিয়ে দেন, আন্দোলন থামিয়ে দেওয়ার কোনও পরিকল্পনাই নেই। এবার অভিজিৎ বললেন, প্রতিবাদ না করার শর্তে তাঁরা কোনও বন্ডে সই করেননি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি জামিনের শর্ত লঙ্ঘন করবেন ককরোচ নেতারা? শনিবার রাতভর আটক থাকার পর রবিবার দিল্লির আদালতে পেশ করা হয় অভিজিৎ, সৌরভ এবং আশুতোষকে। তিনজনকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেয় আদালত। পরে দিল্লি পুলিশ জানায়, ৫০ হাজার টাকার বন্ডে তিন নেতা জামিন পেয়েছেন। ওই বন্ডে বলা হয়েছে, আগামী একবছর শান্তি বজায় রেখে ভালো আচরণ করবেন তাঁরা। এই সময়টায় অশান্তি ছাানোর চেষ্টা করবেন না তিন নেতা, এমনটাও ওই বন্ডে লেখা আছে বলে জানিয়েছেন সিজেপির আইন শাখার প্রধান রত্না সিং।

'আর যেন জাহাজ বাড়ি না হয়', দলের নেতা-কর্মীদের কড়া বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম, ১১ অক্টোবর ঃ নন্দীগ্রামের রাজনীতিতে ফের আলোচনায় 'জাহাজ বাড়ি'। তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট শেখ সুফিয়ানের সুবিশাল প্রাসাদোপম বাড়িকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক বিতর্ক রয়েছে। এবার সেই 'জাহাজ বাড়ি'র প্রসঙ্গ টেনেই দলের নেতা-কর্মীদের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। ঔদ্ধত্য ও অহংকার পরিহার করে সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে হবে। কোনও নেতা বা পঞ্চায়েত সদস্যের আচরণে যেন নতুন করে আরেকটি 'জাহাজ বাড়ি' তৈরির অভিযোগ ওঠার সুযোগ না তৈরি হয়। রবিবার দুর্গাপুজোর আগে নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়ায় একটি শারদীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেন শুভেন্দু। উপনির্বাচনে রেকর্ড ভোটে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র জয়ের পর সেখানে তাঁর এই প্রথম সফর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে উপহার তুলে দেওয়ার পাশাপাশি এলাকার উন্নয়ন এবং দলীয় নেতা-কর্মীদের ভূমিকা নিয়েও বক্তব্য রাখেন তিনি। সেখানেই শেখ সুফিয়ানের বাড়ির প্রসঙ্গ তুলে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু বলেন, এখানকার পঞ্চায়েত সদস্যদের বলছি, সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলবেন। ঔদ্ধত্য, অহংকার দূর করতে হবে। কারও সঙ্গে এমন কোনও আচরণ করবেন না, কাজ করবেন না যাতে লোকে বলার সুযোগ পায়, আবার একটা জাহাজ বাড়ি হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই বক্তব্যের মাধ্যমে দলীয় নেতা-কর্মীদের দুর্নীতি, তোলাবাজি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে দূরে থাকার বার্তা দিতে চেয়েছেন শুভেন্দু। যদিও তিনি সরাসরি কারও বিরুদ্ধে নতুন করে কোনও অভিযোগ তোলেননি, তবু 'জাহাজ বাড়ি'র উল্লেখকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, নন্দীগ্রামের রাজনীতিতে শেখ সুফিয়ানের বাড়ি দীর্ঘদিন ধরেই পরিচিত একটি নাম।

বাড়িটি জাহাজের আদলে তৈরি হওয়ায় স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে তার নাম হয়েছে 'জাহাজ বাড়ি'। সুফিয়ান তৃণমূলের পরিচিত নেতা এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে রাজনৈতিক মহলে পরিচিত ছিলেন। বিরোধীদের অভিযোগ, বিপুল অর্থ এবং তোলাবাজির মাধ্যমে ওই বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে একাধিকবার বাড়িটিতে গিয়েছে সিআইডি বলেও জানা যায়। সেই সময় সুফিয়ানকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল। তাঁর পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল বলেও দাবি করা হয়েছে। তবে বিরোধীদের অভিযোগ এবং তদন্তের প্রসঙ্গকে আদালতে প্রমাণিত অপরাধ হিসেবে দেখা যায় না। এই বাড়িকে ঘিরে বিতর্কের রাজনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। নন্দীগ্রামের রাজনীতি রাজ্য রাজনীতির অন্যতম আলোচিত অধ্যায়। ফলে এখানকার কোনও নেতা বা তাঁর সম্পত্তিকে ঘিরে ওঠা অভিযোগ সহজেই রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে চলে আসে। রবিবারের অনুষ্ঠানে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান এবং নন্দীগ্রামের প্রতি দায়বদ্ধতার কথাও তুলে ধরেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, আমি আজীবন নন্দীগ্রামের ভোটার হয়ে থাকব, এখানকার জন্য কাজ করে যাব। এলাকার নতুন বিধায়ক হাসিরানি রথকে নিয়েও বক্তব্য রাখেন তিনি। শুভেন্দুর কথায়, হাসিরানি রথ এলাকার মানুষের সেবিকা হিসেবে কাজ করবেন। স্থানীয় বাসিন্দদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা ধাপে ধাপে পূরণ করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। তবে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি দলীয় সংগঠনের স্বচ্ছতা বজায় রাখার উপরেও জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর, জনপ্রতিনিধিদের আচরণে যেন সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ না হন। ক্ষমতায় থাকার সুযোগকে ব্যক্তিগত সম্পদ বা প্রভাব বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করা যাবে না-এমন বার্তাই তাঁর মন্তব্যে উঠে এসেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের একাধিক নেতা নিজেদের বিজেপির ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। নন্দীগ্রামেও এই প্রবণতা নিয়ে আগে থেকেই সতর্কবার্তা দিয়ে আসছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর আশঙ্কা, এইভাবে দলে অনভিপ্রেত ব্যক্তিদের প্রবেশ ঘটলে সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে শুভেন্দুর 'জাহাজ বাড়ি' প্রসঙ্গ তুলে সতর্কবার্তাকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। নন্দীগ্রামে বিজেপির সংগঠনকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য রাখা এবং নেতা-কর্মীদের আচরণে স্বচ্ছতা বজায় রাখাই যে তাঁর লক্ষ্য, তা বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সব মিলিয়ে, নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক মঞ্চে 'জাহাজ বাড়ি' আবারও চর্চার কেন্দ্রে। তবে এবার সেই বাড়িকে ঘিরে বিরোধীদের অভিযোগের পাশাপাশি সামনে এসেছে শাসকদলের নেতা-কর্মীদের জন্য শুভেন্দুর সতর্কবার্তাও। আগামী দিনে নন্দীগ্রামে দলীয় সংগঠন এবং জনপ্রতিনিধিদের কাজকর্মে এই বার্তার কতটা প্রতিফলন দেখা যায়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

মুখ্যমন্ত্রীর ডেডলাইন শেষেও পোস্ট মুছলেন না বিকাশরঞ্জন! পালটা প্রশ্নে বাড়ল বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১১ অক্টোবর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর বেঁধে দেওয়া ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা শেষ। তবুও নিজের ফেসবুক পোস্ট থেকে 'হিন্দুত্ববাদী শব্দটি প্রত্যাহার করতে নারাজ প্রবীণ সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর সাফ বক্তব্য, যাদবপুরে নিজের বাড়িতে হামলার পিছনে হিন্দুত্ববাদীদের হাত রয়েছে বলে তিনি যে অভিযোগ করেছেন, তা নিয়ে নিজের অবস্থান থেকে সরছেন না। একই সঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের সমালোচনা করার অর্থ হিন্দু ধর্মকে অপমান করা নয় বলেও দাবি করেছেন তিনি। এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের বৈধতা নিয়েই পালটা প্রশ্ন তুলেছেন বাম নেতা। ফলে বিকাশরঞ্জনের পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার ভোরে। অভিযোগ, কলকাতার যাদবপুরে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। মুখে কাপড় বাঁধা কয়েকজন ব্যক্তি বাড়ির জানলা লক্ষ্য করে কাচের বোতল ও পাথর ছোড়েন বলে অভিযোগ ওঠে। এর ফলে বাড়ির জানলার কাচ ভেঙে যায়। এই ঘটনার পরই সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে হামলার জন্য 'হিন্দুত্ববাদী গুন্ডা'দের দায়ী করেন বিকাশরঞ্জন। তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক। ঘটনায় অভিযুক্ত সন্দেহে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে দাবি, ধৃতদের সঙ্গে তৃণমূলের যোগ রয়েছে। এই তথ্য সামনে আসার পর বিকাশরঞ্জনের পোস্টে ব্যবহৃত 'হিন্দুত্ববাদী শব্দটি নিয়ে আপত্তি জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

একটি জনসভা থেকে তিনি বাম নেতাকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ওই শব্দ প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন বলে জানা যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন ওঠে, নির্দিষ্ট কোনও হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের পরিচয় নিয়ে তদন্ত চলার মধ্যেই রাজনৈতিক মতাদর্শকে দায়ী করে মন্তব্য করা কতটা যুক্তিসংগত। রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া সময়সীমা শেষ হলেও নিজের পোস্টে কোনও সংশোধন করেননি বিকাশরঞ্জন। একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট জানান, পোস্ট থেকে ওই শব্দ মুছে ফেলার কোনও কারণ তিনি দেখছেন না। তাঁর বক্তব্য, হামলার সঙ্গে জড়িতদের দায় নির্ধারণের বিষয়টি একদিকে, আর হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুত্ববাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝার প্রশ্নটি অন্যদিকে। এই দুই বিষয়কে এক করে দেখা উচিত নয় বলেই মনে করেন তিনি। বিকাশরঞ্জনের কথায়, আমি কেন পোস্ট থেকে ওই শব্দটা ডিলিট করব? অপরাধ করেছে ওরা। তাঁর দাবি, হিন্দুত্ববাদ আসলে এক ধরনের গুন্ডামির তত্ত্ব, অন্যদিকে হিন্দু ধর্মের মধ্যে রয়েছে বহুত্ববাদ এবং সকলকে গ্রহণ করার মানসিকতা। তাঁর মতে, হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুত্ববাদ সম্পূর্ণ আলাদা ধারণা এবং দু'টির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। হিন্দুত্ববাদের সমালোচনা করা মানেই হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করা নয় বলেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ নিয়েও সরব হয়েছেন এই প্রবীণ আইনজীবী। বিকাশরঞ্জনের পালটা প্রশ্ন, কোনও রাজনৈতিক নেতা তাঁকে নিজের বক্তব্য প্রত্যাহার করতে বলার অধিকার কোথা থেকে পেলেন? তাঁর বক্তব্য, আগে সেই অধিকারের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা উচিত। অর্থাৎ, মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া সময়সীমা মেনে পোস্ট সংশোধন করার বদলে নির্দেশের যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে বিকাশরঞ্জনের বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ করা হবে কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে শুধু পোস্টে ব্যবহৃত একটি শব্দের কারণে কী ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, তা নির্ভর করবে অভিযোগের প্রকৃতি, প্রাসঙ্গিক আইন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপের উপর। এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও নতুন আইনি পদক্ষেপের নিশ্চিত তথ্য সামনে আসেনি। অন্যদিকে, যাদবপুরে বিকাশরঞ্জনের বাড়িতে হামলার ঘটনায় ধৃতদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তও গুরুত্বপূর্ণ। হামলার পিছনে কারা রয়েছে, কী কারণে এই ঘটনা ঘটেছে এবং অভিযুক্তদের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে কি না, তা তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হওয়ার কথা। পুলিশের দাবি এবং রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যের বাইরে প্রকৃত তথ্য সামনে আসাই এখন সবচেয়ে জরুরি। সব মিলিয়ে, বাড়িতে হামলার অভিযোগ থেকে শুরু হওয়া বিতর্ক এখন হিন্দু ধর্ম, হিন্দুত্ববাদ এবং রাজনৈতিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্নে পৌঁছে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ৪৮ ঘণ্টার ডেডলাইন শেষ হওয়ার পরও বিকাশরঞ্জনের অনড় অবস্থান এই সংঘাতকে আরও বাড়িয়েছে। এবার রাজ্য সরকার বা প্রশাসন পরবর্তী পদক্ষেপ করে কি না, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে ফের পুলিশের নোটিস অভিষেককে
আজ হাজিরার নির্দেশ!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১১ অক্টোবর ঃ ক্যামাক স্ট্রিটে বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র করে পুরকর্মীদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ফের তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস দিল পুলিশ। সোমবার তাঁকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর। রবিবার সকালে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের বাড়িতে গিয়ে নোটিস ধরান শেক্সপিয়র সরণি থানার আধিকারিকরা। দিল্লি থেকে ফেরার পরই তাঁর কাছে পুলিশের এই নোটিস পৌঁছনোয় নতুন করে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। কলকাতা পুরসভার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। এবার নির্ধারিত দিনে অভিষেক পুলিশের কাছে হাজিরা দেন কি না, সেদিকেই নজর। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৭ আগস্ট ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের অফিসের সামনে থাকা একটি বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। কলকাতা পুরসভার কর্মীরা বিলবোর্ডটি খুলতে গেলে তাঁদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে পুরসভা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে একাধিক মামলা রুজু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এরই মধ্যে পুরসভার আরও একটি অভিযোগের তদন্তে অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ। রবিবার সকালে শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ আধিকারিকরা অভিষেকের বাড়িতে পৌঁছন। প্রায় ২০ মিনিট অপেক্ষা করার পর বাড়ির সদর দরজা খোলা হয়। এরপর তাঁর হাতে নোটিস দেওয়া হয় বলে খবর। এর আগে দু'দিন আগেও অভিষেকের বাড়িতে নোটিস দিতে গিয়েছিলেন পুলিশকর্মীরা। কিন্তু সেই সময় বাড়িতে কেউ না থাকায় নোটিস না দিয়েই ফিরে যেতে হয়েছিল তাঁদের। এবার অবশ্য নোটিস পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। ক্যামাক স্ট্রিটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আগেও অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। পুরসভার দায়ের করা অন্য একটি মামলায় তাঁকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। এবার নতুন করে নোটিস জারি হওয়ায় তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত ২৭ আগস্ট। অভিযোগ, অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে থাকা বিলবোর্ড খুলতে গেলে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে পুলিশকর্মীদের ধস্তাধস্তি হয়। পুলিশ ও পুরকর্মীদের কাজে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি মারধরের অভিযোগও ওঠে। অভিযোগ অনুযায়ী, অফিসে ঢোকার চেষ্টা করলে কয়েকজন পুলিশকর্মীকে কলার ধরে মারধর করা হয়। ধস্তাধস্তির সময় কয়েকজন পুলিশকর্মী সিঁড়িতে পড়ে যান বলেও দাবি করা হয়েছে। পুরকর্মীদেরও বাধা দেওয়া এবং তাঁদের উপর হামলার অভিযোগ সামনে আসে। কলকাতা পুরসভার দাবি, সংশ্লিষ্ট বিলবোর্ডটি বেআইনি ছিল। তাই সেটি খুলতে পদক্ষেপ করা হয়েছিল। বাধা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বিলবোর্ডটি খুলে দেয় পুরসভা। ওই ঘটনায় পুলিশ ও পুরকর্মীদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে কয়েকজনকে আটকও করা হয়। পরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে পুরসভা। এরই মধ্যে গত বুধবার পুরসভার আরেকটি এফআইআরের ভিত্তিতে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে গিয়েছিলেন শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশকর্মীরা। অভিযোগপত্রে অভিষেক ছাড়াও প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবীর, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার নাম রয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে সেদিন বাড়িতে কাউকে না পাওয়ায় নোটিস দেওয়া সম্ভব হয়নি। এবার রবিবার নতুন নোটিস দিয়ে সোমবার হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। পুলিশের এই পদক্ষেপের পর রাজনৈতিক মহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, নির্ধারিত দিনে অভিষেক হাজিরা দেবেন কি না। যদিও তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি।

জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে বিক্ষোভের আবহেই নির্বাচন কমিশনে রদবদল

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধীদের আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখনই নির্বাচন কমিশনে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ করল কেন্দ্র। শনিবার গভীর রাতে জারি করা নির্দেশিকায় নতুন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে রাজস্থান ক্যাডারের ২০১০ সালের আইএএস অফিসার প্রকাশ রাজপুরোহিতকে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরকে কেন্দ্র করে যখন ভোটচুরির অভিযোগে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি, তখন এই নিয়োগ ঘিরে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, এটি নিয়মিত আমলাতান্ত্রিক রদবদলেরই অংশ। এর আগে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার পদে ছিলেন সঞ্জয় কুমার। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব সামলেছেন। ভোটার তালিকা এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই গত আগস্টে তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এবার তাঁর জায়গায় প্রকাশ রাজপুরোহিতকে নিয়োগ করল কেন্দ্র। সঞ্জয় কুমারকে সরানো নিয়ে আগেই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। অভিযোগ, তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার পর নির্বাচন কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব চলে যায় ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার থেকে ডেপুটেশনে আসা সীমা খন্নার হাতে। ভোটার তালিকা সংশোধনের ডিজিটাল প্রক্রিয়া পরিচালনায় তাঁর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দলগুলি। কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ায় বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার ভূমিকা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এই বিতর্ক আরও জোরালো হয় একটি প্রতিবেদন প্রকাশের পর। ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি নিয়ে আপত্তি জানিয়ে ক্যাবিনেট সচিবকে চিঠি দিয়েছিলেন কমিশনের দুই আধিকারিক সুখবিন্দর সিং সান্ধু এবং বিবেক জোশী। তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের কাজকর্ম এবং সীমা খন্নার ভূমিকা নিয়েও আপত্তি উঠেছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। সঞ্জয় কুমারকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েও অসন্তোষ ছিল বলে দাবি করা হয়েছে। তবে এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির বক্তব্য ও নথিভিত্তিক যাচাই গুরুত্বপূর্ণ। এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাতের পর থেকেই নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। তাদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনও শুরু হয়েছে। সোমবার ফের পথে নামার পরিকল্পনা রয়েছে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলির। জ্ঞানেশ কুমারকে পদ থেকে সরানো না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। সেই আবহে নতুন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার নিয়োগকে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সহ একাধিক আপ নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে বিক্ষোভ ঘিরে নতুন বিতর্ক। শনিবারের কর্মসূচিতে বাংলা সাহিব গুরুদ্বারের পবিত্রতা ও ধর্মীয় শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠল আম আদমি পার্টির (আপ) বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সহ একাধিক আপ নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে দিল্লি শিখ গুরুদ্বার ম্যানেজমেন্ট কমিটি। পাশাপাশি, ঘটনার বিভ্রান্তিকর ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়ানোর অভিযোগও তোলা হয়েছে। যদিও অভিযোগগুলির সত্যতা এখনও তদন্তসাপেক্ষ। জানা গিয়েছে, শনিবার যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের বাধার মুখে পড়েন আন্দোলনকারীদের একাংশ। সেই সময় বেশ কয়েকজন বাংলা সাহিব গুরুদ্বার চত্বরে আশ্রয় নেন। গুরুদ্বার কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আপের কর্মী-সমর্থকদের একাংশ পরিকল্পিতভাবে গুরুদ্বারের ভিতরে প্রবেশ করেন। তাঁদের সঙ্গে থাকা ব্যাগ থেকে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার বের করে রাজনৈতিক স্লোগান দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ।

'আপনার আস্থা ফিরিয়ে আনব', সুপ্রিম কোর্টে হতাশ কপিল সিবালকে আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ঃ দেশের সর্বোচ্চ আদালতের উপর আস্থা হারানোর কথা প্রকাশ্যে জানালেন প্রবীণ আইনজীবী তথা রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিবাল। তাঁর মন্তব্য, বারবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েও আদৌ কোনও লাভ হচ্ছে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। বর্ষীয়ান আইনজীবীর এই হতাশা নজর এড়ায়নি শীর্ষ আদালতের। রবিবার সিবালের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের তরফে জানানো হয়, তিনি যাতে বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা ফিরে পান, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হবে। আদালতের এই আশ্বাসকে ঘিরে আইনি মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা। দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভ ঘিরে পুলিশের পদক্ষেপের প্রতিবাদে শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন সিবাল। তাঁর অভিযোগ ছিল, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। সেই অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে কেন এত বাধার মুখে পড়তে হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। একই সঙ্গে দিল্লিতে বিক্ষোভকারীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের আইনি ভিত্তি নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন প্রবীণ আইনজীবী। সাংবাদিক বৈঠকে সিবালকে প্রশ্ন করা হয়, এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চাইবেন কি না। জবাবে হতাশার সুরে তিনি বলেন, আমরা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে গিয়ে ক্লান্ত। জানি না আদৌ কোনও লাভ হবে কি না। তবে নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট করেন, এটি তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। তিনি আরও জানান, বিষয়টি কোনও নির্দিষ্ট বিচারপতি বা প্রধান বিচারপতির প্রতি ব্যক্তিগত অসন্তোষের নয়। তাঁর কথায়, আইনজীবীদের লড়াই ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির জন্য নয়, সাধারণ মানুষের স্বার্থে। সিবালের এই মন্তব্যের পরেই বিষয়টি নিয়ে

প্রতিক্রিয়া জানায় সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের বক্তব্যের মূল সুর ছিল, বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিবালের মতো দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ আইনজীবী যাতে প্রতিষ্ঠানের উপর বিশ্বাস হারিয়ে না ফেলেন, তা নিয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। আদালতের তরফে বলা হয়, আমরা আছি, মিস্টার সিবাল যেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা ফিরে পান, সেটা নিশ্চিত করব। এতদিন তিনি এই প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা রেখেছেন, সেটা আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। শীর্ষ আদালতের এই বক্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন আইনজীবীদের একাংশ। তাঁদের মতে, বিচারব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু একজন প্রবীণ আইনজীবী যখন প্রকাশ্যে আদালতের উপর আস্থার সংকটের কথা বলেন, তখন বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। সেই কারণেই সিবালের বক্তব্যের পর আদালতের আশ্বাসকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সিবালের সাম্প্রতিক হতাশার পিছনে একাধিক মামলার অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-সংক্রান্ত মামলায় তাঁর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া এবং সংশোধন প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে একাধিক আবেদন সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া বাতিলের দাবিও উঠেছে। তবে আদালতে কোনও আবেদন করলেই যে আবেদনকারীর দাবি মেনে নেওয়া হবে, এমন নয়। বিচারপতিরা মামলার তথ্য, প্রমাণ এবং আইনি যুক্তির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেন। এই প্রেক্ষাপটে সিবালের মন্তব্যকে বিচারব্যবস্থার প্রতি তাঁর সামগ্রিক অনাস্থা হিসেবে দেখা উচিত কি না, তা নিয়ে অবশ্য ভিন্নমত রয়েছে। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর বক্তব্য ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির প্রশ্ন নয়। বরং আইনজীবী হিসেবে সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই কতটা কার্যকর হচ্ছে, সেটাই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

ভগবানের সেবা

স্বপ্না মাহাতো, ১১অক্টোবরঃ ভগবান আমাদের মধ্যে বাস করেন, তিঁনি আমাদের নিজের ঘড়ে এবং আভ্যন্তরীণ সত্ত্যায় থাকেন, আমাদের স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ভগবানের উপস্থিতি রয়েছে, ভগবান আমাদের হৃদয়ের অন্ত নির্হত চিন্তা সব জানেন, ভগবান আমাদের প্র্রত্যেককে সুখ সুবিধা দান করেন, এবং আমাদের প্রয়োজনিয়তা পুরন করেন, যারা জন্মগ্রহন করে তাদের সকলের ভরন পোষণ এবং পরে মৃত্যু আসে, ভগবান আমাদের হৃদয়ে বসে সবার পরীক্ষা নিচ্ছেন, মৃত্যুর পর কেউ কারো সাথে যায় না, ভগবান আমাদের আত্মা, আমাদের প্র্রানের নিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন, ভগবান কাউকে উচ্চ পদ দেন, ভগবান কাউকে গরিব অসহায় করেন, ভগবান অগনিত মানুষের রুপ এবং রং তৈরি করেন, মানুষ শুধুমাত্র মাটির পুতুল।

প্রধানমন্ত্রী ধন-ধান্য কৃষি যোজনার সাফল্যের এক বছর পূর্ণ

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ঃ সাফল্যের সঙ্গে এক বছর পূর্ণ করল কেঃদ্রীয় সরকারের দূরদর্শী উদ্যোগ ‘ প্রধানমন্ত্রী ধন-ধান্য কৃষি যোজনা’। দেশের কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ এবং উপাদনশীলতায় পিছিয়ে থাকা ১০০টি উচ্চ-সম্ভাবনাময় কৃষি জেলাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আধুনিক করে তুলতে গত বছর এই দিনে প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এই রূপান্তরমূলক প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্য বহুমুখীকরণ, পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরে ফসল সংরক্ষণাগার গড়ে তোলা, সেচ পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। নীতি আয়োগের ‘ ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম’-এর আদলে গড়ে ওঠা এই প্রকল্পে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পের সমন্বয়ে কাজ চালানো হচ্ছে।বর্তমানে চিহ্নিত ১০০টি জেলাতেই নির্দিষ্ট ‘জেলা কর্মপরিকল্পনা’ অনুযায়ী ত্রিস্তরীয় পর্যবেক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। জেলাশাসকদের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি স্থানীয় কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে, যার ফলে মাঠপর্যায়ে কৃষি উৎপাদন ও কৃষকদের আয়ে ইতিবাচক প্রভাব প।তে শুরু করেছে।

শারদীয়া নবরাত্রির প্রথম দিনে মা দুর্গার পূজার্চনা মুখ্যমন্ত্রী ধামির

দেহরাদূন, ১১ অক্টোবর ঃ শারদীয়া নবরাত্রির পুণ্যলগ্নে রাজ্যবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে পূজার্চনা করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। উৎসবের প্রথম দিনে রবিবার সকালে দেহরাদূনে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মা দুর্গার চরণে অঞ্জলি দেন এবং বিশেষ প্রার্থনা করেন তিনি।এই উৎসব উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সকলের জীবন যাতে শান্তি, সমৃদ্ধি, অনাবিল আনন্দ এবং সুস্বাস্থ্যে ভরে ওঠে, সেই শুভকামনা জানান পুষ্কর সিং ধামি। শারদীয়া নবরাত্রির এই পবিত্র দিনগুলিতে রাজ্য তথা দেশের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল প্রার্থনা করেন তিনি।আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে ঘটস্থাপনের মধ্য দিয়ে দেশজুড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয়েছে শারদীয়া নবরাত্রির। আগামী ৯ দিনে পৃথক ৯ টি রূপে পূজিত হবেন দেবী দুর্গা। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তির বিজয়ের প্রতীক এই পবিত্র উসবের সূচনা হতেই বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান, মন্দির ও মণ্ডপে শুরু হয়েছে বিশেষ পূজার্চনা, চণ্ডীপাঠ ও

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

যুবসমাজকে যুক্ত করার জন্য নানা সৃজনশীল কর্মসূচির কথাও বলেন মোদী

নয়াদিল্লি,১১অক্টোবরঃঅভয়ারণ্যে হাতির ফিরে আসার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দাবি, দখলমুক্ত হওয়ার পর সেখানে হাতির দল ফের দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে বিরল পিগমি হগ সংরক্ষণের কথাও তুলে ধরেন তিনি। মাত্র ছ'টি পিগমি হগ নিয়ে শুরু হওয়া সংরক্ষণ কর্মসূচিতে বর্তমানে সংখ্যা ১৯০-এর বেশি হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। সুন্দরবনের ঝড়খালির মহিলাদের ম্যানগ্রোভ রোপণের উদ্যোগও উঠে আসে তাঁর কথায়। তাঁদের অনেকেই বাঘের আক্রমণে স্বামী হারিয়েছেন। ম্যানগ্রোভ রোপণ তাঁদের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি গ্রামের প্রাকৃতিক সুরক্ষাতেও ভূমিকা রাখছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং মানুষের জীবিকার মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, এই উদ্যোগ তারই উদাহরণ বলে তুলে ধরেন তিনি।নেশামুক্ত যুবসমাজ গড়ার ডাকও ছিল এ দিনের ‘ মন কি বাত’-এ। ‘ যুব অভিযান’ ১০০ সপ্তাহ চলবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। মাই ভারত স্বেচ্ছাসেবক, এনএসএস, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংগঠন-বিভিন্ন স্তরের মানুষকে এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে বলে জানান তিনি।শুধু প্রচার নয়, যুবসমাজকে যুক্ত করার জন্য নানা সৃজনশীল কর্মসূচির কথাও বলেন মোদী। অ্যান্থেম তৈরি, স্লোগান লেখা, পথনাটিকা এবং সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের মতো উদ্যোগের উল্লেখ করেন তিনি। আগামী দিনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ধ্যান শিবিরও এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। উৎসবের সময়েও কোনও যুবক নেশার দিকে চলে গেলে তাকে দূরে ঠেলে না দিয়ে পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।খেলাধুলোয় প্রতিভা খোঁজার প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের প্রাক্তন হকি খেলোয়াড় ও কোচ রাজিন্দর সিংহের উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৮০ সালের অলিম্পিক সোনাজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য রাজিন্দর পরবর্তী সময়ে কোচ হিসেবেও কাজ করেন। বর্তমানে রাউন্ড গ্লাস হকি অ্যাকাডেমির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চল থেকে প্রতিভা তুলে আনার কাজে যুক্ত রয়েছেন তিনি। গ্রামের মাঠে অ্যাস্ট্রোটার্ফ তৈরি এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ানোর উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।দেশীয় পণ্য, স্থানীয় শিল্প এবং গ্রামের অর্থনীতির প্রসঙ্গে আসে উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ের আমলকী শিল্প। ‘ ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট’ বা ‘ জেলা এক পণ্য’ প্রকল্পের মাধ্যমে আমলকী-ভিত্তিক শিল্পে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে বলে জানান মোদী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, সেখানে প্রায় ১০০টি প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট কাজ করছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাবিত্রী ফুলে এবং বিন্ধ্যবাসিনী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা আমলকী দিয়ে ক্যান্ডি, মোরব্বা, জুস, আচার এবং ডাইজেস্টিভ পাউডার তৈরি করছেন। প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি, ঋণ এবং বাজারের সুযোগ তাঁদের আয় বাড়াতে সাহায্য করেছে বলেও জানান তিনি। উৎসবের বাজারে স্থানীয় পণ্য কেনার আহ্বান জানিয়ে ‘ ফর লোকাল’-এর উপরও জোর দেন প্রধানমন্ত্রী।পুষ্টি মাসের প্রসঙ্গও এ দিনের অনুষ্ঠানে ছিল। ছত্তিশগড়ের ‘ ঘর মুনগা’ উদ্যোগ, গুজরাটে মিলেট-ভিত্তিক রান্নার প্রতিযোগিতা, মহারাষ্ট্রে শিক্ষক, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও অভিভাবকদের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতা এবং মিজোরামে ‘ বাটিকা’ রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগের কথা বলেন মোদী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রায় ৯ কোটি উপভোক্তা ইতিমধ্যে ‘ ট্র্যাকার’-এ নথিভুক্ত হয়েছেন।শেষ পর্বে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আন্তর্জাতিক বিস্তারের প্রসঙ্গ তোলেন প্রধানমন্ত্রী। থাইল্যান্ডের পন্থৌন থীরখানোনের গণেশভক্তির কথা উল্লেখ করে জানান, চিয়াং মাইয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত গণেশ হিমাল মিউজিয়ামে ১০ হাজারের বেশি গণেশমূর্তি রয়েছে। প্রতি রবিবার সেখানে পুজো হয়। বিশেষ তিথিতেও নানা অনুষ্ঠান হয় বলে জানান তিনি। ভারতীয় ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কী ভাবে দেশের সীমানা পেরিয়ে অন্য দেশেও মানুষের মধ্যে জায়গা করে নিচ্ছে, তার উদাহরণ হিসেবে এই ঘটনাকে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।‘ কি বাত’-এর শেষ পর্বে ফের সাধারণ মানুষের উদ্যোগের প্রসঙ্গেই ফিরে আসেন মোদী। নিজের আশপাশে যে সব ইতিবাচক কাজ হচ্ছে, সেগুলির কথা অন্যদের জানাতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, পরিবর্তন সব সময় বড় কোনও কর্মসূচি দিয়ে শুরু হয় না-সাধারণ মানুষের ছোট ছোট উদ্যোগও এক সময় বৃহত্তর পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরি করতে পারে।সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা থেকে জনগণনায় অংশগ্রহণ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ থেকে পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ রক্ষা থেকে নেশামুক্ত যুবসমাজ, খেলাধুলোয় প্রতিভার সন্ধান থেকে স্থানীয় পণ্যের প্রসার- ১৩৮-তম ‘ মন কি বাত’-এ এই নানা প্রসঙ্গকে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের সূত্রেই যুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

রিয়াদ বিমানবন্দরে হামলায় মার্কিন নাগরিক-সহ ১২ জনের মৃত্যু, আহত ৩০৯

রিয়াদ, ১১ অক্টোবর ঃসৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শনিবারের হামলায়.এক মার্কিন নাগরিক-সহ অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ৩০৯ জন। সৌদি আরবের জেনারেল অথরিটি অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে চারজন সৌদি নাগরিক, দু'জন বাংলাদেশি এবং মিশর, জর্ডন, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও সুদানের একজন করে নাগরিক রয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা চলছে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জানা গেছে , হামলার পর বিমানবন্দরের কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিমানবন্দরটিও। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকেরা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি শীঘ্রই কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন।মার্কিন বিদেশসচিব

এবার দুর্গাপুজোয় বাইকের পাশাপাশি সাইকেলেও পুলিশি নজরদারি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর দামামা বেজে গিয়েছে। মহালয়া পেরিয়ে শুরু হয়েছে দেবীপক্ষ। আর উৎসবের এই আবহে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও আঁটসাঁট করতে তপর পুলিশ প্রশাসন। পুজোর দিনগুলিতে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং চুরি, ছিনতাই ও পকেটমারির মতো অপরাধ ঠেকাতে এবার বাইকের পাশাপাশি সাইকেলে ও নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বারুইপুর পুলিশ জেলা। পুলিশের পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের নিয়ে তৈরি বিশেষ দল সাইকেল ও বাইকে বিভিন্ন এলাকায় টহল দেবে। পাশাপাশি পুজো মণ্ডপ এবং প্রতিমা তৈরির জায়গায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।বারুইপুর পুলিশ জেলা সূত্রে খবর,এই পুলিশ জেলার অধীনে দেড় হাজারের ও বেশি দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। বারুইপুর, সোনারপুর, নরেন্দ্রপুর, ক্যানিং, কুলতলি ও জয়নগরের মতো এলাকায় একাধিক বড় ও জনপ্রিয় পুজো রয়েছে।পুজোর দিন গুলিতে এই সমস্ত এলাকায় দর্শনার্থীদের ভিড় সামলানো এবং নিরাপত্তা বজায় রাখা পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই কথা মাথায় রেখেই এবার বাইক টহলের পাশাপাশি সাইকেলে করে নজরদারির উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের নিয়ে গঠিত দল বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে পরিস্থিতির উপর নজর রাখবে।পুজোর প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি বারুইপুর পুলিশ জেলার বিভিন্ন থানার উদ্যোগে পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে। সেই বৈঠকে পুজো মণ্ডপের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য একাধিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত পুজো কমিটি গুলিকে মণ্ডপে সিসি ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি রাতপাহারার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলকভাবে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে সরকারি অনুদান না পাওয়া পুজো কমিটিগুলিকেও মণ্ডপের নিরাপত্তার স্বার্থে রাতপাহারার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।শুধু পুজো মণ্ডপই নয়, প্রতিমা তৈরির জায়গাতেও নিরাপত্তার উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে পুলিশ।পুজোর আগে প্রতিমা তৈরির কাজ চলাকালীন যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য সংশ্লিষ্ট জায়গা গুলিতে রাতপাহারার ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিমা তৈরির জায়গা এবং পুজো মণ্ডপের আশপাশে বসানো সিসি ক্যামেরাগুলি ঠিকমতো কাজ করছে কি না, তা নিয়মিত খতিয়ে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার আইসি ও ওসিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, পুজোর সময় ভিড়ের সুযোগ নিয়ে পকেটমারি ও ছিনতাইয়ের মতো অপরাধমূলক ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে। সেই ধরনের অপরাধ ঠেকাতে প্রতিটি থানার পক্ষ থেকে বিশেষ দল তৈরি করা হয়েছে। এই দলগুলি সঃ দহজনক গতিবিধির উপর নজর রাখার পাশাপাশি অপরাধীদের চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।বড় পুজো গুলির আশপাশে নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পুলিশের উপস্থিতিও বাড়ানো হবে।এছাড়াও বারুইপুর পুলিশ জেলার কয়েকটি থানার জন্য অতিরিক্ত দু'টি পুলিশ গাড়ি দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। এর ফলে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছনো এবং বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি চালানো আরও সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।অন্যদিকে, পুজোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে সুন্দরবন পুলিশ জেলা এবং ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অধীন পুজো কমিটিগুলিকেও মণ্ডপে সিসি ক্যামেরা বসানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সব মিলিয়ে দুর্গাপুজোয় নিরাপত্তার কোনও খামতি রাখতে চাইছে না পুলিশ প্রশাসন। বাইক ও সাইকেলে টহল, মহিলা পুলিশকর্মীদের নিয়ে বিশেষ নজরদারি দল, সিসি ক্যামেরা, রাতপাহারা এবং পকেটমার ও ছিনতাইবাজদের ধরতে বিশেষ দল গঠনের মতো একাধিক পদক্ষেপের মাধ্যমে উসবের দিনগুলিতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে চাইছে বারুইপুর পুলিশ জেলা।

৩৫১ বছরে পদার্পণ - বিষ্ণুপুর মল্ল রাজাদের সেনাপতি মহল মানডিহার ঐতিহ্যবাহী দুর্গা পুজো

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃঢাকের কাঠির মাধ্যমে সূচনা হল বিষ্ণুপুর মল্লরাজাদের সেনাপতি মহল মানডিহার ঐতিহ্যবাহী দুর্গা পুজোর। বর্ষার মাঝে আকাশে পেঁজা তুলোর মেঘ এবং কাশফুলের গন্ধ যেন জানান দিচ্ছে পুজো আসছে। অপেক্ষার আর মাত্র কয়েকদিন ।তারপরেই কৈলাস ছেড়ে ঘর আলো করে কয়েক দিনের জন্য মর্ত লোকে আসবেন দেবী দুর্গা।অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজ আদি মল্ল (রঘুনাথ)বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে একটি অরণ্য রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে গাঙ্গেয় সমভূমি এলাকার বিড়াই নদীর ধারে পুরাতন মানডি নামে একটি গ্রাম গড়ে উঠেছিল। নদীর তীরে গ্রামটি দুর্গম শ্বাপদ সঙ্কুল এলাকায় অবস্থিত ছিল। পুরাতন মানডিতে একটি দুর্গা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে ।আনুমানিক দুর্গা মন্দির টি বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী মন্দিরের সমকালীন সময়ে তৈরি হয়েছিল ।প্রতিবছর বন্যার জন্য পুরাতন মানডির জনগোষ্ঠী নদীর তীরবর্তী এলাকা থেকে কিছুটা দূরে একটি উঁচু জায়গাতে জনবসতি গড়ে তুলেছিল। এই সময় থেকে মানডি নামের পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় মানডিহা।বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের সেনাপতি মদন সিংহ মানডিহা মৌজার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি মানডিহাতে ১৮০ বিঘা এলাকা জুড়ে সেনাপতি মহল গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজ রঘুনাথ সিংহের আমলে বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী মন্দিরের ধাঁচে মানডিহাতে দেবী দুর্গার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।আনুমানিক ৩৫১ বছর আগে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল। মদন সিংহের বংশধররা এই দুর্গা মন্দিরের নিত্য পূজারী ছিলেন। দেবী দুর্গা এখানে দশভূজা ।দেবী দুর্গার আরাধনা সম্পূর্ণ বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী মন্দিরের পূজার নিয়ম ও রীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে।মায়ের স্থান বলি দেওয়া হয় আখ ও কুমড়ো। বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী মন্দিরের কামানের শব্দ শোনার পর এখানে দেবী দুর্গার স্থানে বলি শুরু হয়। দুর্গা মন্দিরের প্রাঙ্গণের আট চালাতে চৌষট্টি যোগিনীর ১০৮টি অন্ন ভোগ দেওয়া হয়। অন্যান্য দেবদেবীর জন্য আরো ১৩ টি অন্ন ভোগ দেওয়া হয়।বর্তমানে দেবী দুর্গার মন্দিরের পূজার দায়িত্বে রয়েছেন সেনাপতি মদন সিংহের পরবর্তী প্রজন্মের বংশধর মাননীয় গোপাল সিংহ মহাশয়। পূজার পরিচালন দায়িত্বে রয়েছে মানডিহা বাবুপাড়া দুর্গোৎসব কমিটি ।এছাড়াও গ্রামের সকল মানুষের সার্বিক সহযোগিতা রয়েছে। বিজয়া দশমীর দিন নরনারায়ণের সেবা করানো হয়। দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে এখানে প্রতিবছর যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এছাড়াও দিবারাত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল দায়িত্বে থাকেন মাস্টারদা নামে খ্যাত মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয়। তিনি মানডিহা এলাকার মানুষের নয়নের মণি।হাজার বছরের পুরাতন দুর্গা পুজো হল বিষ্ণুপুর মল্লরাজাদের সেনাপতি মহল মানডির দুর্গাপুজো। মানডির দেবী দুর্গার মন্দির আজ ধ্বংসস্তূপ। মনে হয় পাথর যেন কথা বলছে। বিষ্ণুপুর মল্ল রাজাদের ঐতিহ্য বজায় রেখে মানডিহাতে দুর্গা পূজা আজ সাড়ে তিন শত বছর অতিক্রম করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত বজায় রেখে চলেছে।

অযোধ্যায় কে লড়বে? আখিলেশকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন যোগী

নয়াদিল্লি,১১অক্টোবরঃসামনে বছর উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন। আর এখন থেকেই প্রাক-ভোট উত্তেজনা তৈরী হয়ে গেছে। মৌখিক ল।ই শুরু হয়েছে যোগী আদিত্যনাথ ও আখিলেশ যাদবের মধ্যে। দু'দিনের সফরে অযোধ্যায় পা রেখেছেন অখিলেশ যাদব। সেখানে ভাগবত কথার অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি সাধুদের আশীর্বাদ নেন তিনি। এক জনসভায় উপস্থিত হয়ে বিজেপিকে তোপ দাগতেও ছাড়েননি তিনি। অখিলেশ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যদি নিজের জনপ্রিয়তা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হন, তবে তাঁর উচিত অযোধ্যা থেকেই এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের মনোভাব নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। বলেন, এই রাজ্যের ভিত ন্যায় ও মানবতার উপর দাঁড়িয়ে। অযোধ্যার জনগণ যোগ্য ও অযোগ্যকে আলাদা করে নেবে। অখিলেশের সেই মন্তব্যের পালটা বলরামপুরের জনসভা থেকে পালটা যোগী আদিত্যনাথ বলেন, অখিলেশ, অযোধ্যা আমাদের তীর্থস্থান। আমরা উন্নয়নের জন্য অযোধ্যায় যাই, রাজনীতির জন্য নয়। তিনি আরও বলেন, আমি বরং আপনাকে একটি প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনি অযোধ্যা থেকে আপনার মনোনয়ন জমা দিন, আমিও দেব। চলুন ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি। যোগী বলেন, অযোধ্যা আমাদের আস্থা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের জায়গা। রাজনীতির জায়গা নয়। পূর্ববর্তী সরকারকে নিশানায় নিয়ে যোগী আরও বলেন, অতীতে মাফিয়ারা এখানে পা রাখলে যে কোনও জমি দখল করে নিত। সপার গুণ্ডারা ব্যবসায়ীদের ফোন করে হুমকি দিত, সম্পত্তি কো। নিত। ২০১৭ সালের আগে বলরামপুরের রাস্তাগুলি ছিল রাজ্যের সবচেয়ে খারাপ রাস্তা। আজ সেইসব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে।

দিল্লিতে ১৬৩ ধারা প্রত্যাহার ও ইন্টারনেট সচলের কড়া নির্দেশ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ঃ দিল্লিতে সিজেপি-র আঃেদালন ও ধরপাকড়ের ঘটনায় দিল্লি পুলিশ ও প্রশাসনের ক।। পদক্ষেপে লাগাম টানল সুপ্রিম কোর্ট। শহরে সাধারণ মানুষের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করার পাশাপাশি বেআইনি আটক বন্ধ করা, ইন্টারনেট পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা এবং সুপ্রিম কোর্ট চত্বর থেকে ১৬৩ ধারার বিধিনিষেধ অবিলম্বে প্রত্যাহারের স্পষ্ট নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত।রবিবার শুনানি চলাকালীন শীর্ষ আদালত সাফ জানায়, আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে শহরে সাধারণ মানুষের নির্বিঘ্ন যাতায়াত বজায় রাখতে হবে। শীর্ষ আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ, যেখানে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি রয়েছে, তার বাইরে শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র জমায়েতকে কোনোভাবেই বেআইনিভাবে আটক করা যাবে না।সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে এবং তার সংলগ্ন এলাকায় ১৬৩ ধারা জারির বিষয়টি আদালতের নজরে আসতেই তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে বেঞ্চ। আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, আমাদের জানানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট ও সংলগ্ন এলাকায় ১৬৩ ধারার নোটিশ জারি করা হয়েছে। প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এই বিধিনিষেধ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে, যাতে শীর্ষ আদালতে প্রবেশ ও প্রস্থানের ক্ষেত্রে বিচার পাওয়ার অধিকারে কোনও ধরনের বাধা বা আশঙ্কার পরিবেশ তৈরি না হয়।

চেন্নাই মেট্রোয় যাত্রা প্রধানমন্ত্রীর, পুনামল্লি-ভাদাপালানি রুটের উদ্বোধন

চেন্নাই, ১১ অক্টোবর ঃ চেন্নাই মেট্রো রেলের দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পুনামল্লি-ভাদাপালানি অংশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উদ্বোধনের পর পোড়ুর বাইপাস স্টেশন থেকে পুনামল্লি বাইপাস স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো সফর করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে এই মেট্রো সফরে উপস্থিত ছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি. জোসেফ বিজয়।চেন্নাই মেট্রো রেল প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় পুনামল্লি থেকে ভাদাপালানি পর্যন্ত এই নতুন রুটটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৪,৯০০ কোটি টাকা। এই সম্প্রসারিত মেট্রো রুটের ফলে পশ্চিম চেন্নাইয়ের বিস্তীর্ণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে এবং নিত্যযাত্রীদের যানজটের সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। উদ্বোধনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী একসঙ্গে পোড়ুর বাইপাস স্টেশন থেকে মেট্রোতে চ।নে এবং পুনামল্লি বাইপাস স্টেশন ঘুরে পুনরায় ফিরে আসেন। সফরকালে তাঁরা প্রকল্পের সুবিধা ও পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন। শহরের সার্বিক পরিবহন ব্যবস্থাকে আধুনিক ও দ্রুতগামী করে তোলার ক্ষেত্রে এই প্রকল্প একটি বড় মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছে।

আগে নিজের দেশে পরিষেবা দিন, স্টারলিংককে কড়া বার্তা নিশিকান্ত দুবের

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স.) ইলন মাস্কের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা ‘ স্টারলিংকে সরাসরি তোপ দাগলেন লোকসভার সংসদীয়.কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। রবিবার সমাজ মাধ্যমে এক ক।। বার্তায় তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনও কর্পোরেট চাপ বা সোশ্যাল মিডিয়ার প্রচারের কাছে মাথা নত করে ভারত নিজস্ব নিরাপত্তা নীতিতে পরিবর্তন আনবে না।এক্স মাধ্যমে নিশিকান্ত দুবে জানান, সংসদীয় কমিটির প্রধান হিসেবে তাঁদের পর্যালোচনা চলাকালীন দেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থা স্টারলিংক নিয়ে যে সমস্ত ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরেছে, তা কমিটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে। মাস্কের সংস্থাকে আক্রমণ করে বিজেপি সাংসদ লেখেন, ভারতের দিকে আঙুল তোলার আগে নিজের দেশ আমেরিকায় সেখানকার সাধারণ ও দরিদ্র মানুষের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। ভারত একটি সুস্থ, প্রাণবন্ত গণতান্ত্রিক এবং সম্পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্র। কোনও ধরনের

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ একটি দিন হবে। আপনি দ্রুত আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে.যাবেন এবং প্রবল আত্মবিশ্বাস অনুভব করবেন।
বৃষঃ আজকে আপনি উসাহ ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকবেন। আপনার মজা করতে আর নিজের সঙ্গে সঙ্গে বাকিদের মনোরঞ্জন করারও ইচ্ছে হবে। সংসারে শান্তি
মিথুনঃ আপনি সম্ভবত বিশাল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করবেন, সম্ভবত কোনও বেসরকারি উদ্যোগ থেকে। আজকের দিনটি কোষাধ্যক্ষ, মহাজন ও খুচরো ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই লাভজনক হবে। সাফল্য।
কর্কটঃআজকে আপনি কিসে স্বস্তি পান, তা খুঁজে বার করতে চাইবেন এবং সেভাবেই দিন কাটাতে সময় যাবে। সম্ভবত আপনি আপনার নিকট বন্ধুদের সঙ্গে দিনের বেশির ভাগ সময়.কাটাবেন। শুভদিন হবে
সিংহ ঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে
তুলাঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে।
বৃশ্চিকঃ তেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্তঃ তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ধনুঃ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায়.রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার ফল মোটামুটি স্বাভাবিক হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।
মকরঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা কিছু নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেবে। সংসারে শান্তি হবে।
কুম্ভঃ ।আজকে আপনি কাঙ্খিত বস্তু পাওয়ার জন্য নিজের সীমা পার করে যাবেন। বিহারের যোগ হবে।
মীনঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য সংবেদনশীলতা ও সহমর্মিতার। সংসারে শান্তি ফিরতে পারে আজ। সন্তান হতে পারে আজকে।শুভদিন

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত আগামী চার-পাঁচ দিন ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় সামান্য হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এমনিতে রোদ ঝলমলে আবহাওয়া থাকবে রাজ্যে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী ৫ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে গরম সামান্য বাড়বে।মঙ্গলবার সকাল থেকেই দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় রোদ ঝলমলে আকাশ দেখা যাবে। অবশ্য দিনের কোনও কোনও সময় মেঘলা হতে পারে আকাশ। এমনকী কোথাও কোথাও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। যদিও সেই বর্ষণের তেমন একটা দাপট থাকবে না। মোটামুটি আগামী ৪ থেকে ৫ দিন আবহাওয়া এমনই থাকবে। ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় নেই। যদিও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ থাকবে বেশি। যার জন্য গরম লাগবে। কলকাতার আকাশেও রোদের দেখা মিলবে। ঝলমল করবে আকাশ। কিন্তু কোনও কোনও সময় আকাশে মেঘের দেখা মিলতে পারে। এমনকী স্থানীয়ভাবে অল্প বৃষ্টিও হতে পারে। যদিও বাতাসে আর্দ্রতা থাকবে বেশি। যে কারণে অস্বস্তিকর গরম বজায় থাকবে।এদিকে, আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। তবে পাহাড়ি জেলাগুলির মধ্যে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ির দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য হালকা বৃষ্টি হতে পারে। পূর্বাভাস অনুযায়ী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জেলাগুলিতে কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি হতে পারে। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস,সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৭ শতাংশ শতকরা এবং ৫২ শতাংশ শতকরা হতে পারে আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪০মিনিট এবংরাত ১১টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ২৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৫মিনিটে হতে পারে।

কাউন্সিলর হতে চান? বড় সুযোগ দিচ্ছে বিজেপি, দ্রুত ড্রপ বাক্সে ফেলুন নিজের বায়োডাটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ অক্টোবরঃ দুর্গাপুজো শেষ হলেই হবে পৌরসভার ভোট। তবে, উৎসব চলছে বলে দমে থাকছে না শাসকদল। আগেভাগেই তাই প্রস্তুতি শুরু করল বিজেপি। এবার বিজেপি প্রার্থীদের বাছাইয়ে কী কী শর্ত থাকবে, কারাই বা প্রার্থী হতে পারবেন সেই সবটা জানালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত জানিয়েছেন, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, এলাকায় তাঁর গ্রহণযোগ্যতা, এগুলো অগ্রাধিকার পাবে। তিনি বলেন, ''এই প্রার্থী বাছাইকে কেন্দ্র করে ৬ মুরলীধর সেনে বিজেপির পার্টি অফিসে একটি ড্রপ বক্স রাখা হবে। পার্টি অফিস খোলা অবস্থায় সমস্ত স্তরের মানুষ (বিজেপির কর্মী হতে পারেন বা নাও পারেন। সমাজের প্রথিতযশা মানুষ ডাক্তার, শিক্ষক)। সবাইকে বলছি, গ্যালারি থেকে বসে হাততালি দিলে হবে না, আপনারা পিচে নেমে খেলুন। স্বচ্ছ পুরনিগম তৈরি করতে চাই।'' সুকান্ত বলেন, ''কোনও প্রোমোটার বা ডেভলপাররা চালাবে না। যুব সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করব। যুব সমাজ ও ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে ওয়ার্ড ভিত্তিক কথা বলব।'' ৬ মুরলীধর সেনে বিজেপির পার্টি অফিসে ওই ড্রপ বক্সটি রাখা থাকবে। সেখানেই প্রার্থীরা নিজেদের নাম-বায়োডেটা ফেলে আসতে পারবেন। তারপরই সর্বসম্মতিতে প্রার্থী হতে পারবেন।

IIFL FINANCE

IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড | CIN: L67100MH1995PLC093797
নিবন্ধিত কার্যালয়: IIFL হাউস, সান ইনফোটেক পার্ক, রোড নং 16V, প্লট নং B-23, থানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ওয়াগলে এস্টেট, থানে - 400604 • টেলিফোন: 022-41035000 • ফ্যাক্স: 022-25806654
• টোল-ফ্রি: 1860-267-3000 • ই-মেল: gold-helpline@iifl.com • ওয়েবসাইট: www.iifl.com

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি – বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের নিলাম

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") এখানে উল্লিখিত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের একটি সর্বজনীন নিলামের আয়োজন করবে। ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ উপলব্ধ যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে নিলাম-সংক্রান্ত নোটিশ ও অনুস্মারক প্রেরণ করা সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ পরিশোধ বা নিয়মিত করেননি। এই নিলাম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা প্রযোজ্য নির্দেশাবলি ("RBI নির্দেশনাবলী"), ঋণচুক্তির শর্তাবলি এবং IIFL-এর পরিচালনা পর্ষদ-অনুমোদিত স্বর্ণঋণ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে।

নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান: সর্বজনীন নিলাম **20.10.2026** তারিখে **সকাল 10:00টা** থেকে IIFL-এর নিম্নলিখিত শাখায় অনুষ্ঠিত হবে – **হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, 1ম তলা, মিরডে হাউস, সেন্ট জনস অ্যাম্বুলেন্সের বিপরীতে, গ্রাম ও পোস্ট অফিস-আরগোরি, থানা-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া-711302**

এই নিলাম একই জেলার অন্তর্গত ঋণদানকারী শাখাসমূহের ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বর্ণঋণ হিসাবের বিবরণ: ঋণ হিসাব নম্বরসমূহ- GL30892120, GL30893956, GL34841853, GL35177204, GL35259134, GL35260977, GL35372385, GL35457826, GL35646362, GL35712610, GL35941442, GL35965068, GL36107360, GL36107464, GL36107683, GL36108684, GL36170468, GL36201501, GL36696683, GL36720022, GL36720172, GL37136678, GL37531629, GL37531853, GL38052807, GL38079095, GL38092006, GL38494478, GL38494782, GL38565509, GL38566745, GL38602289, GL38604747, GL38610492, GL38611904, GL38737161, GL38737239, GL38795381, GL38886200, GL38907175, GL38907186, GL38926205, GL38961480, GL39237341, GL39284414, GL39743466, GL39965423, GL39989140, GL40076419, GL40144533, GL40144656, GL40200620, GL40201939, GL40214637, GL40240770, GL40291920, GL40358998, GL40406791, GL40415091, GL40424972, GL40469578, GL40597286, GL40640845, GL40683049, GL40707847, GL40799371, GL40818056, GL40818261, GL40818388, GL40845119, GL40846745, GL41050777, GL41051958, GL41117227, GL41154691, GL41174923, GL41192036, GL41323878, GL41347244, GL41360884, GL41368418, GL41381520, GL41387066, GL41458828, GL41523197, GL41593688, GL41653326, GL41701249, GL41726934, GL41772686, GL41793907, GL41796787, GL41830340, GL41849535, GL41870633, GL41875943, GL41908631, GL41927764, GL41958512, GL41967394, GL41986322, GL41992294, GL42003642, GL42075822, GL42089107, GL42105928, GL42112586, GL42130649, GL42153962, GL42155986, GL42183611, GL42210236, GL42211852, GL42234114, GL42234159, GL42238774, GL42243125, GL42246797, GL42257456, GL42286231, GL42331373, GL42331738, GL42346274, GL42371391, GL42371828, GL42374898, GL42376416, GL42387229, GL42402893, GL42429950, GL42430051, GL42459479, GL42461112, GL42470628, GL42480734, GL42480983, GL42484779, GL42484875, GL42535326, GL42536036, GL42555473, GL42568345, GL42589513, GL42591247, GL42595414, GL42604904, GL42607492, GL42682225, GL42719388, GL42737091, GL42779584, GL42791295, GL42815443, GL42815755, GL42934897, GL42969543, GL42969790, GL42971169, GL42971278, GL43011526, GL43067997, GL43092327, GL43112816, GL43135405, GL43135817, GL43154140, GL43162024, GL43197315, GL43201164, GL43206879, GL43223183, GL43223567, GL43226865, GL43227678, GL43275328, GL43278569, GL43288533, GL43291281, GL43321733, GL43321829, GL43375146, GL43418859, GL43551534, GL43588747, GL43688183, GL43690475, GL43693488, GL43703468, GL43725452, [illegible] GL40873861, GL40890241, GL40915189, GL40923812, GL40944227, GL40977675, GL41186516, GL41203121, GL41232213, GL41233428, GL41250693, GL41260957, GL41261144, GL41352424, GL41440497, GL41512838, GL41555945, GL41564838, GL41575266, GL41583725, GL41612552, GL41699068, GL41707559, GL41708131, GL41713654, GL41724047, GL41727957, GL41728882, GL41730897, GL41733599, GL41790142, GL41798521, GL41799353, GL41915192, GL41957650, GL41986495, GL42001922, GL42006513, GL42037991, GL42116176, GL42144804, GL42161659, GL42169883, GL42188422, GL42201631, GL42204143, GL42204451, GL42219840, GL42232908, GL42287685, GL42294842, GL42327494, GL42359858, GL42401673, GL42418567, GL42424920, GL42432452, GL42432664, GL42465637, GL42487012, GL42503679, GL42503804, GL42503907, GL42505023, GL42514588, GL42514841, GL42522423, GL42540267, GL42540487, GL42551249, GL42590983, GL42592729, GL42658657, GL42754562, GL42756161, GL42869235, GL42982413, GL42983406, GL43058534, GL43058734, GL43059828, GL43060230, GL43186083, GL43212191, GL43221955, GL43475046, GL43492894, GL43514385, GL43525348, GL43590041, GL43620038, GL43643883, GL43799947, GL43803793, GL43811010, GL43870853, GL43921298, GL44117562, GL44137004, GL44137064, GL44348418, GL44348925, GL44447089, GL44508131, GL44543666, GL44547501, GL44576253, GL44599130, GL44691255, GL44711142, GL44736097, GL44762489, GL44772781, GL44773239, GL44812323, GL44851367, GL44867590, GL44876063, GL44881606, GL44909712, GL44983175, GL45006896, GL45028602, GL45086750, GL45109939, GL45127768, GL45130169, GL45140630, GL45188238, GL45286401, GL45286421, GL45461153, GL45490520, GL45493630, GL45648509, GL45651599, GL45662986, GL45808718, GL45813849, GL45817798, GL45865186, GL45871248, GL45898116, GL45899566, GL45899614, GL45955378, GL45985857, GL45988306, GL45989138, GL45989348, GL46057671, GL46062172, GL46100465, GL46186102, GL46186222, GL46186269, GL46186437, GL46242010, GL46315425, GL46318505, GL46407548, GL46452161, GL46521183, GL46533168, GL46637560, GL46650444, GL46702040, GL46747280, GL46750211, GL46751561, GL46754074, GL46818254, GL46819504, GL46856967, GL46862897, GL46927477, GL46974209, GL47014352, GL47024894, GL47025629, GL47034142, GL47074811, GL47115258, GL47141294, GL47193517, GL47199900, GL47211827, GL47289658, GL47303898, GL47338393, GL47348235, GL47403545, GL47605956, GL47648570, GL47757974, GL47799746, GL47800099, GL47907846, GL48007029, GL48128420, GL48208091, GL48247675, GL48267765, GL48374341, GL48374797, GL48923995, GL48950108, GL49188037, GL49250052, GL49377928, GL49667520, GL49767208, GL49839029, GL50052675, GL50053202, GL50126508, GL50137162, GL50532446, GL50616743, GL50747009, GL50983099, GL35294177, GL35319172, GL35320593, GL35367329, GL35481119, GL35500691, GL35537332, GL35778469, GL35895293, GL36185737, GL37219037, GL37808745, GL37988630, GL38073180, GL38439023, GL38539884, GL38721021, GL38795321, GL38889751, GL39146410, GL39632370, GL40017818, GL40183406, GL40240522, GL40325746, GL40336003, GL40482268, GL40569676, GL40618363, GL40621659, GL40674005, GL40675044, GL40679295, GL40701376, GL40718603, GL40726115, GL40810825, GL40869993, GL40886664, GL40904597, GL40958643, GL40963124, GL41068523, GL41078557, GL41080703, GL41084722.

খেলাপি ঋণগ্রহীতার/ঋণগ্রহীতাদের নাম, বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখার ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখা এবং উপরোক্ত নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত রয়েছে। এছাড়াও, IIFL-এর কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে অথবা www.iifl.com ওয়েবসাইট থেকে এ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

নিলামের পূর্বে ঋণ পরিশোধের অধিকার: ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীরা নিলামের তারিখ পর্যন্ত যেকোনো সময় ঋণচুক্তি এবং মূল তথ্যাবলীর বিবরণী (KFS)-এ উল্লিখিত হালনাগাদ সুদ ও প্রযোজ্য চার্জসহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করে ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব নিলাম থেকে প্রত্যাহার করা হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে বা তার পরে যেসব ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করা হবে, সেসব হিসাব থেকে প্রকাশনা-সংক্রান্ত আনুপাতিক ব্যয় আদায় করা হবে।

মৃত ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে: ঋণগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করে থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি এবং নিলামের শর্তাবলি তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সংরক্ষিত মূল্য: নিলামটি স্বর্ণ জামানতের বর্তমান মূল্যের ন্যূনতম 90% (যেসব ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে নিলাম দুইবার ব্যর্থ হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে 85%) সংরক্ষিত মূল্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই মূল্য RBI Directions অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

বিক্রয়ের ভিত্তি: নিলাম "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী দরদাতাদের বিড করার আগে প্রদর্শিত স্বর্ণ জামানতের বিবরণ পরীক্ষা করে নিজ দায়িত্বে সন্তুষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থগিতকরণ/প্রত্যাহার: ঋণ পরিশোধ বা ঋণ হিসাব নিয়মিতকরণ, কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ, অথবা পরিচালনাগত প্রয়োজনসহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কারণবশত IIFL নিলাম স্থগিত করতে বা নিলাম থেকে কোনো ঋণ হিসাব প্রত্যাহার করতে পারে।

নিলামের তারিখ বা স্থান পরিবর্তন হলে, তা নিলাম কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় প্রদর্শন করা হবে।

যদি এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে IIFL তার নিজস্ব বিবেচনায় যথাযথ নোটিশ প্রদানপূর্বক একই জেলা বা পার্শ্ববর্তী জেলায় পরবর্তী কোনো তারিখে নিলাম পরিচালনা বা অব্যাহত রাখতে পারে, অথবা অনলাইন নিলাম আয়োজন করতে পারে।

স্বার্থের সংঘাতের অনুপস্থিতি: RBI নির্দেশাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে IIFL এবং তার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ নিলামে অংশগ্রহণ করবে না।

নিলামলব্ধ অর্থ: নিলামে প্রাপ্ত মূল্য এবং সমন্বয়কৃত বকেয়ার পূর্ণ বিবরণ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকলে, নিলামলব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির 7 কার্যদিবসের মধ্যে (ঋণগ্রহীতার ব্যাংক-হিসাবের তথ্য উপলব্ধ থাকা সাপেক্ষে) তা ফেরত প্রদান করা হবে। তাই ঋণগ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় তাঁদের সর্বশেষ ব্যাংক-হিসাবের তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ঘাটতি থাকলে, তা ঋণচুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

বিস্তারিত তথ্য এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় (ঋণ হিসাবের তালিকার সঙ্গে প্রদর্শিত ঠিকানায়) যোগাযোগ করুন অথবা IIFL কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 12.10.2026
স্থান: হাওড়া

স্বাক্ষরিত/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড | CIN: L67100MH1995PLC093797
নিবন্ধিত কার্যালয়: IIFL হাউস, সান ইনফোটেক পার্ক, রোড নং 16V, প্লট নং B-23, থানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ওয়াগলে এস্টেট, থানে - 400604 • টেলিফোন: 022-41035000 • ফ্যাক্স: 022-25806654
• টোল-ফ্রি: 1860-267-3000 • ই-মেল: gold-helpline@iifl.com • ওয়েবসাইট: www.iifl.com

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি – বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের নিলাম

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") এখানে উল্লিখিত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের একটি সর্বজনীন নিলামের আয়োজন করবে। ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ উপলব্ধ যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে নিলাম-সংক্রান্ত নোটিশ ও অনুস্মারক প্রেরণ করা সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ পরিশোধ বা নিয়মিত করেননি। এই নিলাম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা প্রযোজ্য নির্দেশাবলি ("RBI নির্দেশনাবলী"), ঋণচুক্তির শর্তাবলি এবং IIFL-এর পরিচালনা পর্ষদ-অনুমোদিত স্বর্ণঋণ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে।

নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান: সর্বজনীন নিলাম **20.10.2026** তারিখে **সকাল 10:00টা** থেকে IIFL-এর নিম্নলিখিত শাখায় অনুষ্ঠিত হবে – **কলকাতা-জেএম অ্যাভিনিউ জিএল, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জে.এম অ্যাভিনিউ, নিচতলা, 8বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআই-এর বিপরীতে, কলকাতা-700006, পশ্চিমবঙ্গ**

এই নিলাম একই জেলার অন্তর্গত ঋণদানকারী শাখাসমূহের ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বর্ণঋণ হিসাবের বিবরণ: ঋণ হিসাব নম্বরসমূহ-GL35398750, GL35427611, GL35475688, GL35766842, GL35805818, GL35837923, GL35854981, GL36007191, GL36181174, GL36207551, GL36212018, GL37331559, GL37444831, GL37583767, GL37644621, GL37815614, GL37888296, GL37956500, GL37965278, GL38111359, GL38179853, GL38213996, GL38299612, GL38305418, GL38502082, GL38568102, GL38751014, GL38827309, GL39030379, GL39703766, GL39712614, GL39766390, GL39929075, GL40002964, GL40013234, GL40035890, GL40078564, GL40085524, GL40147927, GL40215104, GL40222658, GL40299865, GL40307006, GL40329596, GL40350221, GL40385046, GL40600528, GL40611866, GL40625705, GL40676111, GL40708678, GL40718232, GL40786905, GL40863564, GL40915948, GL40998343, GL41001354, GL41062135, GL41096016, GL41358353, GL41368269, GL41380785, GL41393733, GL41419169, GL41594725, GL41611187, GL41679899, GL41695178, GL41703843, GL41788039, GL41802372, GL41903424, GL41908723, GL41920162, GL41947156, GL41962400, GL41974664, GL41978557, GL41979385, GL41979666, GL41988203, GL42073114, GL42084387, GL42109481, GL42123621, GL42186771, GL42215731, GL42223501, GL42224136, GL42229571, GL42239319, GL42259540, GL42263143, GL42287684, GL42298080, GL42323097, GL42337887, GL42364119, GL42393928, GL42396278, GL42401883, GL42403656, GL42431285, GL42431419, GL42451783, GL42456309, GL42459484, GL42479867, GL42489258, GL42508428, GL42532540, GL42560458, GL42571730, GL42855182, GL42855737, GL42940439, GL43009873, GL43038465, GL43039980, GL43135239, GL43220914, GL43222384, GL43273792, GL43337648, GL43398605, GL43444521, GL43444539, GL43516865, GL43528661, GL43638118, GL43649659, GL43681353, GL43696039, GL43696097, GL43727302, GL43937487, GL43953638, GL43962522, GL44173123, GL44190065, GL44214472, GL44242341, GL44293966, GL44298304, GL44316767, GL44373894, GL44395362, GL44395740, GL44442295, GL44457024, GL44457572, GL44490519, GL44495039, GL44499325, GL44530810, GL44548864, GL44574809, GL44597176, GL44640365, GL44689393, GL44689693, GL44696695, GL44715636, GL44716715, GL44723800, GL44743075, GL44748813, GL44750481, GL44761404, GL44762014, GL44788802, GL44795205, GL44815274, GL44837875, GL44965070, GL45010619, GL45060612, GL45075879, GL45171989, GL45176380, GL45181962, GL45203241, GL45203643, GL45304716, GL45321601, GL45324589, GL45341154, GL45359098, GL45374833, GL45454600, GL45455707, GL45478776, GL45479158, GL45519119, GL45552463, GL45590097, GL45605699, GL45610059, GL45665963, GL45679396, GL45693992, [illegible] GL51401544, GL51420801, GL51485848, GL51702298, GL51736765, GL34404998, GL35437694, GL35480290, GL35480671, GL35541872, GL35557735, GL35788489, GL35864892, GL35926034, GL35927126, GL36045962, GL36061768, GL36205572, GL36848747, GL37223166, GL37395343, GL37395747, GL37564864, GL37755838, GL38293085, GL38332526, GL38502280, GL38744266, GL38815387, GL38856229, GL38856830, GL38879001, GL38944609, GL38956543, GL38958567, GL39114836, GL39199280, GL39876638, GL39967799, GL40052485, GL40074341, GL40082847, GL40094923, GL40473197, GL40625751, GL40630048, GL40630215, GL40630389, GL40691725, GL40824171, GL40845293, GL40863506, GL40986598, GL41005873, GL41078952, GL41086668, GL41118736, GL41121377, GL41128874, GL41130296, GL41185096, GL41199817, GL41201111, GL41212426, GL41215911, GL41217938, GL41251351, GL41286443, GL41296113, GL41358420, GL41359153, GL41359703, GL41363050, GL41363631, GL41371607, GL41377304, GL41409511, GL41419272, GL41518118, GL41518526, GL41619527, GL41619768, GL41643504, GL41647772, GL41678942, GL41693708, GL41722690, GL41732439, GL41734956, GL41737871, GL41738616, GL41739602, GL41742517, GL41759229, GL41797256, GL41812269, GL41824962, GL41828777, GL41832679, GL41868264, GL41941138, GL41970792, GL41972898, GL41990606, GL42014175, GL42019428, GL42019625, GL42022351, GL42034937, GL42038168, GL42057516, GL42061281, GL42074822, GL42085598, GL42145444, GL42155293, GL42169899, GL42179598, GL42182347, GL42182525, GL42192979, GL42197014, GL42200140, GL42240005, GL42241985, GL42285987, GL42285996, GL42299559, GL42341421.

খেলাপি ঋণগ্রহীতার/ঋণগ্রহীতাদের নাম, বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখার ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখা এবং উপরোক্ত নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত রয়েছে। এছাড়াও, IIFL-এর কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে অথবা www.iifl.com ওয়েবসাইট থেকে এ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

নিলামের পূর্বে ঋণ পরিশোধের অধিকার: ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীরা নিলামের তারিখ পর্যন্ত যেকোনো সময় ঋণচুক্তি এবং মূল তথ্যাবলীর বিবরণী (KFS)-এ উল্লিখিত হালনাগাদ সুদ ও প্রযোজ্য চার্জসহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করে ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব নিলাম থেকে প্রত্যাহার করা হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে বা তার পরে যেসব ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করা হবে, সেসব হিসাব থেকে প্রকাশনা-সংক্রান্ত আনুপাতিক ব্যয় আদায় করা হবে।

মৃত ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে: ঋণগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করে থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি এবং নিলামের শর্তাবলি তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সংরক্ষিত মূল্য: নিলামটি স্বর্ণ জামানতের বর্তমান মূল্যের ন্যূনতম 90% (যেসব ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে নিলাম দুইবার ব্যর্থ হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে 85%) সংরক্ষিত মূল্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই মূল্য RBI Directions অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

বিক্রয়ের ভিত্তি: নিলাম "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী দরদাতাদের বিড করার আগে প্রদর্শিত স্বর্ণ জামানতের বিবরণ পরীক্ষা করে নিজ দায়িত্বে সন্তুষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থগিতকরণ/প্রত্যাহার: ঋণ পরিশোধ বা ঋণ হিসাব নিয়মিতকরণ, কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ, অথবা পরিচালনাগত প্রয়োজনসহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কারণবশত IIFL নিলাম স্থগিত করতে বা নিলাম থেকে কোনো ঋণ হিসাব প্রত্যাহার করতে পারে।

নিলামের তারিখ বা স্থান পরিবর্তন হলে, তা নিলাম কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় প্রদর্শন করা হবে।

যদি এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে IIFL তার নিজস্ব বিবেচনায় যথাযথ নোটিশ প্রদানপূর্বক একই জেলা বা পার্শ্ববর্তী জেলায় পরবর্তী কোনো তারিখে নিলাম পরিচালনা বা অব্যাহত রাখতে পারে, অথবা অনলাইন নিলাম আয়োজন করতে পারে।

স্বার্থের সংঘাতের অনুপস্থিতি: RBI নির্দেশাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে IIFL এবং তার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ নিলামে অংশগ্রহণ করবে না।

নিলামলব্ধ অর্থ: নিলামে প্রাপ্ত মূল্য এবং সমন্বয়কৃত বকেয়ার পূর্ণ বিবরণ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকলে, নিলামলব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির 7 কার্যদিবসের মধ্যে (ঋণগ্রহীতার ব্যাংক-হিসাবের তথ্য উপলব্ধ থাকা সাপেক্ষে) তা ফেরত প্রদান করা হবে। তাই ঋণগ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় তাঁদের সর্বশেষ ব্যাংক-হিসাবের তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ঘাটতি থাকলে, তা ঋণচুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

বিস্তারিত তথ্য এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় (ঋণ হিসাবের তালিকার সঙ্গে প্রদর্শিত ঠিকানায়) যোগাযোগ করুন অথবা IIFL কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 12.10.2026
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩১২ সংখ্যা, সোমবার , ২৪ আশ্বিন, ১৪৩৩

স্বাধীনতা সংগ্রামী অজয় মুখার্জি

১৯০১ সালের ১৫ ই এপ্রিল ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির তমলুক জেলায় ভারতীয় বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ ও ষষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। অজয় মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল তমলুকের মালিঙ্গপাড়ে। সাবেকি বনেদিয়ানার ছাপ মাখা বাড়ি। তবে তাঁরা তমলুকের আদি বাসিন্দা নন। আদতে তাঁরা হুগলির বাসিন্দা ছিলেন। বাবা শরৎ মুখোপাধ্যায় ছিলেন আইনজীবী। আইন ব্যবসার কারণেই শরৎ মুখোপাধ্যায় তমলুকে এসেছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানে পড়া ছেড়ে দেন। জীবনের দীর্ঘ সময় জেলে বা অন্তরীন অবস্থায় তাঁর কেটেছিল। মোহনদাস কর্মচন্দ গাঁধীর ডাকে অসহযোগ, আইন অমান্য এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ব্যাপক ভাবে সাড়া দিয়েছিল তমলুক। সেই আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের একজন ছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায় আর এক নমস্য স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রদ্ধেয় সুশীল ধাড়া। ১৯৪২ সালের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তমলুকে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ওই বছরের ১৭ ডিসেম্বর স্বাধীন'মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রতাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' ঘোষণা হয়েছিল। ১৯৪২ এ তাঁর এবং সুশীল ধাড়ার সংগঠিত বিদ্যুৎবাহিনী, তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠনে ভূমিকা রেখেছিল। ব্রিটিশ সরকারকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল সেই বিদ্যুৎ বাহিনী দমন করতে। সেই স্বাধীন সরকার গঠনের অন্যতম কান্ডারী ছিলেন তিনি, সতীশ সামন্ত এবং সুশীল ধাড়া। সরকারের সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্ত ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলে তিনি দ্বিতীয় সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব নেন। পরে তিনিও গ্রেফতার হন। এরপর দেশ স্বাধীন হল। ১৯৫২ সালে দেশের প্রথম সাধারণ উপনির্বাচনে তমলুক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হলেন। দাঁড়াতে হল নিজের ভাই বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। বিশ্বনাথ ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী। অজয় মুখোপাধ্যায় হলেন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভার সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রী। গ্রাম বাংলার নদী-নালা সংস্কারের কাজ শুরু করেছিলেন। তমলুক মহকুমার জলাধারখালি, সোয়াদিঘি, প্রতাপখালি, গঙ্গাখালি, পায়রাটুঙ্গি, বাঁপুর খাল সংস্কার করেন। তাতে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় কৃষিক্ষেত্রে উন্নতিতে সহায়ক হয়। অজয় মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টাতেই তমলুকে ১৯৬২ সালে সেই সময়ে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২৫ শয্যার মহকুমা হাসপাতাল তৈরি হয়। বিধানচন্দ্রের মৃত্যুর পরে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মন্ত্রিসভাতেও তিনি সেচ এবং জলপথের দায়িত্বে ছিলেন। পরবর্তীতে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৬৪ তিনি সালে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসের সাথে গোষ্ঠী সংঘাতের কারণে তাঁর সম্পর্ক খারাপ হয়। ১৯৬৬ সালে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার শ্যামস্কোয়ারে কর্মী সম্মেলনে তিনি গঠন হয় নতুন দল বাংলা কংগ্রেস। এরপর সিপিআই (এম)-এর সহযোগিতায় দুইবার যুক্তফ্রন্ট সরকার পরিচালনা করেন।

ঘসেটি বেগম

ঘসেটি বেগমের ঢাকার দিনগুলো এবং বেঈমানীর অনুশোচনা। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পেছনে দায়ী তাঁর সেনাপতি মীর জাফর ও খালা ঘসেটি বেগম। ঘসেটি বেগমের জীবনের শেষ দিনগুলো কেটেছে ঢাকার কেরানীগঞ্জে অবস্থিত জিঞ্জিরা প্রাসাদে। ঘসেটি বেগম ইতিহাসবিদদের মনোযোগ তেমন পাননি, যে কারণে তার ঢাকা জীবন সম্পর্কে তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। ঘসেটি বেগম দেখতে কেমন ছিল তার সচিত্র উল্লেখ তেমন নেই। 'আমি সিরাজের বেগম' গ্রন্থে সিরাজের স্ত্রী লুৎফার বয়ানে তাকে 'সুন্দরী, চতুর, আভিজাত্যপূর্ণ, বদমেজাজি ও উচ্চাভিলাষী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পলাশী যুদ্ধের পর তিনি নিজেও শিকার হয়েছেন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের। মীর জাফর নবাব হয়ে ঘসেটি বেগমকে বন্দি করেন। কিছুদিন হীরাঝিলে রেখে ঢাকার জিঞ্জিরা প্রাসাদে স্থানান্তর করেন। সেখানে তার সঙ্গে সিরাজের মা, স্ত্রী, কন্যাসহ অনেকজন নারীকেই রাখা হয়। ১৭৬০ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এখানেই বন্দি ছিলেন ঘসেটি বেগম। তার মৃত্যু নিয়ে দুই রকম তথ্য প্রচলিত। কোথাও বলা হয়, মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে নিয়ে তাকে হত্যা করা হয়, তার কবরও সেখানেই। বাংলাপিডিয়া মতে, ১৭৬০ সালে মীর জাফরের ছেলে মীরনের পরিকল্পনায় ঘসেটি বেগম ও আমিনাকে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলে, বুড়িগঙ্গায় একটি বজরায় তুলে যাত্রা শুরুর কিছু পরে মাঝনদীতে বজরাটি ডুবিয়ে দেওয়া হয়। তার আসল নাম মেহের-উন-নিসা বেগম। তিনি আলীবর্দী খানের তিন মেয়ের মধ্যে প্রথম। তার বিয়ে হয় চাচাতো ভাই নওয়াজিস মুহাম্মদ শাহমাত জং এর সঙ্গে, যিনি ঢাকার নায়েবে নাজিম ছিলেন। আলীবর্দী খানের প্রাসাদে তিনি এত প্রভাবশালী ছিলেন যে আলীবর্দী খানের তিন মেয়ের মধ্যে একমাত্র তারই আলাদা প্রাসাদ ছিল। হীরাঝিলের মতোই প্রাসাদের নাম ছিল মতিঝিল। তার ছিল রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং রাজনৈতিক প্রভাব। আলীবর্দী খানের কোনও ছেলে ছিল না। তিনি ছোট মেয়ে আমিনার বড় ছেলে সিরাজউদ্দৌলাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু ঘসেটি চেয়েছিলেন তার পালকপুত্র এবং সিরাজের ভাই ইকরামউদ্দৌলাকে যিনি অল্প বয়সে গুটি বসন্তে মারা যান। পরে তিনি মেজবোনের ছেলে শওকত জংকে সিংহাসনে বসাতে চেষ্টা করেন। উত্তরাধিকার বিষয়ে তার মতামত গুরুত্ব না পেলেও বড় মেয়ে হিসেবে আলীবর্দী খানের কাছে তিনি গুরুত্ব পেতেন। তার সুপারিশে কেউ পদ হারিয়েছে, কেউ ক্ষমতার কেন্দ্রে এসেছে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

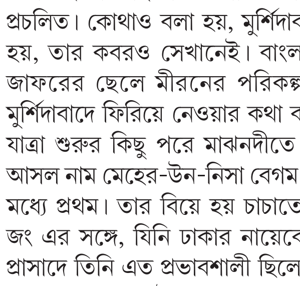

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন,সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব।

বিবেকানন্দ দর্শন

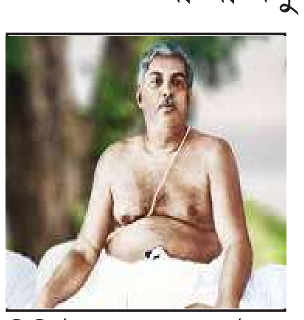

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব হচ্ছেন শক্তি। তিনি সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হতে দেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ওপরে ভরসা করতে হবে। সবার আগে তাকে ভক্তি দিতে হবে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখতে হবে। মা ভবতারিনীর পুজো করলেও যে মা সাড়া দেবেন। মা ভবতারিনীকে মনে প্রাণ ডাকতে হবে। তার আরাধনা করতে হবে মনে মনে। তবেই তিনি সাড়া দেবেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। না হলে কিন্তু সারা জীবন ধরে পরাজিত হয়ে থাকতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মিলন মন্দির

রবীন্দ্রকুমার শীল

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখনও নোবেল পুরস্কার পাননি। তিনি তখন সবার কাছে কবি হিসাবে সবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তাঁর কবিতার পাঠক এবং গানের শ্রোতার সংখ্যা খুবই কম। তবুও রবীন্দ্রনাথের মনে মধ্যে জাতীয় চেতনা তীব্রভাবে কাজ করে গিয়েছিল। তিনি তখন জোড়াসাঁকোর বাইরে পা রাখেননি। তাঁর বিচরণ ভূমি ছিল জোড়াসাঁকোর সীমানার মধ্যে। কিন্তু ১৯০৫ সাল তাঁকে জোড়াসাঁকোর মধ্যে আটকে রাকা সম্ভব হল না। তঁকে বাইরে বের করে নিয়ে আসলো। ১৯০৫ সাল বাংলার সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। এই দিনটিকে বাংলার ঐতিহাসিক দিন বলে গৃহীত হয়েছে। যে বাংলাকে জাত এবং ভাষা দিয়ে ভাগ করার চেষ্টা করতে শুরু করেছিল ব্রিটিশ শাসকেরা সেই বাংলায় দেখতে পাওয়া গেল হিন্দু মুসলিম এক হয়ে বাংলার গান গেয়ে বাংলাকে এক করে দেওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছে। এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূত্র ধরে কলকাতায় এসে বিপ্লবী অরবিন্দ গুপ্ত সমিতি গড়ে তুললেন। ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনুশীলন সমিতি। তারপরে ঢাকা অনুশীলন সমিতি তৈরি হয়। যুগান্তর বিপ্লবী সমিতি তৈরি হয়েছিল ১৯০৬ সালে। এই সমিতি তৈরি করেছিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তবে এটি পরিচালনা করতেন বিপ্লবী অরবিন্দ। ব্যারিস্টার পি মিত্র এর সভাপতি ছিলেন। তার আগে থেকেই বাংলায় ইংরেজি বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের হাত ধরে। এই আন্দোলনের ফলে কলকাতায় ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতা ছিল ঐতিহাসিক বক্তৃতা। এই বক্তৃতাকে ভিডিও মুভি করেছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক হীরালাল সেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই বক্তৃতার ভিডিওটা পুড়ে গিয়েছিল আগুনে। তার ফলে বাংলা একটি মূল্যবান তথ্যচিত্র হারালো। ঠিক এই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাগ নিয়ে ব্যথিত হয়ে পড়লেন। তিনি বাংলা ভাগের বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। লিখে ফেললেন একটি বিখ্যাত গান-'বাংলার মাটি বাংলা জল' (১৯০৫)। রবীন্দ্রনাথ রাস্তায় নেমে বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এই গান গাইতে শুরু করলেন। বাংলার মানুষ জাগতে শুরু করলো। বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে উপস্থিত হল। হিন্দু মুসলমান কোন ভেদাভেদ থাকলো না। সবাই হাতে হাত মিলিয়ে রাস্তা ধরে শোভযাত্রা করে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করে। আপার সাকুলার রোডে প্রতিষ্ঠিত হল 'ফেডারেশন হল' (১৯০৫)। এই হল প্রতিষ্ঠা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে রাসবিহারী ঘোষ,

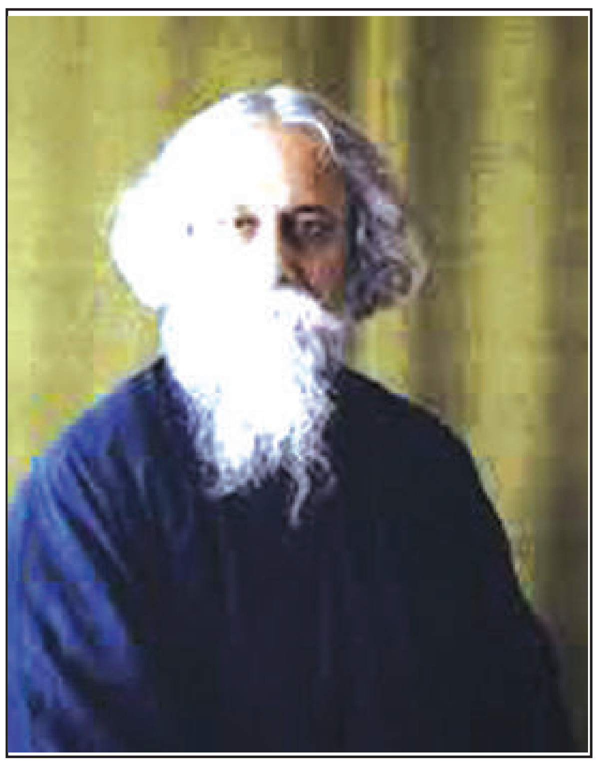

মন্মথনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। 'ফেডারেশন হল' প্রতিষ্ঠা করে বাংলা ভাগের আন্দোলনকে আরও সক্রিয় করে তুলতে এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি সেই সময়ে বাংলার স্বদেশি আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে বাংলা ভাগ বিরোধী সমর্থকদের সঙ্গে দেখা এবং আলোচনা করতে শুরু করে দিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি বরোদায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন করতে অরবিন্দকে উৎসাহী করতে লাগলেন। তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠ'। এই 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসই বাংলার বিপ্লবীদের বিপ্লবী আন্দোলন করতে উৎসাহ দিয়েছিল এবং পথ দেখিয়েছিল। ভগিনী নিবেদিতা এই উপন্যাসটি নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছিলেন অরবিন্দের সঙ্গে গাইকোয়াড়ে। সেখানে তিনি অরবিন্দকে পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন যে আনন্দমঠ উপন্যাসের মধ্যে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের রূপরেখা নির্মিত রয়েছে। সেই পথ ধরে বাংলার বিপ্লবী অন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। বাংলা যে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলন মাথা চাড়া দিতে পারে সেটা কল্পনা করতে পারেনি ব্রিটিশ রাজ। তারা মনে করেছিল বাংলা ভাগকে সহজেই বাংলার মানুষেরা মনে প্রাণে গ্রহণ করে নেবে। কিন্তু সেটা হল না। বাংলার ভাগ করে বাঙালিদের আবেগে আঘাত দিতে শুরু করে। বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা গেল না। ইংরেজদের সব কৌশল নিস্ফল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ একাই বাংলা ভাগের বিরোধিতা করতে রাস্তায় নামেননি। তিনি পরিস্কার করে তাঁর রচিত গানের মধ্যে লিখে গিয়েছেন যে 'বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন সব এক হউক, এক হউক হে ভগবান'। অর্থাৎ কবিগুরু একা নন, তাঁর সঙ্গে বাংলার সব সম্প্রদায়ের মানুষেরা রয়েছে। তারাই বাংলা ভাগের বিরোধিতা করতে পথে নেমেছে। 'রাখি বন্ধন উৎসব' বাংলা ভাগের বিরোধিতার একটি অন্যতম সেরা উৎসব। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে সকাল বেলায় কলেজ স্কেয়ারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গান গাইতে থাকলেন। তারপরে তিনি সবার হাতে রাখি পরিয়ে দিতে থাকলেন। সেখানে হিন্দু মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোকেরা উপস্থিত ছিল। বাংলা ভাগ করতে যাঁরা চান না তাঁরা সবাই এই কলেজ স্কোয়ারের জমায়েতে উপস্থিত হয়। সেখানে থেকে একটি শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল বড় মসজিদের (নাখোদা মসজিদ) কাছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে মুসলিম ভাইদের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে করে বাংলা ভাগ করা না যেতে পারে। বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে একদিকে হিন্দু মুসলিম ঐক্য তৈরি আর অন্য দিকে বৌদ্ধ জৈন সব সম্প্রদায়ের লোকেরা উপস্থিত হতে শুরু করেছে। এদিকে সেই সময়ে বাংলা ভাগের পক্ষে সাওয়াল করে ইংরেজদের হাতকে শক্তিশালী করতে চুপ করে বসেছিল যাঁরা তাঁরা বলতে শুরু করেছিল এই ইংরেজ শাসক বিরোধী শোভাযাত্রা আসলে ব্রাহ্মদের শোভায়াত্রা। এর সঙ্গে বাংলার কোনও সম্পর্ক নেই, হিন্দুদের কোনও সম্পর্ক নেই। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত মানুষদের কোনও সম্পর্ক নেই। ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত মানুষেরা নিজেদের স্বার্থে বাংলার ভাগের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলনকে আরও তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠকুর পেরেছিলেন বাংলার বুকে বাঙালির আবেকে জাগ্রত করতে। আর কারোর এত শক্তি ছিল না।

একটি গান কতখানি শক্তিশালী হলে আজকে তা সারা বাংলা তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আসলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে দেখি, কিন্তু তার গানের শক্তিকে বুঝতে পারি না। গানের শক্তি রয়েছে । গান দ্রুত এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' প্রায় একই সময় ধরে বাংলা ঘরে ঘরে গাইতে শোনা গিয়েছিল। রাজা সুবোধ মল্লিক তাঁর বাড়িতে মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি গাইতেন। সবাই অবাক হয়ে দেখতো যে রাজা সুবোধ মল্লিক স্বয়ং গান গাইছেন স্বদেশি পর্যায়ের গান। 'বন্দেমাতরম' তো স্বদেশি পর্যায়ের সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি স্বদেশি পর্যযারে সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের গানটি গণসঙ্গীতে পরিণত হল। কলকাতার ফেডারেশ হল থেকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী পদযত্রা শুরু হয়েছিল। এই ফেডারেশন হলের মিলন মন্দির নাম দেন ভগিনী নিবেদিতা। ১২ অক্টোবর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

হাওড়ার শিবপুরের রায়চৌধুরীদের দুর্গা পুজোর প্রাচীন ইতিহাস

অনিকেত নস্কর

শিবপুর রায়চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপুজো, হাওড়া। ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দ তথা বাংলার ১০৯২ সন থেকে শুরু করে বর্তমানে ৩৪২ তম বর্ষে পদার্পণ করল হাওড়ার অন্যতম প্রাচীন শিবপুর রায়চৌধুরী পরিবারের দুর্গাপুজো। সময়টা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিক, দিল্লির সিংহাসনে তখন মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব। বাংলায় তখন জোর কদমে চলছে নবাবি শাসন। নবাবের কাছ থেকে রায়চৌধুরী পরিবারের পূর্বপুরুষ রামব্রহ্ম রায়চৌধুরী হাওড়ার কয়েকটি গ্রামের মালিকানা পেয়ে হাওড়ার অন্যতম বড় জমিদার হয়ে ওঠেন। এই রাজা রামব্রহ্ম রায়চৌধুরীই স্বপ্নাদেশ পেয়ে দুর্গাপুজো সূচনা করেন। এর নেপথ্যে ছিল একটি ঘটনা - রাজার কন্যা রোজ স্থানীয় পুকুরে পদ্মাবতী নামের একটি ছোট্ট

মেয়ের সাথে খেলতেন এবং খেলা শেষে পুকুরে নেমে স্নান করতেন। রাজার কানে এই খবর পৌঁছাতে তিনি সেই মেয়েটিকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বলেন। কিন্তু পদ্মাবতী রাজার আদেশ প্রত্যাখ্যান করে বলেন তাঁর সাথে দেখা করতে হলে রাজাকে নিজে আসতে হবে। একথা শুনে ক্রোধে রাজা পেয়াদাদের পাঠালেন মেয়েটিকে ধরে আনার জন্য কিন্তু পেয়াদারা পুকুর পাড়ে গিয়ে পায়ের ছাপ ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। সেই রাতেই মেয়েটি রাজা রামব্রহ্মকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে আত্মপরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁকে দুর্গাপুজো করতে বলেন। সেই সূচনা (১৬৮৫ খ্রীঃ) - এই কারণে এই পরিবারে দেবী দুর্গা পদ্মাবতী নামে পূজিত হন। সেই থেকে বংশপরম্পরায় আজও বৃহন্নন্দিকেশর মতে চলে আসছে মহাদেবীর পুজো।রাজা রামব্রহ্ম ১৬৮৬ খ্রীঃ নহবৎখানা সহ এক বিশাল দুর্গাদালান তৈরী করে ছিলেন। দুর্গাদালানটি প্রথমে ছিল বাঁশের তৈরি আটচালা। এখন এটি 'সাঁজের আটচালা' নামে পরিচিত। এই দুর্গাদালানেই প্রতি বছর প্রাচীন রীতি মেনে দুর্গা ও কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দেবী দুর্গা ও কালীর নামে যে দেবত্তোর সম্পত্তি রয়েছে, সেই সম্পত্তি থেকে যে আয় হয়, তাতেই পুজো করা হয়।

জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজো হয়ে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়। সাবেকি মঠচৌড়ি চালির প্রতিমা, দুর্গার গায়ের রঙ উজ্জ্বল হলুদ আর চোখ দুটি বড় বড়। এ বাড়িতে পুজো শুরু হয় আশ্বিনের কৃষ্ণা নবমী তিথিতে এবং পুজো চলে মহানবমী পর্যন্ত ১৫ দিন ধরে। ঠাকুরদালানের পাশেই একটি ঘরে বেলগাছ আছে, সেখানেই বোধনের ঘট স্থাপন করা হয়। কৃষ্ণানবমী থেকে নিয়মিত চণ্ডীপাঠ শুরু হয়। অষ্টমীতে হয় কুমারী পুজো। সপ্তমী থেকেই হোম শুরু হয়, হোমের আগুন প্রজ্জ্বলিত থাকে নবমী পর্যন্ত। এই পরিবারের দুর্গাপুজোর আরো একটি বিশেষ দিক হল পরাধীনতার সময় যখন বিভিন্ন জমিদাররা ব্রিটিশদের তুষ্ট করতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন এই পরিবার ছিল পুরোপুরি ব্রিটিশ বিরোধী। বাংলার অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী তারকনাথ রায়চৌধুরী ছিলেন এই পরিবারের সদস্য। ব্রিটিশদের প্রবেশ নিষেধ।

কলকাতার দুর্গা পুজোর আদি ইতিহাস

অভিজিৎ ব্যানার্জি

১৭৫৭ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার সুবেদারের পদটি পাবার পরে শহর কলকাতা বেড়ে উঠছে। এদিকে হুগলী, বর্ধমান থেকে শ্রেষ্ঠী বংশ ইংরেজদের এই নতুন উপনিবেশে এসে বসতি স্থাপন করছেন কারণ চুঁচুড়া, আদিসপ্তগ্রাম এই সমস্ত জায়গা বিভিন্ন কারণে তাদের ব্যবসায়িক আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে, সে রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক যে কোন কারণেই হোক না কেন। এই নব্য বঙ্গ ব্যবসায়ীকুলের মতে ইংরেজ লালকোর্তাধারীরা ব্যবসা বান্ধব ও বিশ্বাসযোগ্য। এই নব্য ব্যবসায়ীরা বেছে নিলেন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের কাছেই পুর্ব দিকে রোড টু কলিগট থেকে শুরু করে সামান্য দক্ষিণে ক্রমশ ক্ষীয়মান ক্রীক ও কাছাকাছি যে বিস্তৃত ভুমিখন্ড তাঁদের বসতির জন্য যে অঞ্চল গুলি বৌবাজার, ঠনঠনিয়া, চোরবাগান ইত্যাদি এবং ইত্যাদি , যা এখন বিস্তীর্ণ মধ্য কলকাতা। কারণ শহরের প্রাচীন উত্তরখন্ড সুতানুটি, পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে শেঠ, মল্লিক,দেব এই পরিবারদের বসতি তো রয়েছেই আগে থেকেই।

এই বণিক পরিবারগুলি (দত্ত, লাহা,চন্দ্র, শীল, সেন ইত্যাদি ইত্যাদি উপাধি ধারীরা)ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের ব্যবসার মাধ্যমে কিছু দিনের মধ্যে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে উঠলেন, ফলতঞ্জ তাঁরা এবারে তৈরী করলেন নিজস্ব বিপুলাকৃতির ভদ্রাসন ও নিজেদের দেবার্চনার জন্য ভদ্রাসন সংলগ্ন বিবিধ আকৃতির ঠাকুর দালান।

অন্যদিকে পলাশীর যুদ্ধের পরে উত্তর কলকাতায় ইংরেজ লাল কোর্তাধারী ব্যবসায়ীদের কৃপাধন্য কয়েকটি পরিবার বিপুল আড়ম্বরে শুরু করলেন শারদীয়া দুর্গাপূজার আয়োজন। তাঁরা শুরু করলেন দেবী দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী রূপে আরাধনা। সেখানে ছিলো বিপুল আড়ম্বর ও তার সঙ্গে পশুবলির এক বীভৎস উৎসব।

এদিকে এই বণিক পরিবার গোষ্ঠীর অর্ন্তগত কয়েকঘর যাঁরা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন তাঁরাও স্থির করলেন যে এই শারদীয়া দুর্গাপূজার আয়োজন তাঁরাও করবেন, কিন্তু একটু ভিন্ন ভাবে। মা আসবেন তাঁদের

পরিবারে হরগৌরী রূপে। সে পুজো হবে শান্ত সমাহিত পরিবেশে, নারকীয় পশুবলির কোন স্থান হবে না এই শারদীয় আবাহনে। সেখানে আরাধনা হবে একেবারে ঘরের মেয়ের স্নেহময়ী মাতৃরূপ ও দেবা দিদেব শিবের তাঁর মিলনরূপকে (দাম্পত্য) প্রাধান্য দিয়েই।

শাস্ত্রীয় বিধানে এই হরগৌরী দুর্গাপূজা হচ্ছে মূলতঞ্জ তন্ত্র ও পুরাণের সমন্বয়ে শিব ও শক্তির অভিন্ন সত্তাকে আরাধনা করবার এক বিশেষ স্মার্ত ও তান্ত্রিক পদ্ধতি। এই পূজার বিধি মূলত কালিকা পুরাণ, দেবীপুরাণ, সারদাতিলক মন্ত্র ও বাংলায় রঘুনন্দনের তিথিতত্ব ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার অনুসারে রচিত।

এদিকে শাস্ত্রীয় ধ্যান অনুসারে হরগৌরী মূর্তির গঠন নির্দিষ্ট নীতি মেনে করা হয়। এখানে শিব (হর) সিংহাসন বা বৃষের (নন্দী) ওপরে উপবিষ্ট থাকেন ও দেবী গৌরী শিবের বাম ঊরুতে অবস্থান করেন (বামাঙ্গ সংস্থিতাম)। শিবের চতুর্ভুজ হাতে থাকে ত্রিশূল, ডমরু, বরদ ও অভয় মুদ্রা। দেবী গৌরীর থাকে দুই বা চার হাত। এক হাতে থাকে নীল পদ্ম বা দর্পণ এবং অন্য হাতে ভক্তের জন্য অভয় মুদ্রা। বাহন ষাঁড় (নন্দী) ও সিংহ, যাদের দেখা যায় মূর্তির পাদদেশে। এই পুজোয় বলিদানের কঠোরতার চেয়ে তান্ত্রিক পঞ্চমকার বা সাত্বিক উপাচার যেমন পুষ্পাঞ্জলি, নৈবেদ্য, ধূপ,দীপ (ধুনো পোড়ানো) বেশি বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

এবারে আসা যাক অভয়া রূপে মাতৃবন্দনা নিয়ে কয়েকটি কথায় এই অভয়া দুর্গাপূজা বা দেবী দুর্গার অভয়া রূপটি মূলতঞ্জ সনাতন ধর্মাবলম্বী মতে দেবী জগজ্জননী দুর্গার এক বিশেষ ও শান্ত সৌম্য প্রকাশ। অভয়া শব্দটির অর্থই হচ্ছে - যিনি অভয় প্রদান করেন ও ভয় থেকে মুক্তি দেন।

দেবী মহিষাসুরমর্দিনীর উগ্র ও রণরঙ্গিনী রূপের বিপরীত রূপ হচ্ছে দেবীর অভয়া রূপ। এই রূপে দেবী অস্ত্রধারী দশভুজা নন, তিনি দ্বিভুজা বা চতুর্ভুজা ও তাঁর এক হাত অভয় মুদ্রায় (ভয় বিনাশের ভঙ্গিতে)। ভক্তকে ভয় ও সঙ্কট থেকে রক্ষা করাই এই মহিষাসুর বিহীন ও অস্ত্রহীন রূপের তাৎপর্য। দেবী পদ্মাসনে আসীন থাকেন দুই সিংহের ওপরে। কোন কোন জায়গায় দেবীর দুইপাশে তাঁর চার সন্তান আর দুই সখী জয়া বিজয়া থাকেন।

এই সবই নিয়ে খোঁজ খবর করা হয়েছিল শহর কলকাতায় এই হরগৌরী ও অভয়া মাতৃরূপে কোন কোন পরিবার আজও মহামায়াকে শারদ আবাহনে ব্রতী।

এক. ৩২, দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীটে (পাথুরিয়া ঘাটা) বৈষ্ণব দাস মল্লিকের পরিবার। ১৭৯০ সাল থেকে দেবী দুর্গার অভয়া রূপে পুজোর সূচনা করেন বৈষ্ণব দাস মল্লিক। দুই ৠ ৩২ এ দেবেন্দ্র মল্লিক রোডে (কলুটোলা, ফিয়ার্স লেন) পূর্ণ চন্দ্র ধরের শরিকী পুজো। ১৮৫৮ সাল থেকে এই অভয়া মূর্তিতে দেবীর আরাধনা শুরু হয়। তিন. ৬২ হিদারাম ব্যানার্জি লেনে (বৌবাজার) গোবিন্দ চন্দ্র দত্তের বাড়িতে এই অভয়া মাতৃ পুজোর সূচনা হয় ১৮৮৩ সাল থেকে। এবারে দেখি আমরা হরগৌরী রূপে দেবী দুর্গাকে আজও কোন কোন পরিবার আরাধনা করছেন। এক. চোরবাগানের বা ঠনঠনিয়ার লাহা বাড়ির শরিকী হরগৌরী পুজো আরম্ভ হয় ১৮২২ সাল নাগাদ ভগবতী চরণ লাহার হাতে,কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ লাহার সময়ে এই পুজোর বৈভব সূচিত হয়।। এই পুজো পর্যায়ক্রমে ১ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, সুকিয়া স্ট্রীট ও অন্যান্য শরিকদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। দুই. ২২৪ বিধান সরণীতে ঠনঠনিয়ার চন্দ্র বাড়ির পুজো শুরু হয় ১৮৫০ সালে শ্রীনাথ চন্দ্রের হাতে। তিন. ৩ বিডন স্ট্রীটে দ্বারকানাথ দত্তের ১৮৫৫ সালে শুরু করা এই হরগৌরী পুজো। চার. ঝামাপুকুরে ২৪এ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে সুবল চন্দ্র চন্দ্রের বাড়ির পুজো শুরু হয় ১৮৭০ সাল থেকে। তার আগে অন্যত্র এই পুজো হতো যা জানা যাচ্ছে সেটা ১৭৬১ সাল থেকে। পাঁচ. ৩৩/২ বিডন স্ট্রীটে ভোলানাথ ভবনের হরগৌরী পুজো। ১৯০৫ সালে ভোলানাথ দত্ত কাশীতে এই পুজো শুরু করেছিলেন। পরে তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী প্রজন্ম পুজা চালিয়ে যাচ্ছে।

অখণ্ড বাংলার প্রতীক 'ফেডারেশন হল'-এর ১২২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস

বুদ্ধদেব মিশ্র

অখণ্ড বাংলার প্রতীক 'ফেডারেশন হল' নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ ১৬ অক্টোবর (বাংলার ৩০ আশ্বিন, ১৩১২) প্রায় পঞ্চাশ হাজারের অধিক বাঙালির সমাবেশের মধ্যে দিয়ে চার বিঘার জমির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হল ফেডারেশন হল (মিলন মন্দির)।

মিলন মন্দিরের নামটি দিয়েছিলেন লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতা। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এইখান থেকে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটির সদস্য ছিলেন গুরুদাস ব্যানার্জি, আনন্দমোহন বোস, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, নাটোরের মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়, ময়মনসিংয়ের আচার্যরা, আব্দুল রসুল, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অশ্বিনী কুমার দত্ত, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায়, কালিপ্রসন্নন কাব্যবিশারদ, ঢাকার নবাব আত্তিকুল্লা, লিয়াকৎ হোসেন, মুজিবর রহমান, সখারাম গণেশ দেউস্কর, আব্দুল হালিম গাজনবী, নীলরতন সরকার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস, পি.সি রায়, হরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিন চন্দ্র পালসহ আরও অনেকে। তাঁদের মুখে একটি স্লোগান- 'বাংলা ভাগ করা চলবে না'। লর্ড কার্জন এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারা বাংলার দুজড়ে বিক্ষোভ শুরু হল। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন 'বাংলার জল বাংলার বায়ু' এবং 'আমার সোনার বাংলা'। কবিগুরুর এই গান গেয়ে সবাই পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করলেন। রাখি বন্ধন শুরু হল। হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে রাখি পরে বাংলা ভাগের বিরোধিতা করলো। এই স্থানে 'বন্দেমাতরম' গান পবি বেশন করলেন হেমচন্দ্র সেন। 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী' গানটি উপস্থিত সবাই মিলে গাইতে থাকে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বোস বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বক্তর‍্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন, ''আমরা বাংলা ভাগ চাই না। ''। সেই সময়ে বাংলার ভাগের বিরোধিতায় দেশিয় শিল্প গড়তে যে জাতীয় ভাণ্ডার গড়া হয়েছিল তাতে এক দিনেই ৭০ হাজার টাকা উঠেছিল। ফেডারেশন হল সোসাইটির ১২২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। ১২ অক্টোবর এই প্রতিষ্ঠান দিনকে স্মরণীয় করতে বিকেল পাঁচটার সময়ে প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান।

ড. অনির্বান গাঙ্গুলী প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত থাকছেন। রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্ক এর সম্পাদক স্বামী সুর্পনানন্দ মহারাজ এবং প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় সম্মানীয় অতিথি রূপে উপস্থিত থাকছেন। ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক ম্যানেজার অলোক কুমার বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত থাকছেন। প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন (সভাপতি), শ্যামল কুমার ব্যানার্জি এবং তাপস কান্তি চৌধুরী (যুগ্ম সম্পাদক) এবং শিশির কুমার ব্যানার্জি সহ আরও অনেকে উপস্থিত থাকছেন।

ভোট লুঠে সংখ্যালঘুদের কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, এবার বললেন হাইকোর্টের আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভাতার, ১১ অক্টোবরঃ বঙ্গ রাজনীতিতে 'সংখ্যালঘু' বরাবরই একটি ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করেছে। এই ২৭ শতাংশ ভোট বরাবরই ক্ষমতার সমীকরণ নির্ধারণে অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এই ভোটব্যাংকের সমীকরণে বড় ধরনের বিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে ও পরে অর্থাৎ উপনির্বাচনের সময়েও মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তাও দেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই বার্তায় সাড়াও দেন তাঁরা। কিন্তু এবার সংখ্যালঘুদের নিয়েও বড় কথা বললেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী। পারিবারিক বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে এসে তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিআই(এম)-এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের রিজিওনাল কনভেনর তথা কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সৈয়দ আলি আফজল। তাঁর অভিযোগ, বিগত দিনে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই মুসলিম সম্প্রদায়কে ব্যবহার করেছে পূর্বতন শাসকদলগুলি। ভোটলুট থেকে শুরু করে ব্রিগেডের জনসভায় ভিড় বাড়ানো-প্রতিটি ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সমাজকে কেবল ব্যবহারের রাজনীতিতে সামিল করা হয়েছে। এদিন ভাতার বাজারের একটি লজে পৌঁছলে তাঁকে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা কনভেনর অরূপ মৃধা-সহ অন্যান্য স্থানীয় কার্যকর্তারা। ভাতারের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট স্মরণ করিয়ে সৈয়দ আলি আফজল দাবি করেন, একসময় এখানে রাষ্ট্রবাদী শক্তির রাজনৈতিক জমি তৈরি করা কঠিন ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে এবং স্থানীয় মানুষ রাষ্ট্রবাদী বিধায়ক নির্বাচিত করেছেন। এদিন সৈয়দ আফজল দাবি করেন, কীভাবে এতদিন সংখ্যালঘুরা ব্যবহৃত হয়েছেন। তাঁর কথায়, ''বাংলার মুসলমানদের চাকরি নেই, ব্যবসা নেই। অশিক্ষিত মুসলমানদের সিপিএম ব্যবহার করেছে। ব্রিগেড-শহিদ মিনার ভরাতে ব্যবহার করা হয়েছে। মমতাও ঝান্ডা ধরতে মুসলমানদেরই ব্যবহার করেছেন। আর ভোট লুঠ করতে, সেখানেও সংখ্যালঘুদেরই ব্যবহার করা হয়েছে।''

সরকারি কর্মচারী পরিষদ এর পশ্চিমবঙ্গ-পুরুলিয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে কর্মীসভা

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ১১ অক্টোবরঃ পুরুলিয়া জেলা পরিষদ ভবনের দ্বিতীয় সভাগৃহে সরকারি কর্মচারী পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ-এর পুরুলিয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হলো। সভায় উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরকারি কর্মচারী

পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি দেবাশীষ শীল। এই পুরো অনুষ্ঠান ও জেলা কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শ্রী অপূর্ব মুখার্জী। সভায় সরকারি কর্মচারী পরিষদে মহার্ঘ ভাতা-র স্বীকৃতি এবং কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে ২০ মহার্ঘ ভাতার ঐতিহাসিক ঘোষণা এবং কর্মচারীদের জন্য ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকার স্বাস্থ্যবীমা ক্যাশলেস ঘোষণা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মাটিতে ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সকল সহকর্মীকে জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন জানানো হয় এই সভা থেকে। এদিনের এই কর্মীসভায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু সরকারি কর্মচারী ও সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

দুর্গাপুজোর সময় দিঘায় থাকছে বড় চমক

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ১১ অক্টোবরঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তত্ত্বাবধানে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে দিঘা সমুদ্র সৈকতে। গতকালই ইডেনে ড্রোন শোয়ের মাধ্যমে মহালয়ার শুভ সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠান রাজ্যের ন'টি জায়গায় অনুষ্ঠিত হবে তার মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহরে এই কর্মসূচি থাকছে বলে জানিয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার। ইতিমধ্যেই আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা দীঘা সৈকত নগরী। সেই সাথে পর্যটনকেন্দ্র তাজপুর মান্দারমনি শঙ্করপুর কেও রঙিন আলোয় সাজিয়ে তোলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আর পর্যটন নগরীতে আসা পর্যটকদের বিনোদনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে বলে জানা গিয়েছে। আগামী ১৪ই অক্টোবর এর শুভ উদ্বোধন হবে। উদ্বোধনের আগেই বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক নৃত্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তার মধ্যে ছবি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য অপরদিকে বিভিন্ন জেলার সংস্কৃতিকেও এই অনুষ্ঠান মঞ্চে তুলে ধরা হবে। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থাকতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। যেহেতু পুজোর সময় প্রচুর পর্যটকও ভিড় জমাতে পারেন তার জন্য বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হচ্ছে দীঘা শহর জুড়ে। ইতিমধ্যে সমস্ত দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেছেন জেলা শাসক নিরঞ্জন কুমার। তিনি বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো দিঘাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'মা আসছেন' দুর্গাপূজা ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে। প্রথম দিনে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে সঙ্গীত শিল্পী শানের গান। আরও উপস্থিত থাকবেন ১৫ই অক্টোবর শিল্পী অন্বেষা দত্তের সঙ্গেও বিভিন্ন সামাজিক আচার অনুষ্ঠান থাকছে। সেই সঙ্গে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে আতশবাজি প্রদর্শনী যা ড্র এর মাধ্যমে দেখানোর ব্যবস্থা থাকবে বলে জেলা শাসক জানিয়েছেন।'' অপরদিকে এলাকার বিধায়ক চন্দ্রশেখর মণ্ডল বলেন, ''বিগত দিনের সরকার এই ধরনের কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি তাই পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতা আসার পরে পর্যটকদের পুজোর সময় আনন্দ এবং দুর্গাপূজা বাঙালিদের মধ্যে একটা বিশেষ আবেগ রয়েছে। তাই রাজ্য সরকার এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে দিঘা শহর জুড়ে ব্যানার ফেস্টুন এবং রঙিন আলোয় সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে।

'বিরিয়ানি খান, হিন্দু দোকান থেকে', পুজোর আগে শহরে পড়ল 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চের' পোস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবরঃ পুজোর আগে শিলিগুড়িতে 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চের' পোস্টার ঘিরে বিতর্ক। শহরর একশোর বেশি পোস্টার লাগিয়েছে এই হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। তাদের দাবি, বিষয়বস্তু ফতেয়া বা নির্দেশিকা নয়, অনুরোধ মাত্র। বিভিন্ন পোস্টারে হিন্দুদের কাছে আবেদন করা হয়েছে বিরিয়ানী খান হিন্দু দোকানে। দশকর্মার সামগ্রী কেনা হোক হিন্দু দোকানে। কোথাও আবার বলা হয়েছে ফেরিওয়ালাকে একটু ভাবুন। পোস্টারে লেখা হয়েছে, 'বিরিয়ানি খান, হিন্দু দোকানে'। 'পুজোর সামগ্রী কিনুন, হিন্দু দোকান থেকে' কোথাও আবার লেখা হয়েছে, 'ফেরিওয়ালা কে? তা একটু ভাবুন'। গোটা বিষয়টিকে সংগঠনের নেতারা বলছে এটা আবেদন মাত্র। কাউকে নিজেদের মত চাপিয়ে দিচ্ছেন না তারা। মানুষ নিজেদের চিন্তায় বেছে নিক কী গ্রহণ করবে। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্য অভিষেক দাস বলেন, ''সমগ্র সমাজকে জাগরণের জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। গোটা শিলিগুড়িতেই এই ব্যানার আর পোস্টার লাগিয়েছি। আসলে এটা সামাজিক বার্তা।'' যদিও পথ চলতি মানুষেরা বলছেন, বিরিয়ানি খেতে গিয়ে কারিগর হিন্দু কি না এ প্রশ্ন বাঙালি হিসেবে কখনো তোলেননি। দশকর্মার ক্ষেত্রে শোলার ক্ষেত্রে বহু কারিগর মুসলমান। এই আবেদন মুক্ত চিন্তার বিরোধী। কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বামেরাও। সিপিএম নেতা ইন্দ্রজিৎ চন্দ বলেন, তাঁদের দাবি, সংবিধানে সব ধর্মের মানুষের এই দেশে সমান অধিকার আছে। ফলে কর্মের ক্ষেত্রে তার ধর্ম বিবেচ্য নয়।

পাগলিগঞ্জ ও দৌলতপুরে দক্ষিণ দিনাজপুর জার্নালিস্টস ক্লাবের শারদ উৎসব ২০০ জনের হাতে পুজোর সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১১ অক্টোবরঃ পুজোর আগে নতুন পোশাক। উৎসবের দিনগুলিতে একটু ভালো থাকার প্রস্তুতি। কিন্তু সবার কাছে সেই প্রস্তুতি সমান সহজ নয়। এই বাস্তবতার কথা মাথায় রেখেই এ বারও শারদ উৎসবের আয়োজন করল দক্ষিণ দিনাজপুর জার্নালিস্টস ক্লাব। রবিবার সকালে বালুরঘাট ব্লকের পাগলিগঞ্জ মথুরাপুর এবং বংশীহারী ব্লকের দৌলতপুরে সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দুই এলাকার মোট ২০০ জনের হাতে তুলে দেওয়া হল নতুন বস্ত্র ও পুজোর সাহায্য। দুই এলাকা। দু'টি পৃথক আয়োজন। যোগসূত্র একটাই সকলের সঙ্গে আনন্দ। উৎসবের আনন্দকে কেবল নিজের পরিসরে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যদের সঙ্গেও ভাগ করে নেওয়ার ভাবনা থেকেই 'শারদ উৎসব ২০২৬'-এর আয়োজন। পুজোর মুখে এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথাও তুলে ধরতে চেয়েছেন সংগঠনের সদস্যেরা। সাংবাদিকতার কাজ খবর সংগ্রহ ও পরিবেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ কি না সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বড় কোনও আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। কখনও কখনও কয়েকজন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগও সেই সম্পর্কের অন্য একটি দিক সামনে আনে। পাগলিগঞ্জ ও দৌলতপুরে

ক্লাবের এই কর্মসূচি তেমনই একটি উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সম্পাদক অনুপ সান্যাল সভাপতি শঙ্কর দাস-সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যেরা। সম্পাদক অনুপ সান্যাল বলেন, ''সকলের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়াই আমাদের শারদ উৎসবের মূল ভাবনা। পুজোর আনন্দ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।'' সভাপতি শঙ্কর দাসের কথায় ''সাংবাদিকতা শুধু খবর পরিবেশন নয় সামাজিক দায়বদ্ধতাও আমাদের কর্তব্য। প্রতি বছরের মতো এ বারও আমরা চেষ্টা করেছি মানুষের পাশে দাঁড়াতে। পুজোর আনন্দের কোনও নির্দিষ্ট পরিসর নেই। তার ভাগ কতটা ছড়িয়ে দেওয়া গেল সেটাই হয়ে ওঠে বড় কথা।'' পাগলিগঞ্জ ও দৌলতপুরে একই সকালে আয়োজিত এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সেই ভাবনাকেই সামনে রাখল দক্ষিণ দিনাজপুর জার্নালিস্টস ক্লাব।

হাওড়ার পাঁচলায় বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যু, সুইসাইড নোট উদ্ধার এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১১ অক্টোবরঃ হাওড়ার পাঁচলায় বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যু, সুইসাইড নোট উদ্ধার এলাকায় চাঞ্চল্য। বাড়ির সামনের যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদের জেরে আত্মঘাতী হওয়ার অভিযোগ উঠল এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। মৃতের নাম নির্মল খাটুয়া (৭৪)। ঘটনাটি পাঁচলার জুজারসাহা গ্রামের। পরিবারের অভিযোগ, প্রতিবেশীর পরিবারের সদস্যরা প্রায় ১৫ দিন আগে নির্মলবাবুর বাড়ির সামনের যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দেন। এরপর থেকেই দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ বাড়তে থাকে। অভিযোগ, বাধ্য হয়ে ঘুরপথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে হত বৃদ্ধকে। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসকের কাছে যাওয়া এবং আত্মীয়স্বজনের তাঁর বাড়িতে আসার ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হয়েছিল বলে দাবি পরিবারের। বিষয়টি নিয়ে বারবার প্রতিবেশীদের জানানো হলেও কোনও সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, এই পরিস্থিতির জেরেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন নির্মলবাবু। শনিবার গভীর রাতে নিজের বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে 'আত্মঘাতী' হন তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত্যুর আগে একটি সুইসাইড নোট লিখে গিয়েছেন বৃদ্ধ। সেই নোটে তিনজনের নাম রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাঁচলা থানার পুলিশ নোটটি উদ্ধার করেছে। রবিবার সকালে মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। বাড়িতে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পাঁচলা থানার পুলিশ ও র‍্যাফ। পরিবারের সদস্যরা ঘরের মধ্যে মৃতদেহ আটকে রাখেন বলে অভিযোগ। পুলিশ দেহ উদ্ধার করতে গেলে তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের লোকজন। রাস্তা বন্ধের অভিযোগ এবং বৃদ্ধের মৃত্যুর নেপথ্যে প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সুইসাইড নোটের বিষয়বস্তু ও পরিবারের অভিযোগ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ঘটনার সমস্ত দিক তদন্ত করে দেখছেন আধিকারিকরা।

জয়নগর-মজিলপুর স্টেশনে যাত্রীদের দাবি নিয়ে ডেপুটেশন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১১ অক্টোবরঃ যাত্রীদের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান এবং ন্যায্য দাবিদাওয়া পূরণের দাবিতে জয়নগর-মজিলপুর রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন সুপারিনটেনডেন্টের কাছে ডেপুটেশন দিল জয়নগর মজিলপুর রেলওয়ে স্টেশন যাত্রী সুরক্ষা কমিটি। রবিবার কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে যাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি সেগুলির দ্রুত সমাধানের দাবি জানানো হয়। এ দিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কমিটির মুখ্য আহ্বায়ক আইনজীবী বাপিন বৈদ্য, লেখক রাহুল চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ পাল-সহ বহু সাধারণ যাত্রী এবং কমিটির সদস্য সদস্যারা। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে এই ডেপুটেশন কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, ডেপুটেশন চলাকালীন স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট তাঁদের জানান, যাত্রীদের দাবিগুলি ইতিমধ্যেই ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম)-এর কাছে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি, জয়নগর মজিলপুর স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে টিকিট কাটার সুবিধার জন্য দুটি বৈদ্যুতিন টিকিট বিক্রয়যন্ত্র বসানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান। যত দ্রুত সম্ভব ওই প্ল্যাটফর্মে যন্ত্র দুটি বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। যাত্রী সুরক্ষা কমিটির মতে, প্রতিদিন বহু মানুষ এই স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেন। তাই যাত্রীদের সুবিধা, পরিষেবার উন্নতি এবং দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির সমাধান অত্যন্ত জরুরি। তাঁদের দাবি, রেলযাত্রীদের দৈনন্দিন দুর্ভোগ কমাতে সংশ্লিষ্ট রেল কর্তৃপক্ষকে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। কমিটির পক্ষ থেকে আর ও জানানো হয়েছে, আগামী দিনে সাধারণ যাত্রীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তাঁদের দাবির সমর্থনে ডিআরএমের দপ্তরে ফের ডেপুটেশন দেওয়া হবে। যাত্রীদের স্বার্থ রক্ষা এবং ন্যায্য দাবি গুলি আদায়ের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন ও প্রচার কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে। যাত্রীদের সমস্যা সমাধানে রেল কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ করবে, এমনটাই আশা জয়নগর মজিলপুর রেলওয়ে স্টেশন যাত্রী সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের।

স্বাধীনতার পর কয়েক হাজার মানুষের 'চোর' অপবাদ ঘুচতে চলেছে!

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদঃ উৎসবের মরশুমে এবার 'বৈধ' আলোয় ঝলমল করে উঠবে, মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ব্লকের অন্তর্গত আঁধুয়া গ্রাম। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর দেশের বেশিরভাগ গ্রামে ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ চলে এলেও এক অদ্ভুত কারণে এই গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ এতদিন টাকা দিয়ে বিদ্যুৎ নিতে রাজি ছিলেন না। অভিযোগ, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ 'চুরি' করে বিদ্যুৎ নিতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবে রাজ্য সরকার পরিবর্তনের পর কেন্দ্র এবং রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে, ফরাক্কার আঁধুয়া গ্রামে এনটিপিসি কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ও রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের উদ্যোগে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিদ্যুতের খুঁটি এবং বিদ্যুবাহী তার। এরফলে উৎসবের মরশুমে গোটা গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ 'চোরের' অপবাদ ঘুচিয়ে এবার টাকা দিয়েই বিদ্যুৎ নেবেন। আলোয় ঝলমল করে উঠবে গোটা গ্রাম। ২১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ফরাক্কা এনটিপিসি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ১৯৮৬ সালে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এখানে বর্তমানে ছ'টি ইউনিট চালু রয়েছে। আঁধুয়া গ্রামের বেশ কিছু বাসিন্দা দাবি করেন, প্রায় ৪০ বছর আগে যখন এনটিপিসি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয় সেই সময়ে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা জমি দান করেছিলেন। এই প্রকল্পে জমি দান করার জন্য সেই সময় বেশ কিছু পরিবারের সদস্যকে চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। এনটিপিসি প্রকল্পে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু গেলে আশেপাশের এলাকা সহ সংলগ্ন আঁধুয়া গ্রাম আলোকিত করার জন্য এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ রাস্তার ধারে পথবাতি বসিয়ে দিয়েছিলেন। এই পথবাতি বসানোর জন্য যে বিদ্যুতের তার এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ লাগিয়েছিলেন পরবর্তীকালে আঁধুয়া গ্রামের বেশিরভাগ বাসিন্দা সেখান থেকে 'হুকিং' করে নিজেদের বাড়িতে বিদ্যুৎ নিতে শুরু করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা দাবি করতে শুরু করেন এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ আঁধুয়া গ্রামে বিনামূল্যে সমস্ত পরিবারকে বিদ্যুৎ দিতে বাধ্য। যদিও প্রথম থেকেই এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ বলে আসছিলেন তারা সরাসরি কোনও পরিবারকে বিদ্যুৎ বিক্রি করতে পারেন না। সেই কারণে আঁধুয়া গ্রামের কোনও বাড়িতে বিদ্যুতের মিটার সংযোগও তাদের তরফ থেকে দেওয়া হয়নি। এতদিন বেআইনিভাবে 'হুকিং' বেশিরভাগ গ্রামবাসী নিজেদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে এসি, ফ্রিজ সহ দৈনন্দিন সমস্ত কাজ চালিয়ে এসেছিলেন। এর ফলে প্রত্যেক মাসে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে এনটিপিসি কর্তৃপক্ষকে। যদিও রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের খাতায় 'বিদ্যুৎবিহীন' গ্রাম হিসেবে থেকে গিয়েছে আঁধুয়া। অভিযোগ উঠেছে গ্রামবাসীরা এইভাবে বেআইনি বিদ্যুৎ নেওয়ার কারণে দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দারা প্রায় সারা বছরই 'লো ভোল্টেজের' সমস্যায় ভুগতেন। এই কারণে বছরখানেক আগেই আঁধুয়া দক্ষিণপাড়ার কয়েক'শ পরিবার বিদ্যুৎ দপ্তরে আবেদন করে বৈধভাবে বিদ্যুতের সংযোগ নিয়ে নিয়েছেন। এরফলে দক্ষিণপাড়া লোকেদেরকে আর 'লো ভোল্টেজের' সমস্যায় ভুগতে হয় না। যদিও উত্তর এবং মধ্যপাড়ার সমস্যা এখনও রয়ে গিয়েছে। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পরেই এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর আঁধুয়া গ্রামের সমস্ত পরিবার যাতে বৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে পারেন সেই বিষয়ে উদ্যোগে হন। সূত্রের খবর, এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই ওই গ্রামে বিদ্যুতের খুঁটি এবং তার বসাতে ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে এবং রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর বাকি পরিকাঠামোগত কাজ দ্রুত গতিতে করছে। ইতিমধ্যেই আঁধুয়া গ্রামের বেশিরভাগ অংশই বিদ্যুতের খুঁটি লাগানোর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। সকলের আশা উৎসবের মরশুমে 'বৈধ' আলোয় ঝলমল করে উঠবে আঁধুয়া গ্রামের প্রতিটি বাড়ি। বেনিয়াগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা আঁধুয়া গ্রামের বাসিন্দা জাকির হোসেন বলেন, ''এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ গ্রামের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের তার নিয়ে গেলেওকোনও ট্রান্সফরমার বসায়নি, 'থ্রি ফেজ' লাইন দিয়ে রেখে দিয়েছিল। কিছু লোক মনে করেন তাঁরা এনটিপিসি থেকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পাওয়ার যোগ্য, তাঁরাই এনটিপিসির লাইন থেকে নিজেদের বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগ নিয়েছিলেন। তবে এখন বেশিরভাগ মানুষই বৈধভাবে বিদ্যুৎ নেওয়ার জন্য আবেদন করে ফেলেছেন। আমরা আশাবাদী খুব শীঘ্রই আমাদের বাড়িতে মিটার সংযোগ থেকে বিদ্যুতের বিদ্যুৎ পেয়ে যাব।'' ফরাক্কার বাসিন্দা তথা বিজেপির মালদা (দক্ষিণ) সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক অয়ন ঘোষ বলেন, ''ওই গ্রামে বিদ্যুৎ নিয়ে দীর্ঘদিনের একটা সমস্যা ছিল। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার গ্রামে বিদ্যুতের পোল ও তার লাগানো শুরু করেছে। এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন ওই গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেবেন এবং নিয়মিত সেখানকার মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য শিবির করা হবে।'' রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী গার্গী দাস ঘোষ বলেন, ''আগের সরকারের আমলে কী হয়েছে আমরা জানিনা। আমাদের সরকার কোনও অবৈধ কাজে মদত দেবে না, 'হুকিং' করে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ নেওয়া বরদাস্ত করা হবে না।'' তিনি বলেন, ''আমার মনে হয় ওই গ্রামের বাসিন্দারা এতদিন কোনও ভুল ধারণা থেকে মনে করতেন তাঁরা আজীবন বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পাওয়ার যোগ্য। নিশ্চয়ই তাঁরা জমি দেওয়ার জন্য এনটিপিসি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। বৈধভাবে বিদ্যুৎ নিলে সরকারের ঘরে যেমন রাজস্ব ঢুকবে তেমনই গ্রামবাসীরা লোভোল্টেজের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন এবং বিদ্যুৎ দপ্তররে অন্যান্য সুবিধা পাবেন। বিদ্যুৎ দপ্তর ওই গ্রামে প্রত্যেক বাড়িতে বৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজ করছে। আমরা আশাবাদী উৎসবের মরশুমে সকলের বাড়ি বৈধ-বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করে উঠবে।''

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সৌমেন্দ্র সোম, পিতা- শঙ্কর কুমার সোম, ২০২৬ সালে D.S.R.-I হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৫৩৪২নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ২২৪২/২০২৬ (D.S.R.-I হাওড়া) এবং ০৫৯৮২/২০২৫নং (D.S.R.- II হাওড়া) আমমোক্তার (রাজকুমার মিত্র এবং মনসা মালিক) দলিল দ্বারা মৌজা- বাইগাছি (১২), হাল- ১৫৬২, ৫১৪/১নং, খতিয়ানে, সাবেক ও হাল- ২০৫ এবং ২০৬নং দাগে মোট ৭.৭৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল তৃপ্তি মণ্ডল, স্বামী- হারাধন মণ্ডল, ২০২৫ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৫০৪০২৮২৪নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ০৫০৪০৪৩২৬/২০২৩নং (A.D.S.R. ডোমজুড়) আমমোক্তার (বাবুরাম দত্ত এবং বনমালা দত্ত) দলিল দ্বারা মৌজা- পার্ব্বতীপুর (০৮), হাল- ২৫০৩, ২৩৪৯নং, খতিয়ানে, সাবেক- ২০০৩নং, হাল- ২০৩৪নং দাগে মোট ৪.৯৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট

NAME CHANGE

I, Khalil Sk (Old Name) S/O–Manaruddin Sk resident of Bejpara Soluadanga, Bhatpara Charaktala, Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Khalil Sk to Abdul Khalil Sk and henceforth I shall be known as Abdul Khalil Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 09/10/2026 . My name Abdul Khalil Sk & Khalil Sk both are same and one identical person.

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং.-
01-HQWORKS-2026

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে, গোরক্ষপুরের এক্সেন/ট্র্যাক নিম্নলিখিত কাজের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারের মাধ্যমে 'উন্মুক্ত দরপত্র' আহ্বান করছেন দরপত্রটি ০২.১১.২০২৬ তারিখে ১৫:০০ ঘটিকায় খোলা হবে।

ক্রমিক নং ১। কাজের নামঃ আইএস ৩৭০৩:২০০৪ এবং আরডিএসও/লখনউ-এর সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুযায়ী ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডেড রেল জয়েন্টের ম্যাগনেটিক পার্টিকেল টেস্টিং (এমপিটি) সম্পাদন। আনুমানিক পরিমাণঃ শিডিউল বা তালিকা অনুযায়ী। আনুমানিক মূল্যঃ ₹২২,০৩,১৪০.০০ (বাইশ লক্ষ তিন হাজার একশ চল্লিশ টাকা মাত্র)। আর্নস্ট মানি বা জামানত (টাকায়)ঃ ₹৪৪,১০০.০০, টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ শূন্য, কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমাঃ ১২ মাস।

● ওয়েবসাইটে টেন্ডার আপলোডের তারিখ- ০৯.১০.২০২৬ ● টেন্ডার খোলার তারিখ- ০২.১১.২০২৬, ১৫:০০ ঘটিকায়। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, যোগ্যতার মানদণ্ড এবং শর্তাবলী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

এক্সেন/ট্র্যাক
CPRO/W-374 গোরক্ষপুর

কখনও ট্রেনের ছাদ বা ফুটবোর্ডে ভ্রমণ করবেন না।

Office Of The
BASUBATI GRAM PANCHAYAT
Singur Development Block
BASUBATI, SINGUR, HOOGHLY

e-TENDER NOTICE

Memo No.: 165/BGP/2026 Date: 09/10/2026

Percentage rate e-tenders are hereby invited by the undersigned from the bonafide and experienced contractors for 3 (three) nos of work. Source of Fund: 15th CFC TIED (2025-26). Bid Submission closing date (online) **30/10/2026 at 10:00 AM.** Bid opening date for Technical Proposals: **02/11/2026 at 10:00 AM.** For details please visit **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- **Executive Assistant**
Basubati Gram Panchayat

অফিসার হিসেবে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিন

JOIN INDIAN ARMY AS A OFFICER

www.joinindianarmy.nic.in

কমিশন অফিসার

10+2 টেকনিক্যাল এন্ট্রি স্কিম (TES)-57 কোর্সের (জুলাই 2027) জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। 14 অক্টোবর 2026 থেকে 12 নভেম্বর 2026 পর্যন্ত **www.joinindianarmy.nic.in**-এ অনলাইনে আবেদন করা যাবে। TES-57 কোর্সের জন্য JEE Mains 2026 পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। এটি 12 শ্রেণিতে PCM (পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত) বিষয়ে ন্যূনতম 60% নম্বর থাকার শর্তের অতিরিক্ত একটি আবশ্যিক শর্ত।

COMMISSIONED OFFICER

Applications are invited for 10+2 TES-57 course (Jul 2027). Online application will open on **www.joinindianarmy.nic.in** from B JEE (Mains) 2026 is mandatory for TES-57 course. This is in addition to the criteria of minimum 60% marks in PCM (physics, chemistry and mathematics) in class 12th.

দ্রষ্টব্যঃ

১. সেনাবাহিনীতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়। দালালদের থেকে সতর্ক থাকুন।

২. বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তির জন্য www.joinindianarmy.nic.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

Note:

1. Recruitment in the army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, visit www.joinindianarmy.nic.in

cbc 10601/11/0032/2627

IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড। CIN: L67100MH1995PLC093797
নিবন্ধিত কার্যালয়: IIFL হাউস, সান ইনফোটেক পার্ক, রোড নং 16V, প্লট নং B-23, থানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ওয়াগলে এস্টেট, থানে - 400604
টেলিফোন: 022-41035000 • ফ্যাক্স: 022-25806654 • টোল-ফ্রি: 1860-267-3000
ই-মেল: gold-helpline@iifl.com • ওয়েবসাইট: www.iifl.com

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি – বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের নিলাম

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") এখানে উল্লিখিত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের একটি সর্বজনীন নিলামের আয়োজন করবে। ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ উপলব্ধ যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে নিলাম-সংক্রান্ত নোটিশ ও অনুস্মারক প্রেরণ করা সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ পরিশোধ বা নিয়মিত করেননি। এই নিলাম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা প্রযোজ্য নির্দেশাবলি ("RBI নির্দেশনাবলী"), ঋণচুক্তির শর্তাবলি এবং IIFL-এর পরিচালনা পর্ষদ-অনুমোদিত স্বর্ণঋণ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে।

নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান: সর্বজনীন নিলাম **20.10.2026** তারিখে **সকাল 10:00টা** থেকে IIFL-এর নিম্নলিখিত শাখায় অনুষ্ঠিত হবে – **পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, 1ম তলা, ডেবরা, পো - পিএস - ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর-721126**
এই নিলাম একই জেলার অন্তর্গত ঋণদানকারী শাখাসমূহের ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বর্ণঋণ হিসাবের বিবরণ: ঋণ হিসাব নম্বরসমূহ- GL35387848, GL37388079, GL39785748, GL39819777, GL40406468, GL40860348, GL40879888, GL41064317, GL41145149, GL41273957, GL41276045, GL41298846, GL41425585, GL41501878, GL41577713, GL41702291, GL41753333, GL41790710, GL41802226, GL41808518, GL41853630, GL41878346, GL41882032, GL42221368, GL42304495, GL42333482, GL42449311, GL42460096, GL42463760, GL42474020, GL42513537, GL42540346, GL42540555, GL42543398, GL42586583, GL42693201, GL42727244, GL42735514, GL42810005, GL42818139, GL42919047, GL42924427, GL42927823, GL42933353, GL43003286, GL43157985, GL43162936, GL43216827, GL43229728, GL43251313, GL43253480, GL43455994, GL43513716, GL43514379, GL43611814, GL43656499, GL43687734, GL43704595, GL43767686, GL43767916, GL43797839, GL43870232, GL44247376, GL44247534, GL44255592, GL44289470, GL44311839, GL44317583, GL44350032, GL44460166, GL44539542, GL44592181, GL44600054, GL44610613, GL44626964, GL44679665, GL44845615, GL44846163, GL44891469, GL44898038, GL45058881, GL45059046, GL45081626, GL45259165, GL45312387, GL45578005, GL45676687, GL45676801, GL45680419, GL45727168, GL45757197, GL45813091, GL45817501, GL45975096, GL45990524, GL46009018, GL46009710, GL46120663, GL46202181, GL46278502, GL46291539, GL46297349, GL46307996, GL46360754, GL46373957, GL46377126, GL46433477, GL46438085, GL46550115, GL46623096, GL46735157, GL46834374, GL46838418, GL46930897, GL46985706, GL46987170, GL47030626, GL47042393, GL47113579, GL47113947, GL47121124, GL47135067, GL47275093, GL47292945, GL47304657, GL47401114, GL47408812, GL47495031, GL47495274, GL47584370, GL47675279, GL47823813, GL47829789, GL47830499, GL47898054, GL47929592, GL47951510, GL48124733, GL48240263, GL48270036, GL48318998, GL48378204, GL49018594, GL49145489, GL49146998, GL49147566, GL49439880, GL49786374, GL49864173, GL50063620, GL50496813, GL50567083, GL50571690, GL50730079, GL51371618, GL51795060, GL35260565, GL35261445, GL35262347, GL35266566, GL35463140, GL35564137, GL35623271, GL35720643, GL35724516, GL35725891, GL35737299, GL35771149, GL35775182, GL35850621, GL35867353, GL35963337, GL36108675, GL36108828, GL37097120, GL37218873, GL37250743, GL37394667, GL37629189, GL37748444, GL37769530, GL37884793, GL37911777, GL37911897, GL37937730, GL38164827, GL38310447, GL38445308, GL38446566, GL38448602, GL38572880, GL38579308, GL38758709, GL38778753, GL38780374, GL38826001, GL38841216, GL38871282, GL39131611, GL39146283, GL39276277, GL39508750, GL39582648, GL39864225, GL39890931, GL40064831, GL40143756, GL40147264, GL40165090, GL40173317, GL40221675, GL40384333, GL40666833, GL40670142, GL40684587, GL40685182, GL40697914, GL40895594, GL41006901, GL41076813, GL41152617, GL41171475, GL41289010, GL41322305, GL41348787, GL41376986, GL41563116, GL41578212, GL41588366, GL41617862, GL41762851, [illegible] GL46331499, GL46359517, GL46361237, GL46364235, GL46428932, GL46438927, GL46450181, GL46456891, GL46515579, GL46517092, GL46518097, GL46532308, GL46551285, GL46556589, GL46601647, GL46628843, GL46634568, GL46730532, GL46732188, GL46756999, GL46869330, GL46869658, GL46886418, GL46899025, GL46908234, GL46925980, GL47030096, GL47045171, GL47142289, GL47149744, GL47179577, GL47182036, GL47184862, GL47196859, GL47199435, GL47199535, GL47231686, GL47279313, GL47280890, GL47366971, GL47417488, GL47497571, GL47497916, GL47639094, GL47841018, GL47844362, GL47856991, GL47932087, GL47936214, GL47947639, GL48028612, GL48159553, GL48199096, GL48212699, GL48340763, GL48414760, GL48423012, GL48443213, GL48445039, GL48576727, GL48785435, GL48935422, GL48950200, GL48955904, GL48956274, GL48969147, GL48985973, GL49006881, GL49011868, GL49012060, GL49052656, GL49209882, GL49237039, GL49344947, GL49466280, GL50184867, GL50768277, GL50968213, GL51756341.

খেলাপি ঋণগ্রহীতার/ঋণগ্রহীতাদের নাম, বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখার ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখা এবং উপরোক্ত নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত রয়েছে। এছাড়াও, IIFL-এর কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে অথবা www.iifl.com ওয়েবসাইট থেকে এ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

নিলামের পূর্বে ঋণ পরিশোধের অধিকার: ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীরা নিলামের তারিখ পর্যন্ত যেকোনো সময় ঋণচুক্তি এবং মূল তথ্যাবলীর বিবরণী (KFS)-এ উল্লিখিত হালনাগাদ সুদ ও প্রযোজ্য চার্জসহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করে ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব নিলাম থেকে প্রত্যাহার করা হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে বা তার পরে যেসব ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করা হবে, সেসব হিসাব থেকে প্রকাশনা-সংক্রান্ত আনুপাতিক ব্যয় আদায় করা হবে।

মৃত ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে: ঋণগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করে থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি এবং নিলামের শর্তাবলি তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সংরক্ষিত মূল্য: নিলামটি স্বর্ণ জামানতের বর্তমান মূল্যের ন্যূনতম 90% (যেসব ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে নিলাম দুইবার ব্যর্থ হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে 85%) সংরক্ষিত মূল্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই মূল্য RBI Directions অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

বিক্রয়ের ভিত্তি: নিলাম "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী দরদাতাদের বিড করার আগে প্রদর্শিত স্বর্ণ জামানতের বিবরণ পরীক্ষা করে নিজ দায়িত্বে সন্তুষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থগিতকরণ/প্রত্যাহার: ঋণ পরিশোধ বা ঋণ হিসাব নিয়মিতকরণ, কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ, অথবা পরিচালনাগত প্রয়োজনসহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কারণবশত IIFL নিলাম স্থগিত করতে বা নিলাম থেকে কোনো ঋণ হিসাব প্রত্যাহার করতে পারে।

নিলামের তারিখ বা স্থান পরিবর্তন হলে, তা নিলাম কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় প্রদর্শন করা হবে।

যদি এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে IIFL তার নিজস্ব বিবেচনায় যথাযথ নোটিশ প্রদানপূর্বক একই জেলা বা পার্শ্ববর্তী জেলায় পরবর্তী কোনো তারিখে নিলাম পরিচালনা বা অব্যাহত রাখতে পারে, অথবা অনলাইন নিলাম আয়োজন করতে পারে।

স্বার্থের সংঘাতের অনুপস্থিতি: RBI নির্দেশাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে IIFL এবং তার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ নিলামে অংশগ্রহণ করবে না।

নিলামলব্ধ অর্থ: নিলামে প্রাপ্ত মূল্য এবং সমন্বয়কৃত বকেয়ার পূর্ণ বিবরণ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকলে, নিলামলব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির 7 কার্যদিবসের মধ্যে (ঋণগ্রহীতার ব্যাংক-হিসাবের তথ্য উপলব্ধ থাকা সাপেক্ষে) তা ফেরত প্রদান করা হবে। তাই ঋণগ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় তাঁদের সর্বশেষ ব্যাংক-হিসাবের তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ঘাটতি থাকলে, তা ঋণচুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

বিস্তারিত তথ্য এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় (ঋণ হিসাবের তালিকার সঙ্গে প্রদর্শিত ঠিকানায়) যোগাযোগ করুন অথবা IIFL কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: 12.10.2026
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড

NAME CHANGE

I, Nur Mahammad Sk (Old Name) S/O–Sekh Chhader resident of Matiar, Kaliganj, Nadia, West Bengal, Pin-741153 do hereby declared that I have changed my name from Nur Mahammad Sk to Sekh Nurmahammad and henceforth I shall be known as Sekh Nurmahammad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/10 / 2026. My name Sekh Nurmahammad & Nur Mahammad Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nur Mahammad (Old Name) S/O–Md Keamat Sekh resident of Raipur, Paglachandi, Kaliganj, Nadia, West Bengal, Pin-741181 do hereby declared that I have changed my name from Nur Mahammad to Nur Mohammed Sk and henceforth I shall be known as Nur Mohammed Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Executive Magistrate 1 St Class court on 14/09 / 2026.. My name Nur Mohammed Sk & Nur Mahammad both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Gulfa Begam (Old Name) W/O–Nur Mohammed Sk resident of Raipur, Paglachandi, Kaliganj, Nadia, West Bengal, Pin-741181 do hereby declared that I have changed my name from Gulfa Begam to Gulfa Begum and henceforth I shall be known as Gulfa Begum (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Executive Magistrate 1 St Class court on 14/09 / 2026. My name Gulfa Begum & Gulfa Begam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Amod Ali (Old Name) S/O–Najar Ali resident of Benipur, Salepur, Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742140 do hereby declared that I have changed my name from Amod Ali to Seikh Amed Ali and henceforth I shall be known as Seikh Amed Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/10 / 2026. My name Seikh Amed Ali & Amod Ali both are same and one identical person.

IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড। CIN: L67100MH1995PLC093797
নিবন্ধিত কার্যালয়: IIFL হাউস, সান ইনফোটেক পার্ক, রোড নং 16V, প্লট নং B-23, থানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ওয়াগলে এস্টেট, থানে - 400604 • টেলিফোন: 022-41035000 • ফ্যাক্স: 022-25806654
• টোল-ফ্রি: 1860-267-3000 • ই-মেল: gold-helpline@iifl.com • ওয়েবসাইট: www.iifl.com

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি – বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের নিলাম

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") এখানে উল্লিখিত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের একটি সর্বজনীন নিলামের আয়োজন করবে। ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ উপলব্ধ যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে নিলাম-সংক্রান্ত নোটিশ ও অনুস্মারক প্রেরণ করা সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ পরিশোধ বা নিয়মিত করেননি। এই নিলাম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা প্রযোজ্য নির্দেশাবলি ("RBI নির্দেশনাবলী"), ঋণচুক্তির শর্তাবলি এবং IIFL-এর পরিচালনা পর্ষদ-অনুমোদিত স্বর্ণঋণ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে।

নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান: সর্বজনীন নিলাম **20.10.2026** তারিখে **সকাল 10:00টা** থেকে IIFL-এর নিম্নলিখিত শাখায় অনুষ্ঠিত হবে – **বীরভূম-বোলপুর জিএল, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, 1ম তলা, বোলপুর শ্রীনিকেতন রোড, পো এবং পিএস - বোলপুর, জেলা - বীরভূম, সিপিআইএম পার্টি অফিসের পাশে, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - 731204**
এই নিলাম একই জেলার অন্তর্গত ঋণদানকারী শাখাসমূহের ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বর্ণঋণ হিসাবের বিবরণ: ঋণ হিসাব নম্বরসমূহ- GL22547904, GL35300236, GL35325033, GL35390082, GL35400966, GL35457241, GL35528076, GL35697739, GL35905004, GL36030754, GL36048285, GL36202256, GL37662987, GL38171171, GL38292206, GL38455871, GL38632446, GL38725221, GL38854236, GL38874116, GL39533917, GL39629250, GL39657001, GL39796215, GL40038786, GL40232204, GL40312720, GL40319152, GL40423656, GL40506375, GL40535991, GL40538820, GL40585995, GL40614325, GL40702655, GL40736006, GL40750863, GL40769211, GL40801793, GL40846785, GL40980337, GL40999283, GL41123506, GL41194008, GL41275121, GL41317390, GL41340366, GL41344586, GL41359005, GL41403366, GL41423844, GL41435049, GL41470242, GL41498698, GL41579098, GL41607484, GL41636613, GL41666826, GL41687662, GL41710039, GL41757480, GL41770333, GL41798813, GL41821345, GL41831697, GL41834047, GL41840726, GL41846052, GL41864277, GL41871374, GL41932288, GL41939807, GL41959011, GL41984536, GL41990535, GL42028625, GL42042043, GL42052292, GL42067136, GL42067651, GL42085520, GL42133493, GL42135893, GL42157541, GL42169587, GL42169811, GL42187380, GL42188349, GL42195360, GL42199345, GL42206056, GL42207239, GL42223928, GL42225206, GL42242676, GL42260754, GL42262937, GL42267361, GL42296812, GL42297117, GL42309879, GL42312685, GL42334699, GL42378067, GL42439770, GL42453800, GL42461322, GL42489562, GL42499078, GL42585558, GL42651060, GL42685897, GL42793883, GL42889248, GL42958884, GL42994786, GL43001416, GL43022174, GL43060009, GL43138045, GL43152644, GL43175035, GL43175052, GL43267612, GL43400802, GL43550097, GL43558669, GL43579475, GL43583251, GL43723177, GL43772351, GL43775506, GL43858018, GL43974162, GL43974796, GL44126792, GL44237502, GL44274957, GL44291611, GL44302489, GL44304169, GL44304237, GL44355143, GL44357703, GL44515151, GL44528162, GL44530469, GL44563488, GL44677024, GL44682206, GL44701401, GL44759098, GL44770919, GL44904492, GL44942286, GL44962820, GL45055994, GL45085021, GL45116029, GL45119866, GL45131838, GL45187219, GL45203077, GL45264472, GL45275683, GL45287736, GL45316769, GL45317630, GL45317977, GL45328603, GL45328737, GL45334458, GL45337057, GL45338323, GL45363280, GL45375963, GL45392069, GL45393258, GL45401821, GL45448484, GL45472101, GL45479241, GL45490731, GL45499482, GL45504362, GL45514326, GL45522968, GL45530315, GL45544213, GL45548952, GL45553207, GL45569501, GL45579103, GL45610486, GL45635306, GL45642193, GL45670304, GL45723936, GL45737518, GL45759986, GL45772820, GL45793387, GL45844897, GL45922681, GL45987501, GL45991611, GL46034904, GL46036518, GL46037523, GL46038061, GL46038314, GL46040132, GL46047420, GL46080087, GL46095967, GL46152699, GL46162403, GL46194633, GL46213909, GL46222737, GL46230543, GL46235009, GL46236993, GL46284585, GL46290056, GL46290391, GL46292161, GL46327298, GL46358414, GL46359248, GL46373977, GL46395382, GL46396891, GL46429574, GL46437471, GL46439865, GL46445773, GL46447934, GL46447936, GL46471469, GL46587850, GL46592811, GL46692709, GL46716358, GL46747416, GL46750688, GL46755584, GL46814404, GL46864030, GL46900442, GL46901243, GL47004096, GL47009613, GL47028289, GL47029408, GL47042225, GL47048340, GL47052907, GL47106799, GL47202675, GL47244184, GL47266810, GL47276621, GL47358529, GL47395111, GL47519419, GL47657090, GL47800910, GL47804458, GL47812180, GL47914407, GL47976424, GL47983576, GL47988950, GL47994130, GL48007793, GL48028039, GL48065720, GL48084572, GL48110853, GL48179939, GL48198793, GL48243492, GL48243707, GL48262094, GL48314377, GL48324412, GL48367328, GL48376963, GL48401117, GL48444184, GL48450960, GL48453112, GL48577920, GL48696110, GL48703317, GL48718534, GL49140549, GL49175698, GL49378071, GL49475819, GL49500533, GL49667828, GL50024849, GL50067189, GL50290566, GL50462082, GL50490482, GL50560655, GL50578259, GL50596731, GL50678415, GL50771164, GL50775950, GL51191915, GL51212681, GL51322437, GL51456511, GL51501941, GL51857626, GL35833425, [illegible] GL44132581, GL44246218, GL44282161, GL44329005, GL44341819, GL44358843, GL44373826, GL44441907, GL44456366, GL44479550, GL44493609, GL44494921, GL44495206, GL44495334, GL44507398, GL44514504, GL44517940, GL44541907, GL44569569, GL44580346, GL44596935, GL44635302, GL44711606, GL44713206, GL44717259, GL44741963, GL44765677, GL44779161, GL44800780, GL44805359, GL44831346, GL44832573, GL44844727, GL44845293, GL44935212, GL44939230, GL44954682, GL44993557, GL45018245, GL45025281, GL45028156, GL45035253, GL45113195, GL45124253, GL45131588, GL45153282, GL45229272, GL45297149, GL45333515, GL45343435, GL45397534, GL45427157, GL45448774, GL45453804, GL45467299, GL45475959, GL45485784, GL45502704, GL45557704, GL45563081, GL45563086, GL45563101, GL45575423, GL45608618, GL45672094, GL45714674, GL45728637, GL45750992, GL45801075, GL45801399, GL45818148, GL45834929, GL45845429, GL45861562, GL45895263, GL45920454, GL45937030, GL45971477, GL45984013, GL46001618, GL46018110, GL46030765, GL46054333, GL46054575, GL46073668, GL46093580, GL46107861, GL46108505, GL46108730, GL46108772, GL46151227, GL46159240, GL46202107, GL46202933, GL46209643, GL46220913, GL46221638, GL46275782, GL46320434, GL46348323, GL46348649, GL46366749, GL46398027, GL46408390, GL46440172, GL46458981, GL46502431, GL46539392, GL46541287, GL46546637, GL46564903, GL46578558, GL46581784, GL46587097, GL46590726, GL46625095, GL46627494, GL46740748, GL46772552, GL46793237, GL46814369, GL46814594, GL46815706, GL46827773, GL46872324, GL46888990, GL46904215, GL46946043, GL46971401, GL46982691, GL46993657, GL46998954, GL47040274, GL47041517, GL47071369, GL47108619, GL47121753, GL47291806, GL47319488, GL47384146, GL47384170, GL47406801, GL47420128, GL47433223, GL47519482, GL47532065, GL47541115, GL47593586, GL47593786, GL47593980, GL47614603, GL47650501, GL47699352, GL47750187, GL47806990, GL47865070, GL47931891, GL47938568, GL47943958, GL47946252, GL47955717, GL48071927, GL48072954, GL48085632, GL48109952, GL48178943, GL48223001, GL48228715, GL48249405, GL48267274, GL48273479, GL48276053, GL48296358, GL48297156, GL48298031, GL48313427, GL48334560, GL48370093, GL48384635, GL48425590, GL48443858, GL48448135, GL48582470, GL48624899, GL48906464, GL48981892, GL48982277, GL49033980, GL49070253, GL49075603, GL49085718, GL49383475, GL49417838, GL49444873, GL49457339, GL49479910, GL49484649, GL49538580, GL49697604, GL49838526, GL49903339, GL50137004, GL50243440, GL50334468, GL50341960, GL50346667, GL50516688, GL51041870, GL51102446, GL51108026, GL51420320, GL51442744, GL51522992, GL51628582.

খেলাপি ঋণগ্রহীতার/ঋণগ্রহীতাদের নাম, বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখার ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখা এবং উপরোক্ত নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত রয়েছে। এছাড়াও, IIFL-এর কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে অথবা www.iifl.com ওয়েবসাইট থেকে এ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

নিলামের পূর্বে ঋণ পরিশোধের অধিকার: ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীরা নিলামের তারিখ পর্যন্ত যেকোনো সময় ঋণচুক্তি এবং মূল তথ্যাবলীর বিবরণী (KFS)-এ উল্লিখিত হালনাগাদ সুদ ও প্রযোজ্য চার্জসহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করে ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব নিলাম থেকে প্রত্যাহার করা হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে বা তার পরে যেসব ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করা হবে, সেসব হিসাব থেকে প্রকাশনা-সংক্রান্ত আনুপাতিক ব্যয় আদায় করা হবে।

মৃত ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে: ঋণগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করে থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি এবং নিলামের শর্তাবলি তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সংরক্ষিত মূল্য: নিলামটি স্বর্ণ জামানতের বর্তমান মূল্যের ন্যূনতম 90% (যেসব ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে নিলাম দুইবার ব্যর্থ হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে 85%) সংরক্ষিত মূল্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই মূল্য RBI Directions অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

বিক্রয়ের ভিত্তি: নিলাম "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী দরদাতাদের বিড করার আগে প্রদর্শিত স্বর্ণ জামানতের বিবরণ পরীক্ষা করে নিজ দায়িত্বে সন্তুষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থগিতকরণ/প্রত্যাহার: ঋণ পরিশোধ বা ঋণ হিসাব নিয়মিতকরণ, কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ, অথবা পরিচালনাগত প্রয়োজনসহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কারণবশত IIFL নিলাম স্থগিত করতে বা নিলাম থেকে কোনো ঋণ হিসাব প্রত্যাহার করতে পারে।

নিলামের তারিখ বা স্থান পরিবর্তন হলে, তা নিলাম কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় প্রদর্শন করা হবে।

যদি এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে IIFL তার নিজস্ব বিবেচনায় যথাযথ নোটিশ প্রদানপূর্বক একই জেলা বা পার্শ্ববর্তী জেলায় পরবর্তী কোনো তারিখে নিলাম পরিচালনা বা অব্যাহত রাখতে পারে, অথবা অনলাইন নিলাম আয়োজন করতে পারে।

স্বার্থের সংঘাতের অনুপস্থিতি: RBI নির্দেশাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে IIFL এবং তার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ নিলামে অংশগ্রহণ করবে না।

নিলামলব্ধ অর্থ: নিলামে প্রাপ্ত মূল্য এবং সমন্বয়কৃত বকেয়ার পূর্ণ বিবরণ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকলে, নিলামলব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির 7 কার্যদিবসের মধ্যে (ঋণগ্রহীতার ব্যাংক-হিসাবের তথ্য উপলব্ধ থাকা সাপেক্ষে) তা ফেরত প্রদান করা হবে। তাই ঋণগ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় তাঁদের সর্বশেষ ব্যাংক-হিসাবের তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ঘাটতি থাকলে, তা ঋণচুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

বিস্তারিত তথ্য এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় (ঋণ হিসাবের তালিকার সঙ্গে প্রদর্শিত ঠিকানায়) যোগাযোগ করুন অথবা IIFL কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: 12.10.2026
স্থান: বীরভূম
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড

দুরন্ত বার্তা

NAME CHANGE

I, Sorifa Bibi (Old Name) W/O-Md Kamaluddin Sarkar resident of Nazarana, Babaltali, Raninagar, Murshidabad, West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Sorifa Bibi to Sorifa Khatun and henceforth I shall be known as Sorifa Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/10 / 2026. My name Sorifa Khatun & Sorifa Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kamaluddin Sarkar (Old Name) S/O–Md Joinuddin Sarkar resident of Nazarana, Babaltali, Raninagar, Murshidabad, West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Kamaluddin Sarkar to Md Kamaluddin Sarkar and henceforth I shall be known as Md Kamaluddin Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/10 / 2026. My name Md Kamaluddin Sarkar & Kamaluddin Sarkar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sheikh Ansar Ali (Old Name) S/o Sk Kazehar Ali Residing at 7, Imdad Ali Lane, P.o - Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sheikh Ansar Ali (Old Name) to Sk Ansar Ali (New Name) and henceforth I shall be known as Sk Ansar Ali (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 09-10-2026. Sk Ansar Ali (New Name) and Sheikh Ansar Ali (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ramani Maity, Bulu Maiti (Old Name) W/o Hrishikesh Maity Residing at Malbari, P.o - Bhabanichak, District - East Midnapore, Pin - 721427, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Ramani Maity, Bulu Maiti (Old Name) to Bulu Maity (New Name) and henceforth I shall be known as Bulu Maity (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 09-10-2026. Bulu Maity (New Name) and Ramani Maity, Bulu Maiti (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Wajid Ali (Old Name) S/o Md Akbar Ali Residing at 283, Belilious Road, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Wajid Ali (Old Name) to Md Wajid Ali (New Name) and henceforth I shall be known as Md Wajid Ali (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 09-10-2026. Md Wajid Ali (New Name) and Wajid Ali (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nasira Begam (Old Name) W/o Sk Jahangir Alam Residing at Gopimohanpur, P.o - Rajaramchak, District - Purba Medinipur, Pin - 721631, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Nasira Begam (Old Name) to Nasira Bibi (New Name) and henceforth I shall be known as Nasira Bibi (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 09-10-2026. Nasira Bibi (New Name) and Nasira Begam (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rafik Shaikh (Old Name) S/O–Doyat Sekh resident of Nutanpara, Shrirampur, Tehatta, Nadia, West Bengal, Pin-741155 do hereby declared that I have changed my name from Rafik Shaikh to Rafique Shaikh and henceforth I shall be known as Rafique Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/10 / 2026. My name Rafique Shaikh & Rafik Shaikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Eyasin Mahishal (Old Name) S/O–Nabi Mahishal resident of Binodnagar, Tehatta, Nadia, West Bengal, Pin-741155 do hereby declared that I have changed my name from Eyasin Mahishal to Iyasin Mahishal and henceforth I shall be known as Iyasin Mahishal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/10 / 2026. My name Iyasin Mahishal & Eyasin Mahishal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Chittaranjan Roy(Old Name),S/O Late Ananta Roy, Residing at Purashcharan Math Uttar,Nabadwip,Pin-741302,District-Nadia, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Chittaranjan Roy (Old Name) to Chitta Roy (new name) and henceforth I'll be known as Chitta Roy (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit Dated 01/10/2026. Chitta Roy (New Name) and Chittaranjan Roy (Old Name) both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sumaya Tabasum (Old Name),W/O Rajesh Khan, Residing at Vill-Jadabpur,Po-Sakdah Jadavpur ,Ps-Gaighata ,Pin-743273,District-North 24 Parganas, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Sumaya Tabasum (Old Name) to Samiya Tabaksum (new name) and henceforth I'll be known as Samiya Tabaksum (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate Barasat,Date-30/06/2026. Samiya Tabaksum (New Name) and Sumaya Tabasum (Old Name) both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, BALA MANINDRA alias MONINDEA NATH BALA(old name) S/o-Late Manyacharan Bala residing at Vill-Baksha, P.O.-Baksha, P.S.-Bagdah, Dist.-North 24 Parganas, PIN-743232 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name and I shall be known as MANINDRA BALA(new name) in all purpose vide an affidavit no. 9629 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Bongaon, North 24 Pgs dated 06/10/2026. BALA MANINDRA, MONINDEA NATH BALA and MANINDRA BALA all are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Rakhida Khatun, W/O Jiyarul Haque, গ্রামঃ তুরুকদিঘী, পোঃ নারায়ণপুর, থানাঃ রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার ছেলে Rakibul Sk -এর জন্ম শংসাপত্রে আমার এবং স্বামীর নাম Rakhida Bibi and Jiyarul Sk লিপিবদ্ধ রয়েছে। ০৫.১০.২০২৭ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম কোর্টের ৬৪১৮ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Rakhida Khatun Rakhida Bibi and Jiyarul Haque Jiyarul Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড | CIN: L67100MH1995PLC093797
নিবন্ধিত কার্যালয়: IIFL হাউস, সান ইনফোটেক পার্ক, রোড নং 16V, প্লট নং B-23, থানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ওয়াগলে এস্টেট, থানে - 400604 • টেলিফোন: 022-41035000 • ফ্যাক্স: 022-25806654
• টোল-ফ্রি: 1860-267-3000 • ই-মেল: gold-helpline@iifl.com • ওয়েবসাইট: www.iifl.com

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি – বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের নিলাম

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") এখানে উল্লিখিত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের একটি সর্বজনীন নিলামের আয়োজন করবে। ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ উপলব্ধ যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে নিলাম-সংক্রান্ত নোটিশ ও অনুস্মারক প্রেরণ করা সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ পরিশোধ বা নিয়মিত করেননি। এই নিলাম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা প্রযোজ্য নির্দেশাবলি ("RBI নির্দেশনাবলী"), ঋণচুক্তির শর্তাবলি এবং IIFL-এর পরিচালনা পর্ষদ-অনুমোদিত স্বর্ণঋণ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে।

নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান: সর্বজনীন নিলাম **20.10.2026** তারিখে **সকাল 10:00টা** থেকে IIFL-এর নিম্নলিখিত শাখায় অনুষ্ঠিত হবে – **কলকাতা-জেএম অ্যাভিনিউ জিএল, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জে.এম অ্যাভিনিউ, নিচতলা, 8বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআই-এর বিপরীতে, কলকাতা-700006, পশ্চিমবঙ্গ**

এই নিলাম একই জেলার অন্তর্গত ঋণদানকারী শাখাসমূহের ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বর্ণঋণ হিসাবের বিবরণ: ঋণ হিসাব নম্বরসমূহ-GL42366381, GL42366474, GL42366539, GL42378371, GL42385023, GL42385482, GL42391200, GL42432789, GL42433574, GL42459191, GL42459717, GL42498327, GL42534321, GL42551628, GL42562683, GL42565334, GL42568501, GL42570548, GL42571843, GL42586879, GL42589992, GL42590027, GL42732061, GL42821461, GL42823197, GL42825089, GL42829373, GL42977874, GL43030346, GL43075290, GL43131759, GL43135071, GL43135192, GL43135867, GL43180248, GL43191753, GL43201618, GL43202339, GL43264655, GL43267147, GL43314358, GL43323021, GL43332984, GL43360694, GL43447165, GL43477559, GL43483539, GL43567560, GL43570841, GL43592604, GL43649771, GL43652332, GL43653041, GL43661397, GL43667472, GL43681010, GL43686977, GL43735950, GL43738152, GL43749795, GL43878918, GL43879223, GL43879463, GL43879702, GL43879860, GL43879984, GL43884747, GL43884994, GL43885525, GL43885606, GL43885979, GL43924890, GL43925934, GL43926879, GL44046800, GL44109171, GL44124811, GL44132824, GL44197378, GL44204915, GL44213591, GL44231164, GL44237938, GL44238227, GL44255741, GL44281198, GL44283669, GL44292146, GL44315301, GL44343000, GL44381195, GL44479615, GL44483729, GL44504813, GL44505789, GL44508164, GL44515746, GL44515763, GL44530175, GL44550321, GL44587983, GL44593890, GL44618289, GL44648214, GL44648413, GL44649298, GL44655327, GL44662525, GL44678058, GL44734151, GL44748653, GL44748967, GL44775833, GL44791530, GL44797600, GL44806111, GL44828742, GL44836803, GL44842821, GL44867829, GL44874057, GL44877622, GL44880282, GL44887146, GL44907632, GL44907930, GL44941914, GL44942709, GL44962719, GL44999366, GL45023403, GL45028268, GL45030827, GL45111948, GL45113720, GL45146767, GL45152984, GL45192093, GL45201522, GL45205542, GL45230429, GL45270934, GL45302492, GL45310394, GL45310553, GL45409457, GL45420192, GL45420507, GL45421834, GL45437498, GL45444439, GL45455929, GL45456558, GL45470330, GL45516983, GL45533409, GL45553083, GL45567303, GL45567407, GL45567685, GL45571511, GL45582292, GL45585988, GL45614517, GL45630212, GL45646777, GL45659577, GL45687466, GL45714612, GL45729891, GL45730049, GL45760305, GL45794384, GL45794398, GL45801453, GL45802112, GL45803879, [illegible] GL48410646, GL48411286, GL48411682, GL48412246, GL48412637, GL48435223, GL48466193, GL48573206, GL48947381, GL48999526, GL48999616, GL49005756, GL49026381, GL49026453, GL49355939, GL49423859, GL49426549, GL49441066, GL49445837, GL50301742, GL50332415, GL50539357, GL50585413, GL50618192, GL50768151, GL51079810, GL51081220, GL51373423, GL51373579, GL34356686, GL35439061, GL35494164, GL35630209, GL35639924, GL35642525, GL35689897, GL35692641, GL35695016, GL35695165, GL35708606, GL35784613, GL35798540, GL35942765, GL35961738, GL36030295, GL36062203, GL36347605, GL37272719, GL37572477, GL37626269, GL37739419, GL37745366, GL37998515, GL38140090, GL38214866, GL38294491, GL38401633, GL38537969, GL38594507, GL38776257, GL38976010, GL38977523, GL39007898, GL39156982, GL39381053, GL39500720, GL39628616, GL39724184, GL39832241, GL39850487, GL39928321, GL40099218, GL40122567, GL40237438, GL40239594, GL40403299, GL40567611, GL40744761, GL40826344, GL40909228, GL40949440, GL40999539, GL41025329, GL41056533, GL41103097, GL41159492, GL41159578, GL41198916, GL41244202, GL41248692, GL41251738, GL41357468, GL41394604, GL41439383, GL41565338, GL41723308, GL41727780, GL41733732, GL41734132, GL41752083, GL41756027, GL41832854, GL41842734, GL41844922, GL41858745, GL41907975, GL41919689, GL42019672, GL42029109, GL42032070, GL42051767, GL42071230, GL42071288, GL42074276, GL42079876, GL42113769, GL42165802, GL42165922, GL42186486, GL42206860, GL42220202, GL42229367, GL42235124, GL42265045, GL42287208, GL42322025, GL42348796, GL42386076, GL42401870, GL42421718, GL42429473, GL42448189, GL42452127, GL42452243, GL42482540, GL42490519, GL42501061, GL42506430, GL42513946, GL42526695, GL42533350, GL42535481, GL42543396, GL42545713, GL42550296, GL42585797, GL42588126, GL42722043, GL42731668, GL42735754, GL42774839, GL42817134, GL42851451, GL42861514, GL42972883, GL42983904, GL42988544, GL42989025, GL42991373, GL43006418, GL43007702, GL43049012, GL43124350, GL43131566, GL43188100, GL43221457, GL43240469, GL43245781, GL43256291, GL43293948, GL43338106, GL43339173, GL43349553, GL43358702, GL43476777, GL43514022, GL43514110, GL43514682, GL43546458, GL43566819, GL43572268, GL43572892, GL43609128, GL43638358, GL43649737, GL43650455, GL43739733, GL43747565, GL43809974, GL43816744, GL43836062, GL43998348, GL44094126, GL44115228, GL44149965, GL44212626, GL44221207, GL44234166, GL44248533, GL44259199, GL44263983, GL44264735, GL44267759, GL44268300, GL44295012, GL44305821, GL44431700, GL44440543, GL44473080, GL44516137, GL44527979, GL44528538, GL44555170, GL44560728, GL44667070, GL44669076, GL44669982, GL44682564, GL44730938, GL44743378, GL44782956, GL44819318, GL44845175, GL44861408, GL44880733, GL44909650, GL45023314, GL45037936, GL45037942, GL45055663, GL45074922, GL45204409, GL45205971, GL45233037, GL45289547, GL45377795, GL45403135, GL45449468, GL45469562, GL45504315, GL45526174, GL45542365, GL45562374, GL45587797, GL45589110, GL45609871, GL45631654, GL45640464, GL45668937, GL45706582, GL45708391, GL45714813, GL45722736, GL45723198, GL45748341, GL45752027, GL45753589, GL45759569, GL45785269, GL45807689, GL45815075, GL45815162, GL45821723, GL45837144, GL45863771, GL45945620, GL45986142, GL46007543, GL46016548, GL46043842, GL46085445, GL46152113, GL46169049, GL46169567, GL46190689, GL46274530, GL46277361, GL46300529, GL46336886, GL46363976, GL46371450, GL46374173, GL46384794, GL46401120, GL46404482, GL46409834, GL46476689, GL46477263, GL46481406, GL46524703, GL46528780, GL46529357, GL46576609, GL46589078, GL46589866, GL46640693, GL46642457, GL46661884, GL46693096, GL46693124, GL46700767, GL46738649, GL46754422, GL46757940, GL46786264, GL46794909, GL46848260, GL46956399, GL46961062, GL47003405, GL47013974, GL47055596, GL47057423, GL47057933, GL47058063, GL47071637, GL47106928, GL47145814, GL47191019, GL47265905, GL47274687, GL47280204, GL47324359, GL47380192, GL47387837, GL47421878, GL47423591, GL47428791, GL47622776, GL47622996, GL47802077, GL47809157, GL47810275, GL47816840, GL47872764.

খেলাপি ঋণগ্রহীতার/ঋণগ্রহীতাদের নাম, বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখার ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখা এবং উপরোক্ত নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত রয়েছে। এছাড়াও, IIFL-এর কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে অথবা www.iifl.com ওয়েবসাইট থেকে এ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

নিলামের পূর্বে ঋণ পরিশোধের অধিকার: ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীরা নিলামের তারিখ পর্যন্ত যেকোনো সময় ঋণচুক্তি এবং মূল তথ্যাবলীর বিবরণী (KFS)-এ উল্লিখিত হালনাগাদ সুদ ও প্রযোজ্য চার্জসহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করে ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব নিলাম থেকে প্রত্যাহার করা হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে বা তার পরে যেসব ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করা হবে, সেসব হিসাব থেকে প্রকাশনা-সংক্রান্ত আনুপাতিক ব্যয় আদায় করা হবে।

মৃত ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে: ঋণগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করে থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি এবং নিলামের শর্তাবলি তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সংরক্ষিত মূল্য: নিলামটি স্বর্ণ জামানতের বর্তমান মূল্যের ন্যূনতম 90% (যেসব ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে নিলাম দুইবার ব্যর্থ হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে 85%) সংরক্ষিত মূল্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই মূল্য RBI Directions অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

বিক্রয়ের ভিত্তি: নিলাম "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী দরদাতাদের বিড করার আগে প্রদর্শিত স্বর্ণ জামানতের বিবরণ পরীক্ষা করে নিজ দায়িত্বে সন্তুষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থগিতকরণ/প্রত্যাহার: ঋণ পরিশোধ বা ঋণ হিসাব নিয়মিতকরণ, কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ, অথবা পরিচালনাগত প্রয়োজনসহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কারণবশত IIFL নিলাম স্থগিত করতে বা নিলাম থেকে কোনো ঋণ হিসাব প্রত্যাহার করতে পারে।

নিলামের তারিখ বা স্থান পরিবর্তন হলে, তা নিলাম কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় প্রদর্শন করা হবে।

যদি এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে IIFL তার নিজস্ব বিবেচনায় যথাযথ নোটিশ প্রদানপূর্বক একই জেলা বা পার্শ্ববর্তী জেলায় পরবর্তী কোনো তারিখে নিলাম পরিচালনা বা অব্যাহত রাখতে পারে, অথবা অনলাইন নিলাম আয়োজন করতে পারে।

স্বার্থের সংঘাতের অনুপস্থিতি: RBI নির্দেশাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে IIFL এবং তার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ নিলামে অংশগ্রহণ করবে না।

নিলামলব্ধ অর্থ: নিলামে প্রাপ্ত মূল্য এবং সমন্বয়কৃত বকেয়ার পূর্ণ বিবরণ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকলে, নিলামলব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির 7 কার্যদিবসের মধ্যে (ঋণগ্রহীতার ব্যাংক-হিসাবের তথ্য উপলব্ধ থাকা সাপেক্ষে) তা ফেরত প্রদান করা হবে। তাই ঋণগ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় তাঁদের সর্বশেষ ব্যাংক-হিসাবের তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ঘাটতি থাকলে, তা ঋণচুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

বিস্তারিত তথ্য এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় (ঋণ হিসাবের তালিকার সঙ্গে প্রদর্শিত ঠিকানায়) যোগাযোগ করুন অথবা IIFL কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষরিত/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড

তারিখ: 12.10.2026
স্থান: কলকাতা

IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড | CIN: L67100MH1995PLC093797
নিবন্ধিত কার্যালয়: IIFL হাউস, সান ইনফোটেক পার্ক, রোড নং 16V, প্লট নং B-23, থানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ওয়াগলে এস্টেট, থানে - 400604 • টেলিফোন: 022-41035000 • ফ্যাক্স: 022-25806654
• টোল-ফ্রি: 1860-267-3000 • ই-মেল: gold-helpline@iifl.com • ওয়েবসাইট: www.iifl.com

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি – বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের নিলাম

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") এখানে উল্লিখিত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের একটি সর্বজনীন নিলামের আয়োজন করবে। ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ উপলব্ধ যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে নিলাম-সংক্রান্ত নোটিশ ও অনুস্মারক প্রেরণ করা সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ পরিশোধ বা নিয়মিত করেননি। এই নিলাম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা প্রযোজ্য নির্দেশাবলি ("RBI নির্দেশনাবলী"), ঋণচুক্তির শর্তাবলি এবং IIFL-এর পরিচালনা পর্ষদ-অনুমোদিত স্বর্ণঋণ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে।

নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান: সর্বজনীন নিলাম **20.10.2026** তারিখে **সকাল 10:00টা** থেকে IIFL-এর নিম্নলিখিত শাখায় অনুষ্ঠিত হবে – **কলকাতা-জেএম অ্যাভিনিউ জিএল, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জে.এম অ্যাভিনিউ, নিচতলা, 8বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআই-এর বিপরীতে, কলকাতা-700006, পশ্চিমবঙ্গ**

এই নিলাম একই জেলার অন্তর্গত ঋণদানকারী শাখাসমূহের ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বর্ণঋণ হিসাবের বিবরণ: ঋণ হিসাব নম্বরসমূহ-GL47905332, GL47912678, GL47981798, GL48025385, GL48073770, GL48160180, GL48194898, GL48195225, GL48215329, GL48268163, GL48271392, GL48293433, GL48295709, GL48295969, GL48322268, GL48397182, GL48690058, GL48759814, GL48941638, GL48943349, GL48994787, GL49029210, GL49155261, GL49265682, GL49361111, GL49363919, GL49538360, GL49602780, GL49909038, GL49950726, GL49953599, GL49955627, GL50163584, GL50163828, GL50369742, GL50799090, GL50902033, GL50997705, GL51346928, GL51420214, GL35561767, GL35563247, GL35581530, GL35639601, GL35672168, GL35691653, GL35759821, GL36029663, GL36047350, GL36160161, GL38135033, GL38567725, GL38709261, GL38709930, GL38745428, GL39289075, GL39446074, GL39802878, GL39831952, GL39850195, GL40027149, GL40028887, GL40459316, GL40466704, GL40589865, GL40626697, GL40713557, GL40734431, GL40751671, GL40758987, GL40824876, GL40870342, GL40909517, GL40932339, GL41008025, GL41105560, GL41222712, GL41298614, GL41312964, GL41324375, GL41341436, GL41348090, GL41350949, GL41363213, GL41372318, GL41372501, GL41377627, GL41386091, GL41413719, GL41456209, GL41536565, GL41558541, GL41560447, GL41599703, GL41653668, GL41764305, GL41803048, GL41821319, GL41823086, GL41846056, GL41867443, GL41918997, GL41920063, GL41920197, GL41920333, GL41955806, GL42023945, GL42033695, GL42040346, GL42040808, GL42062958, GL42070853, GL42071482, GL42079617, GL42085504, GL42141878, GL42148104, GL42202510, GL42202942, GL42203076, GL42203693, GL42211474, GL42212758, GL42261633, GL42293753, GL42294050, GL42304581, GL42306540, GL42354396, GL42360284, GL42377646, GL42391813, GL42404028, GL42405042, GL42409753, GL42410458, GL42432610, GL42438020, GL42449201, GL42520167, GL42523879, GL42537290, GL42548905, GL42557025, GL42563337, GL42587762, GL42626252, GL42682061, GL42687694, GL42726738, GL42746021, GL42803028, GL42803324, GL42803627, GL42836129, GL42856453, GL42892090, GL42892357, GL42914664, GL43004550, GL43018555, GL43049701, GL43066818, GL43090234, GL43149971, GL43161803, GL43165155, GL43185586, GL43194622, GL43205184, GL43261532, GL43262823, GL43262922, GL43263051, GL43330143, GL43496818, GL43517164, GL43567842, GL43567927, GL43582223, GL43587561, GL43660099, GL43661693, GL43663019, GL43669068, GL43671010, GL43678980, GL43683658, GL43704270, GL43704311, GL43718510, GL43724987, GL43727101, GL43727227, GL43727585, GL43734609, GL43749962, GL43750148, GL43787775, GL44000557, GL44035331, GL44090090, GL44227511, GL44231888, GL44265983, GL44372532, GL44372550, GL44441139, GL44575173, GL44601489, GL44602684, GL44610574, GL44657920, GL44664779, GL44665205, GL44665352, GL44665433, GL44670812, GL44700042, GL44707341, GL44722287, GL44729473, GL44816938, GL44821751, GL44837370, GL44853479, GL44888418, GL44904818, GL44962234, GL45094632, GL45109735, GL45180076, GL45206415, GL45224686, GL45286468, GL45306538, GL45380793, GL45391203, GL45427262, GL45446626, GL45451799, GL45452500, GL45452655, GL45609537, GL45648134, GL45648411, GL45672590, GL45672684, GL45672851, GL45790700, GL45826253, GL45830803, GL45832012, GL45832075, GL45832156, GL45856690, GL45861524, GL45923858, GL45931844, GL45978493, GL45979441, GL45982346, GL45983720, GL46045937, GL46060897, GL46085230, GL46143470, GL46163340, GL46181568, GL46257832, GL46261737, GL46308625, GL46329283, [illegible] GL45759719, GL45762784, GL45763380, GL45801971, GL45807182, GL45819771, GL45820140, GL45842529, GL45845927, GL45847129, GL45881690, GL45887420, GL45945572, GL46025879, GL46112336, GL46113433, GL46118975, GL46119071, GL46120213, GL46152670, GL46157280, GL46165314, GL46165991, GL46239341, GL46269391, GL46295824, GL46318148, GL46350930, GL46351966, GL46385215, GL46385577, GL46398502, GL46411276, GL46432763, GL46485210, GL46506667, GL46532421, GL46546738, GL46558829, GL46606837, GL46608801, GL46610848, GL46611649, GL46612658, GL46613818, GL46626695, GL46632447, GL46653318, GL46677197, GL46679420, GL46683846, GL46686524, GL46723606, GL46830823, GL46832346, GL46836566, GL46837112, GL46852074, GL46858792, GL46907590, GL46960813, GL47018395, GL47059029, GL47066710, GL47084278, GL47085767, GL47085862, GL47115610, GL47154707, GL47166226, GL47166484, GL47232614, GL47239315, GL47252134, GL47270360, GL47284823, GL47286928, GL47294508, GL47319433, GL47338857, GL47339156, GL47345580, GL47346058, GL47363107, GL47390746, GL47428947, GL47430918, GL47441817, GL47484697, GL47546199, GL47546268, GL47564528, GL47620554, GL47808356, GL47853445, GL47860134, GL47908475, GL47944414, GL47944981, GL47957200, GL47958018, GL47958347, GL47983686, GL47990842, GL47996792, GL48014464, GL48029138, GL48047913, GL48058936, GL48110692, GL48110927, GL48124466, GL48129043, GL48172393, GL48182517, GL48183114, GL48183874, GL48228994, GL48240956, GL48276285, GL48280450, GL48310164, GL48318442, GL48325434, GL48325729, GL48419253, GL48509991, GL48510791, GL48697286, GL48697714, GL48812046, GL48956136, GL48962319, GL48974511, GL48987842, GL49034775, GL49043727, GL49044295, GL49051353, GL49058990, GL49067653, GL49079512, GL49084096, GL49088032, GL49093539, GL49098461, GL49129137, GL49205065, GL49227717, GL49248559, GL49248577, GL49263659, GL49289198, GL49289458, GL49356593, GL49365787, GL49406497, GL49421456, GL49486568, GL49633458, GL49819427, GL49820121, GL49880290, GL50014619, GL50022673, GL50087577, GL50187550, GL50195254, GL50314005, GL50404574, GL50433236, GL50433857, GL50479767, GL50500951, GL51269524, GL51413271, GL51503934, GL51543723, GL35315934, GL35317052, GL35338438, GL35355301, GL35373633, GL35374490, GL35408413, GL35449018, GL35472291, GL35495361, GL35577409, GL35640154, GL35683777, GL35683793, GL35685186, GL35721863, GL35724584, GL35766008, GL35786835, GL35789198, GL35792996, GL35814964, GL35871112, GL35917686, GL35936975, GL35940889, GL35941506, GL35966945, GL35976431, GL36581046, GL36757496, GL36800747, GL37107920, GL37108268, GL37108393, GL37201732, GL37349884, GL37457888, GL37547972, GL37557963, GL37564667, GL37565439, GL37565757, GL37566562, GL37636945, GL37637436, GL37637940, GL37638622, GL37647439, GL37669829, GL37690060, GL37734080, GL37815336, GL37848619, GL37856809, GL37988788, GL37989495, GL37989666, GL38117818, GL38134714, GL38273672, GL38279545, GL38291351, GL38308684, GL38562116, GL38584810, GL38706780, GL38707940, GL38709153, GL38716180, GL38726552, GL38778824, GL38881930, GL38907664, GL38966125, GL38966401, GL38966487, GL38974891, GL38976072, GL38980845, GL39060469, GL39079366, GL39204902, GL39262446, GL39324583, GL39324707, GL39324739, GL39325143, GL39396846, GL39543083, GL39622121, GL39622570, GL39623308, GL39634050, GL39660737, GL39804059, GL39841660, GL39868902, GL39985247, GL40064538, GL40073772, GL40128455, GL40226636, GL40236491, GL40279807, GL40290437, GL40350354, GL40351017, GL40357467, GL40547385, GL40653056, GL40683032, GL40693102, GL40714105, GL40827726, GL40834067, GL40892142, GL40992723, GL40998317, GL41033876, GL41041341, GL41045569, GL41113470, GL41116588, GL41119550, GL41160158, GL41160159, GL41160187, GL41160209, GL41160486, GL41164855, GL41165963, GL41170763, GL41182923, GL41194586, GL41197501, GL41235451, GL41283456, GL41297209, GL41320438, GL41342871, GL41348260, GL41389993, GL41412228, GL41455930, GL41475901, GL41481830, GL41514712, GL41547439, GL41556684, GL41577520, GL41661909, GL41668244, GL41677662, GL41680218, GL41700250, GL41711667, GL41711840, GL41729874, GL41736144, GL41737062, GL41739374, GL41747506, GL41747627, GL41790222, GL41798510, GL41803086, GL41819156, GL41826286, GL41871274, GL41929879, GL41936312, GL41942262, GL41946326, GL41951203, GL41958270, GL41970590, GL41991884, GL41992498, GL41992702, GL41993907.

খেলাপি ঋণগ্রহীতার/ঋণগ্রহীতাদের নাম, বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখার ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখা এবং উপরোক্ত নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত রয়েছে। এছাড়াও, IIFL-এর কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে অথবা www.iifl.com ওয়েবসাইট থেকে এ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

নিলামের পূর্বে ঋণ পরিশোধের অধিকার: ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীরা নিলামের তারিখ পর্যন্ত যেকোনো সময় ঋণচুক্তি এবং মূল তথ্যাবলীর বিবরণী (KFS)-এ উল্লিখিত হালনাগাদ সুদ ও প্রযোজ্য চার্জসহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করে ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব নিলাম থেকে প্রত্যাহার করা হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে বা তার পরে যেসব ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করা হবে, সেসব হিসাব থেকে প্রকাশনা-সংক্রান্ত আনুপাতিক ব্যয় আদায় করা হবে।

মৃত ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে: ঋণগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করে থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি এবং নিলামের শর্তাবলি তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সংরক্ষিত মূল্য: নিলামটি স্বর্ণ জামানতের বর্তমান মূল্যের ন্যূনতম 90% (যেসব ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে নিলাম দুইবার ব্যর্থ হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে 85%) সংরক্ষিত মূল্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই মূল্য RBI Directions অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

বিক্রয়ের ভিত্তি: নিলাম "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী দরদাতাদের বিড করার আগে প্রদর্শিত স্বর্ণ জামানতের বিবরণ পরীক্ষা করে নিজ দায়িত্বে সন্তুষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থগিতকরণ/প্রত্যাহার: ঋণ পরিশোধ বা ঋণ হিসাব নিয়মিতকরণ, কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ, অথবা পরিচালনাগত প্রয়োজনসহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কারণবশত IIFL নিলাম স্থগিত করতে বা নিলাম থেকে কোনো ঋণ হিসাব প্রত্যাহার করতে পারে।

নিলামের তারিখ বা স্থান পরিবর্তন হলে, তা নিলাম কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় প্রদর্শন করা হবে।

যদি এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে IIFL তার নিজস্ব বিবেচনায় যথাযথ নোটিশ প্রদানপূর্বক একই জেলা বা পার্শ্ববর্তী জেলায় পরবর্তী কোনো তারিখে নিলাম পরিচালনা বা অব্যাহত রাখতে পারে, অথবা অনলাইন নিলাম আয়োজন করতে পারে।

স্বার্থের সংঘাতের অনুপস্থিতি: RBI নির্দেশাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে IIFL এবং তার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ নিলামে অংশগ্রহণ করবে না।

নিলামলব্ধ অর্থ: নিলামে প্রাপ্ত মূল্য এবং সমন্বয়কৃত বকেয়ার পূর্ণ বিবরণ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকলে, নিলামলব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির 7 কার্যদিবসের মধ্যে (ঋণগ্রহীতার ব্যাংক-হিসাবের তথ্য উপলব্ধ থাকা সাপেক্ষে) তা ফেরত প্রদান করা হবে। তাই ঋণগ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় তাঁদের সর্বশেষ ব্যাংক-হিসাবের তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ঘাটতি থাকলে, তা ঋণচুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

বিস্তারিত তথ্য এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় (ঋণ হিসাবের তালিকার সঙ্গে প্রদর্শিত ঠিকানায়) যোগাযোগ করুন অথবা IIFL কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষরিত/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড

তারিখ: 12.10.2026
স্থান: কলকাতা

গম্ভীরের ভারতের বোলিং ও স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রশ্ন

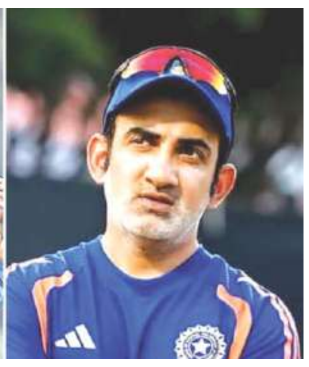

রাঁচি, ১০ অক্টোবর ঃ প্রথম টি-টোয়েন্টিতে অনায়াস জয়। আর দ্বিতীয় ম্যাচেই বড় ধাক্কা। রাঁচিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাস তুলেও হারতে হল ভারতকে। ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক শাই হোপের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটাররা কার্যত ভারতীয় বোলিংকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে নিজেদের টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় জয় তুলে নিল। হাতে তখনও ৯ বল বাকি! ফলে শুধু বোলারদের ব্যর্থতা নয়, গৌতম গম্ভীরের দলের কৌশল এবং বোলিং পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত কি দ্রুত ভুল শুধরে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? আপাতত সেটাই বড় চ্যালেঞ্জ। রাঁচির ম্যাচে দুই দলের ব্যাটারদের দাপটে উঠছে মোট ৫০১ রান। ৩৮.৩ ওভারের খেলায় ব্যাটাররা মেরেছেন ৩৩টি ছক্কা। এমন রানবন্যার ম্যাচে ভারতীয় বোলারদের অসহায়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটারদের আগ্রাসী মেজাজের সামনে ভারতীয় বোলিং আক্রমণ কার্যত দিশাহারা হয়ে পড়ে। শাই হোপের নেতৃত্বে ক্যারিবিয়ানরা যেভাবে রান তাড়া করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে, তাতে ভারতীয় দলের পরিকল্পনা নিয়েও কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সুনীল গাভাসকরের মতে, ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বোলার নির্বাচন নিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত। বিশেষ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসের ১৭তম ওভারে কুলদীপ যাদবকে বল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ওই ওভারে ২৪ রান খরচ করেন ভারতীয় এই স্পিনার। সেই মুহূর্ত থেকেই ম্যাচের পাল্লা ক্রমশ ক্যারিবিয়ানদের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। সম্প্রচারকারী সংস্থাকে গাভাসকর বলেন, ১৭তম ওভারটি অর্শদীপ সিং অথবা ময়ঙ্ক যাদবকে দেওয়া যেতে পারত। তাঁর যুক্তি, অর্শদীপকে যদি ১৮তম ওভারের দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, তা হলে তার আগের ওভারটি ময়ঙ্ককে দিয়ে করানো যেত। ম্যাচের শুরুর দিকে ময়ঙ্ক ভালো বোলিং করেছিলেন এবং তিনটি উইকেটও পেয়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁকে ব্যবহার করার কথা ভাবা উচিত ছিল বলেই মনে করেন প্রাক্তন তারকা। তাঁর মতে, টি-টোয়েন্টিতে সঠিক সময়ে সঠিক বোলারকে ব্যবহার করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর হারের জন্য কোনও নির্দিষ্ট ক্রিকেটারকে দায়ী করতে চাননি। বরং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ব্যাটারদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য এবং বোলারদের কঠিন পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ক্রিকেটে ব্যাট ও বলের মধ্যে ভারসাম্য ক্রমশ নষ্ট হচ্ছে। ব্যাটারদের সুবিধা বাড়তে থাকায় বোলারদের পক্ষে ম্যাচে প্রভাব বিস্তার করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

রনজির শুরুতেই শামির আগুনে ৪ উইকেট!

২৪০ রানে শেষ দিল্লি, তবু কল্যাণীর পিচ নিয়ে ক্ষোভ বাংলার তারকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কল্যাণী,১০ অক্টোবর ঃ জাতীয় দলে সুযোগ মিলুক বা না মিলুক, বল হাতে নিজের জাত চেনাতে যে তিনি এখনও সমান দক্ষ, তা আরও একবার প্রমাণ করলেন মহম্মদ শামি। রনজি ট্রফিতে বাংলার প্রথম ম্যাচেই দিল্লির ব্যাটিং লাইনআপের উপর ঝড় তুললেন তারকা পেসার। ১৭ ওভার বল করে ৯টি মেডেন-সহ মাত্র ৩০ রান দিয়ে তুলে নিলেন চারটি উইকেট। শামির দাপটে প্রথম ইনিংসে মাত্র ২৪০ রানেই গুটিয়ে গেল দিল্লি। ফলে ম্যাচের প্রথম দিন শেষে সুবিধাজনক জায়গায় বাংলা। কিন্তু এমন দুরন্ত পারফরম্যান্সের পরেও দিনের শেষে মুখে হাসি নেই শামির। বরং কল্যাণীর পিচ নিয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দিলেন বাংলার এই অভিজ্ঞ পেসার। সম্প্রতি ভারতীয় দলে কামব্যাক করেছেন ভুবনেশ্বর কুমার। সেই আবহে শামির জাতীয় দলে ফেরার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা চলছে। এর আগে জাতীয় দলে সুযোগ না পাওয়া নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে শামি জানিয়েছিলেন, তাঁকে দলে না নিলে ক্ষতি হবে ভারতীয় দলের, তাঁর নয়। এবার রনজির প্রথম ম্যাচে বল হাতে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে সেই বক্তব্যকেই যেন আরও একবার প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। কল্যাণীতে টসে জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলার অধিনায়ক লক্ষ্মীরতন শুক্লা। শুরু থেকেই বাংলার পেস আক্রমণের সামনে সমস্যায় পড়ে দিল্লি। শামির সঙ্গে নতুন বল হাতে আকাশ দীপ এবং মুকেশ কুমারও চাপ তৈরি করেন। মাত্র ১২ রানের মাথায় প্রথম ধাক্কা দেয় বাংলা। আকাশ দীপের বলে উইকেট হারায় দিল্লি। এরপর যশ ধুলকে ফিরিয়ে দেন শামি। তাঁর নিয়ন্ত্রিত লাইন ও লেংথের সামনে দিল্লির ব্যাটারদের রান তোলাই কঠিন হয়ে পড়ে। বাংলার বোলিং আক্রমণে পেসারদের পাশাপাশি কার্যকর ভূমিকা নেন স্পিনার আমির গনি। ৪৫ রান দিয়ে তিনটি উইকেট

তুলে নিয়ে দিল্লির ব্যাটিংয়ে আরও ধস নামান তিনি। দিল্লির অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনিকে আউট করেন মুকেশ কুমার। আকাশ দীপও দুটি উইকেট তুলে নিয়ে বাংলার সুবিধা বাড়ান। সব মিলিয়ে বাংলার বোলারদের সম্মিলিত দাপটে বড় স্কোর গড়ার সুযোগ পায়নি দিল্লি। শামির বোলিং পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, কতটা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তিনি বল করেছেন। ১৭ ওভারের মধ্যে ৯ ওভারই মেডেন। মাত্র ৩০ রান খরচ করে চার উইকেট। অভিজ্ঞ এই পেসারের এমন পারফরম্যান্স জাতীয় দলে তাঁর প্রত্যাবর্তনের দাবিকে আরও জোরালো করতে পারে বলেই মনে করছেন ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ। তবে দিনের খেলা শেষে শামির আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে পিচ নিয়ে তাঁর অসন্তোষ। বাংলার পেস আক্রমণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও কল্যাণীর উইকেট থেকে প্রত্যাশিত সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি। শামির বক্তব্য, বাংলার মতো পেস আক্রমণ খুব বেশি দলের নেই। অথচ নিজেদের মাঠে সেই শক্তিকে কাজে লাগানোর মতো পিচ পাওয়া যাচ্ছে না। শামি বলেন, আমাদের দলের মতো পেস অ্যাটাক অন্য দলে নেই। কিন্তু কল্যাণীর পিচে আমরা তার সুবিধা পাই না। তাহলে হোম অ্যাডভান্টেজের মানে কী? আমি এর আগে বহুবার এই নিয়ে বলেছি। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। তাই এখন বলা ছেড়ে দিয়েছি। শামির এই মন্তব্যের পালটা জবাব দিয়েছেন পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, কল্যাণীর পিচ যথেষ্ট ভালো। উইকেটকিপার অভিষেক পোড়েলের বুকের কাছে বল আসছে এবং দিল্লির মতো দল ২৪০ রানে অলআউট হয়েছে। তা হলে পিচ নিয়ে অভিযোগ কেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, প্রতিপক্ষকে লাঞ্চের আগেই অলআউট করে দেওয়াই কি প্রত্যাশা? এই উইকেটে বাংলাকেও তো ব্যাট করতে হবে।

মাঠে না নেমেই রনজি ট্রফির প্রথম ম্যাচে হার অরুণাচলের!

মুম্বই, ১০ অক্টোবর ঃ মাঠে নামার মাগেই রনজি ট্রফির প্রথম ম্যাচে হার অরুণাচল প্রদেশের। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াই এবং নির্বাচন সংক্রান্ত আইনি জটিলতায় রবিবার নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্লেট গ্রুপের ম্যাচ খেলতেই নামতে পারল না অরুণাচল। ফলে ওয়াকওভার দিয়ে ম্যাচ থেকে সরে দাঁড়াতে হল তাদের। প্রশাসনিক অচলাবস্থার সরাসরি প্রভাব পড়ল ক্রিকেট মাঠে। শুধু রনজি ট্রফি নয়, বয়সভিত্তিক ক্রিকেটেও দল নামাতে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্যটি। এমন পরিস্থিতিতে অরুণাচল প্রদেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একই সঙ্গে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) ভূমিকা নিয়েও। রবিবার আহমেদাবাদে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির প্লেট গ্রুপের ম্যাচ খেলার কথা ছিল অরুণাচল প্রদেশের। কিন্তু রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার প্রশাসনিক সমস্যার কারণে শেষ পর্যন্ত মাঠে দল নামানো সম্ভব হয়নি। সংস্থার অন্দরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই এবং নির্বাচন নিয়ে আদালতে মামলা চলার জেরে তৈরি হয়েছে এই অচলাবস্থা। তারই খেসারত দিতে হল ক্রিকেটারদের। মরশুমের প্রথম ম্যাচেই মাঠে না নেমে পরাজয়ের মুখ দেখতে হল অরুণাচলকে। তবে এই ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। এর আগে বৃহস্পতিবার ভুবনেশ্বরে ভিনু মনকড় ট্রফিতে সিকিমের বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ম্যাচেও খেলতে পারেনি অরুণাচল প্রদেশ। অর্থা, প্রশাসনিক জটিলতার প্রভাব এখন রাজ্যের সিনিয়র ও জুনিয়র-দুই স্তরের ক্রিকেটেই পড়তে শুরু করেছে। দল নির্বাচন থেকে শুরু করে ম্যাচের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা, সব ক্ষেত্রেই তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। সমস্যার সূত্র রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার নির্বাচনকে ঘিরে। গত সেপ্টেম্বরে সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হন নবম বিবেক। কিন্তু সেই নির্বাচন ঘিরে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। একাধিক জেলা ক্রিকেট সংস্থা নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গৌহাটি হাই কোর্টের ইটানগর

বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়। সেই মামলার নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। ফলে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যকর কর্তৃপক্ষের অভাব দেখা দিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিসিসিআইয়ের হস্তক্ষেপের দাবিও উঠছে। বিহারের মতো স্বাধীন নির্বাচক কমিটি গঠন করে দল নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যায় কি না, সেই প্রশ্নও সামনে এসেছে। কিন্তু আদালতের নির্দেশের কারণে আপাতত সরাসরি পদক্ষেপ করতে পারছে না বোর্ড। বিসিসিআই সচিব দেবজি সাইকিয়া সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, আদালতের স্থগিতাদেশ থাকায় বোর্ডের পক্ষে এই মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা পরিচালনার মতো কার্যকর কর্তৃপক্ষ নেই। আদালতের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত বিসিসিআইয়ের হাতে বিশেষ কিছু করার সুযোগ নেই। বোর্ডের এই অবস্থান আইনি দিক থেকে কতটা বাধ্যতামূলক, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। তবে বাস্তব ছবিটা আরও উদ্বেগজনক। প্রশাসনিক বিবাদের কারণে ক্রিকেটাররা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ হারাচ্ছেন। মাঠে পারফরম্যান্সের মাধ্যমে নিজেদের প্রমাণ করার বদলে তাঁদের ভবিষ্য নির্ভর করছে সংস্থার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও আইনি প্রক্রিয়ার উপর। গত মরশুমেও অরুণাচল প্রদেশের পারফরম্যান্স আশাব্যঞ্জক ছিল না। রনজি ট্রফির প্লেট গ্রুপে পাঁচটি ম্যাচের একটিতেও জয় পায়নি দলটি। পয়েন্ট তালিকার একেবারে নীচে শেষ করতে হয়েছিল তাদের। নতুন মরশুমে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকলেও প্রশাসনিক অচলাবস্থা সেই সম্ভাবনাকে আরও কঠিন করে তুলেছে। এবারের প্লেট গ্রুপে অরুণাচল প্রদেশ ও নাগাল্যান্ডের পাশাপাশি রয়েছে মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম এবং সিকিম। প্রতিযোগিতার শুরুতেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় অরুণাচলের বাকি ম্যাচগুলি নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে।

সব মিলিয়ে, রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার ক্ষমতার লড়াই এখন সরাসরি প্রভাব ফেলছে ক্রিকেটারদের কেরিয়ারে। আদালতের মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিসিসিআইয়ের হাত বাঁধা থাকলেও, এই অচলাবস্থা কাটানোর কার্যকর পথ খুঁজে বের করা জরুরি। কারণ প্রশাসনিক দ্বঃদ্বর মাশুল যেন মাঠের ক্রিকেটারদের দিতে না হয়, সেই দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগ নেই ক্রিকেট প্রশাসনের সামনে।

২৬ বছরের অপেক্ষার অবসান! টেস্টে প্রথম বাংলাদেশি পেসার হিসেবে হ্যাটট্রিক হাসান মাহমুদের

ঢাকা, ১০ ভ্অক্টোবর ঃ বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস। দীর্ঘ ২৬ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে টেস্টে প্রথম বাংলাদেশি পেসার হিসেবে হ্যাটট্রিক করলেন হাসান মাহমুদ। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বল হাতে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে ইতিহাসের পাতায় নাম তুলে নিলেন এই তারকা পেসার। তাঁর বিধ্বংসী বোলিংয়ের সৌজন্যে অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায় আফগানিস্তানের ইনিংস। বড় রানের লিড নেওয়ার পথে আরও শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে যায় নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।

১৯৯৯ সালে টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকে এখনও পর্যন্ত ১৬২টি টেস্ট খেলেছে বাংলাদেশ। কিন্তু এত বছরেও কোনও বাংলাদেশি পেসার টেস্টে হ্যাটট্রিক করতে পারেননি। অবশেষে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন হাসান। তাঁর এই কীর্তি শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বাংলাদেশের ক্রিকেটের ইতিহাসেও একটি স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে ম্যাচের শুরুতে ব্যাট করে বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে ৩৪৬ রান তোলে। দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তানজিদ হাসান। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৮৩ রান। সেই রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে আফগানিস্তান। একমাত্র অধিনায়ক রহমত শাহ লড়াই চালিয়ে যান। ১০৫ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। কিন্তু অন্য প্রান্তে একের পর এক উইকেট পড়তে থাকায় বড় রানের দিকে এগোতে পারেনি আফগান দল। শেষ পর্যন্ত ২৪০ রানেই শেষ হয়ে যায় তাদের ইনিংস। আফগানিস্তানের ইনিংসের শেষ ভাগে কার্যত ত্রাস হয়ে ওঠেন হাসান মাহমুদ। বিশেষ করে ৮৩তম ওভারে তাঁর বোলিংয়ে তৈরি হয় ইতিহাস। ওভারের প্রথম বলে প্যাক-অফ-আ-লেংথ ডেলিভারিতে ইসমত আলমের উইকেট ভেঙে দেন তিনি। পরের বলে নতুন ব্যাটার কায়েসের ব্যাটের কোণায় লেগে বল চলে যায় স্লিপের দিকে। ডান দিকে ঝাঁপিয়ে দুরন্ত ক্যাচ নিয়ে হাসানকে সাফল্য এনে দেন উইকেটকিপার লিটন দাস। এর পরের বলেই এলবিডব্লিউ হয়ে ফিরে যান জিয়াউল। পরপর তিন বলে তিন উইকেট নিয়ে টেস্টে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন হাসান। বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে মুহূর্তটি হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক। আফগানিস্তানের শেষ পাঁচটি উইকেটের মধ্যে চারজনই কোনও রান করতে পারেননি। শেষ পাঁচ উইকেট পড়ে মাত্র ২১ রানের ব্যবধানে। এই ইনিংসে হাসান মাহমুদ ৫৫ রান দিয়ে পাঁচটি উইকেট তুলে নেন। অন্যদিকে, পেসার এবাদত হোসেনও দুরন্ত বোলিং করেন। ৫৬ রান দিয়ে চারটি উইকেট পান তিনি। দুই পেসারের সম্মিলিত দাপটে আফগানিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপ ভেঙে পড়ে। টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৯ বছরের ইতিহাসে এটি ৫০তম হ্যাটট্রিক। ২০২৬ সালে টেস্টে এটিই প্রথম হ্যাটট্রিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের হয়ে এর আগে টেস্টে হ্যাটট্রিক করেছিলেন দুই স্পিনার। ২০০৩ সালে অলক কাপালি এবং ২০১৩ সালে সোহাগ গাজি এই কীর্তি গড়েছিলেন। তবে কোনও বাংলাদেশি পেসারের এই নজির ছিল না। হাসান সেই দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটালেন। ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় হাসানের। ২০২৪ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেকের পর থেকেই ধীরে ধীরে নিজের জায়গা পাকা করেছেন তিনি। ভারতের বিরুদ্ধেও টেস্টে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, শুভমান গিল ও ঋষভ পন্থের মতো তারকাদের উইকেট নিয়েছেন এই পেসার। এবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে আরও একবার নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিলেন হাসান। বাংলাদেশের ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস তৈরি করে তাঁর এই সাফল্য ভবিষ্যতের পেসারদের কাছেও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

বাতিল গোল, প্রতিপক্ষের চুল টেনে লাল কার্ড!

ভারত ম্যাচের পর ক্লাবেও বিতর্কে ভিনিসিয়াস

১০ ভ্অক্টোবর ঃ সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না ভিনিসিয়াস জুনিয়রের। ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি ব্রাজিলের তারকা উইঙ্গার। এবার ক্লাব ফুটবলেও বিতর্কে জড়ালেন তিনি। গোল করেও শেষ পর্যন্ত আনঃদ করতে পারলেন না রিয়াল মাদ্রিদের এই তারকা। ভিএআর (ঙকঙ) পর্যালোচনায় তাঁর গোল বাতিল হওয়ার পাশাপাশি দেখলেন সরাসরি লাল কার্ড। অভিযোগ, গোল করার আগে প্রতিপক্ষের এক ফুটবলারের চুল টেনে তাঁকে ফেলে দিয়েছিলেন ভিনি। এরপর রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মেজাজ হারান তিনি। এই ঘটনার জেরে শাস্তির মুখে পড়তে পারেন ব্রাজিলীয় তারকা। ফলে আগামী ২৬ অক্টোবর বার্সেলোনার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ এল ক্লাসিকোয় তাঁর খেলা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ থেকেই ভিনিসিয়াসের ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। তাঁকে ঘিরে সমর্থকদের প্রত্যাশা ছিল অনেক। কিন্তু মাঠে সেই পরিচিত গতি, দুরন্ত ড্রিবলিং এবং গোলের সামনে কার্যকরী ভূমিকা দেখা যায়নি বলে সমালোচনা হয়। ভারতীয় ডিফেন্ডার অভিষেক টেকচাম সিংয়ের সামনে একাধিকবার আটকে যান ব্রাজিলীয় তারকা। প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলতে না পারায় তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ফুটবল মহলে। বিশ্বকাপের পর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নিজের মুখাবয়বেও পরিবর্তন এনেছেন ভিনি। তবে মাঠের পারফরম্যান্সে সেই পুরনো ছ ঃদ এখনও ফিরে পাননি বলে মনে করছেন সমর্থকদের একাংশ। ক্লাবের হয়ে মাঠে নেমেও সেই ছবির খুব একটা পরিবর্তন হল না। বরং এবার নিজের আচরণের কারণেই বিতর্কের কেঃদ্র চলে এলেন তিনি। ভিলারিয়ালের বিরুদ্ধে ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদের প্রথম একাদশে জায়গা পাননি ভিনিসিয়াস। কোচ জোসে মোরিনহো তাঁর পরিবর্তে নতুন উইঙ্গার ইয়ান ডিওমান্ডেকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নেন। ম্যাচের ৬২ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ডিওমান্ডে। এরপর বদলি হিসেবে মাঠে নামেন ভিনি। তাঁর কাছ থেকে গোলের প্রত্যাশা করছিলেন সমর্থকেরা। ম্যাচের ৭২ মিনিটে সেই সুযোগও এসে যায়। বাঁ দিক থেকে বাড়ানো বল পেয়ে জালে পাঠিয়ে দেন ভিনিসিয়াস। গোল করার পর উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন তিনি। মাঠে সতীর্থদের সঙ্গে উদ্যাপন শুরু হয়। কোচ মোরিনহোকেও আনঃদ প্রকাশ করতে দেখা যায়। কিন্তু সেই উচ্ছ্বাস বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি।গোলটির বৈধতা যাচাই করতে ভিএআরের সাহায্য নেন রেফারি। রিপ্লেতে দেখা যায়, গোল করার আগে প্রতিপক্ষের এক ফুটবলারের চুল ধরে টেনে তাঁকে ফেলে দিয়েছিলেন ভিনি বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার ভিত্তিতেই গোল বাতিল করা হয় এবং ব্রাজিলীয় তারকাকে সরাসরি লাল কার্ড দেখানো হয়। ফলে গোলের মাধ্যমে ম্যাচে নিজের ছাপ রাখার সুযোগ তো হারালেনই, উল্টে দলকেও সমস্যায় ফেললেন তিনি। রেফারির সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি ভিনিসিয়াস। লাল কার্ড দেখার পর ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যান ব্রাজিলীয় তারকা। সতীর্থরা তাঁকে আটকে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই আচরণ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। মাঠে রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা আর তাঁর দিকে আগ্রাসীভাবে এগিয়ে যাওয়া এক বিষয় নয়-এই পার্থক্য নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে।এই ঘটনার পর ভিনিসিয়াসের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। শাস্তির মেয়াদ বেশি হলে আগামী ২৬ অক্টোবর বার্সেলোনার বিরুদ্ধে এল ক্লাসিকোয় তাঁকে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। তবে তাঁর সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপের অপেক্ষা করতে হবে।রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভিনিসিয়াসের উপস্থিতি বরাবরই বড় বিষয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর ফর্ম এবং মাঠের আচরণ-দুই নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। ভারতের বিরুদ্ধে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারার পর ভিলারিয়ালের বিরুদ্ধে এই বিতর্কিত ঘটনা তাঁর উপর চাপ আরও বাড়াল।

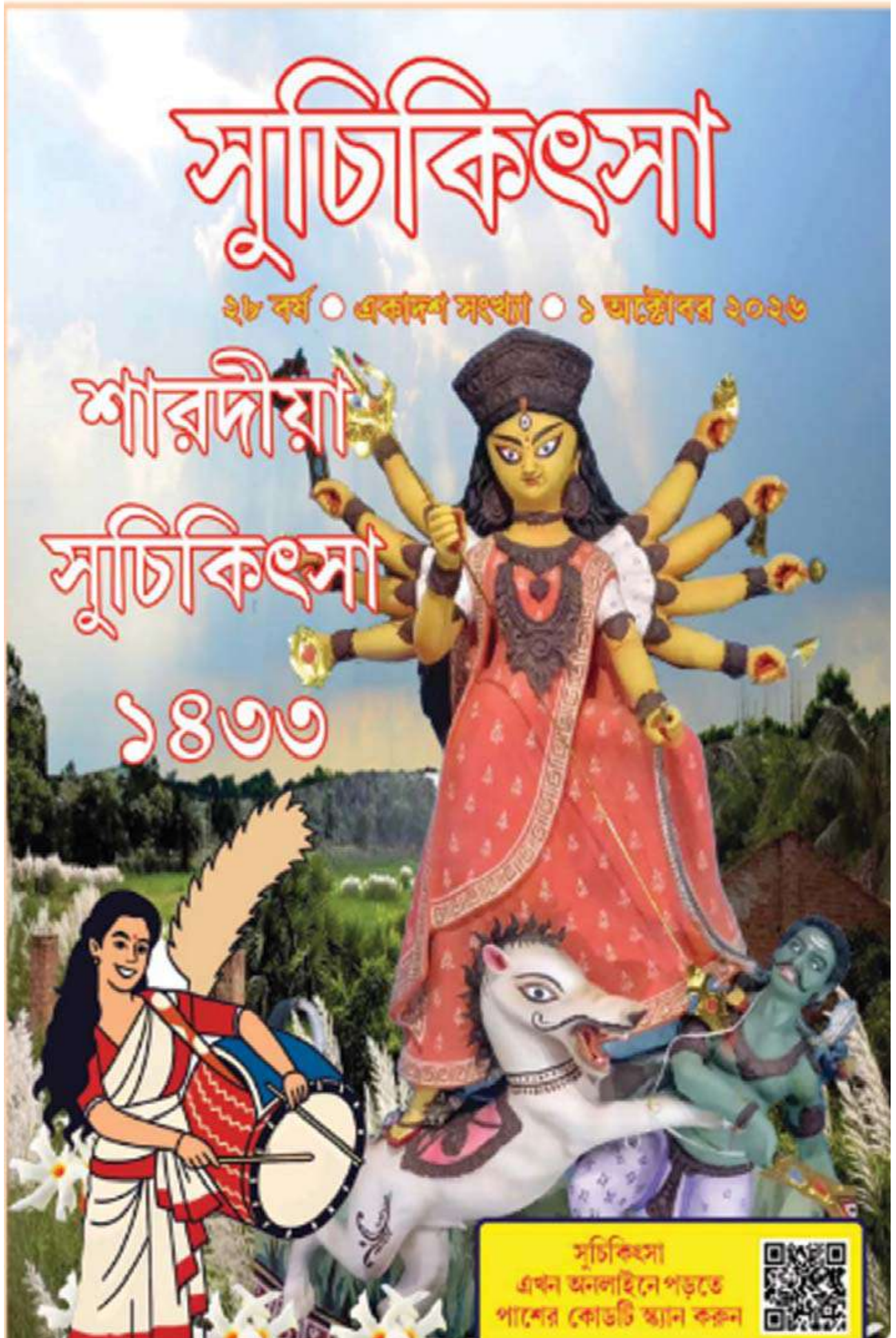

আর্জেন্টিনাকে বিদায় জানিয়েও থামছেন না মেসি!

ডিসি ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ৪-০ ব্যবধানে দুরন্ত জয় ইন্টার মায়ামির

১১ ভ্অক্টোবর ঃ দেশের জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলার চার দিনের মধ্যেই ক্লাবের হয়ে মাঠে নেমে ফের জ্বলে উঠলেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টিনার হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানোর পরেও তাঁর পায়ের জাদু যে একটুও ফিকে হয়নি, তা আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন ফুটবলের মহাতারকা। মেজর লিগ সকারের ম্যাচে ডিসি ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করলেন এলএম১০। তাঁর দুরন্ত পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্রতিপক্ষকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল ইন্টার মায়ামি। বাকি দু'টি গোল করেন উরুগুয়ের তারকা লুইস সুয়ারেজ। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে মেসির অসাধারণ দুটি গোলই হয়ে উঠল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। চার দিন আগেই বেনিনের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিলেন মেসি। সেই ম্যাচেও গোল করেছিলেন তিনি। দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ইতি টানার পর এবার ক্লাবের জার্সিতে ফিরেই গোলের বন্যা বইয়ে দিলেন আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা। তাঁর পারফরম্যান্সে মুগ্ধ ফুটবলপ্রেমীরা। বিশেষ করে দ্বিতীয় গোলটিতে পুরনো মেসির ঝলক দেখতে পেলেন সমর্থকেরা।ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল ইঃটার মায়ামি। খেলা শুরুর মাত্র তিন মিনিটের মাথায় গোল করে দলকে এগিয়ে দেন সুয়ারেজ। বাঁ পায়ের দুরন্ত শটে ডিসি ইউনাইটেডের রক্ষণ ভেঙে দেন উরুগুয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক। শুরুতেই গোল পেয়ে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় মায়ামির ফুটবলারদের। এরপর একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষের রক্ষণকে চাপে রাখে তারা। ম্যাচের ৩৯ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে ব্যবধান বাড়ান সুয়ারেজ। তাঁর এই গোলের পিছনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল বেরতেরামের। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। তবে তখনও মেসির গোলের অপেক্ষায় ছিলেন সমর্থকেরা। দ্বিতীয়ার্ধে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটান আর্জেঃটাইন মহাতারকা। দ্বিতীয়ার্ধ শুরু

হওয়ার মাত্র দু'মিনিটের মধ্যেই গোল করেন মেসি। ৪৭ মিনিটে সুয়ারেজের কাছ থেকে বল পেয়ে বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে জালে বল জড়িয়ে দেন তিনি। স্কোরলাইন দাঁড়ায় ৩-০। মেসির এই গোল কার্যত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি মায়ামির হাতে এনে দেয়। কিন্তু সেখানেই থামেননি তিনি। ম্যাচের ৬০ মিনিটে আসে মেসির দ্বিতীয় গোল। এই গোলটি ছিল আরও আকর্ষণীয়। ডিসি ইউনাইটেডের তিন ফুটবলারকে নিজের দক্ষতায় কাটিয়ে এগিয়ে যান আর্জেন্টাইন তারকা। এরপর নিখুঁত শটে বল জালে পাঠান তিনি। প্রতিপক্ষের রক্ষণকে কার্যত অসহায় করে দেওয়া এই গোল দেখে মুগ্ধ হন দর্শকেরা। তাঁর চেনা ড্রিবলিং, বলের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং গোল করার দক্ষতা আরও একবার ফুটে ওঠে এই মুহূর্তে। মেসির জোড়া গোলের ফলে চলতি মেজর লিগ সকারে তাঁর গোলসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৩। ডিসি ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে এই জয়ের পর ২৮ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগের পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইন্টার মায়ামি। অন্যদিকে, ২৮ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ন্যাশভিল। তবে পয়েন্ট তালিকার হিসাবকে ছাপিয়ে এখন আলোচনার কেন্দে মেসির পারফরম্যান্স। কেরিয়ারের ৯৩৪তম গোল করে নিজের গোলসংগ্রহ আরও সমৃদ্ধ করলেন তিনি। আর্জেন্টিনার হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর গোলসংখ্যা ১২৬। দেশের জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলার পরেও ক্লাব ফুটবলে তাঁর এই ধারাবাহিকতা সমর্থকদের মনে নতুন করে প্রত্যাশা তৈরি করেছে। আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায় নেওয়ার সিদ্ধান্তের পর মেসির ভবিষ্য নিয়ে আলোচনা চললেও ক্লাবের হয়ে তাঁর পারফরম্যান্সে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। বরং ডিসি ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, গোলের খিদে এখনও অটুট। আর্জেঃটিনার জার্সিতে অধ্যায় শেষ হলেও ইন্টার মায়ামির হয়ে তাঁর ম্যাজিক অব্যাহত। আর সেই ম্যাজিকের জোরেই আপাতত ফুটবলবিশ্বের নজর আবারও এলএম১০-এর দিকে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com